উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 6 December 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 197 JAL

দিল্লিতে একসঙ্গে দরবারের প্রস্তাব

সাতের পাতায়

অনাস্থায় হার, চাপে ম্যাক্রোঁ

এগারোর পাতায়

শঙ্খধ্বনিতে সন্ন্যাসীর প্রতিবাদ। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

দেশেই নিষিদ্ধ হাসিনার ভাষণ

অস্থির বাংলাদেশ

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনার বক্তব্যকে 'ঘৃণা ভাষণ' আখ্যা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। তাঁর ভাষণ, বিবৃতি শোনা, পড়া তাই বারণ। অন্তর্বর্তী সরকারের আবেদন মেনে সেই আদেশ দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। সমস্ত সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বিবৃতির খবর সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাসিনা এখন বাংলাদেশে নেই। অন্য দেশে থেকে তিনি ভাষণ বা বিবৃতি দিলে, তা কীভাবে ঠেকানো হবে বা ট্রাইবিউনালের নিষেধাজ্ঞা না মানলে কোনও পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে বাংলাদেশে তৎপরতায় স্পষ্ট যে, ভিনদেশে থাকলেও হাসিনা এখনও মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের গলার কাঁটা। তাঁর বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছানো আটকাতে এই তৎপরতা।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের বৃহস্পতিবারের নির্দেশে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনার বিদ্বেষমূলক বক্তব্যগুলি যেন ফেসবুক, এক্স, ইউটিউবের মতো সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত না হয়।' সরকারপক্ষের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করতে বলা হয়েছে। এর আগে হাসিনার একটি বিবৃতি ও দিনকয়েক আগে নিউ ইয়র্কে আওয়ামি লিগের সভায় তাঁর ভার্চুয়াল ভাষণে অস্বস্তি তৈরি হওয়ায় ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপ।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব নিয়ে সরকারি স্তরে প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাল বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী বৃহস্পতিবার বলেন, 'আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের বদলে ভারতেই পাঠানো উচিত।'

তাঁর কটাক্ষ, 'ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে। সেজন্য বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওঁর দেশের জন্য শান্তিরক্ষা বাহিনী চাইতে গিয়ে ভুল করে বাংলাদেশ বলে ফেলেছেন।' পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে বাংলাদেশের পণ্য ও পর্যটক বয়কটের আওয়াজ জোরালো হচ্ছে। পালটা বৃহস্পতিবার বিএনপি'র সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভির স্ত্রীকে দেওয়া ভারতীয় শাড়িতে দলের নেতা-কর্মীরা আগুন ধরিয়ে দেন।

রিজভি বলেন, 'যারা আমার দেশের পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলে, আমরা তাদের দেশের পণ্য বর্জন করব। আমাদের মা-বোন-স্ত্রী'রা আর ভারতীয় শাড়ি কিনবেন না। ভারতের সাবান, টুথপেস্ট কিনবেন না।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আমার দেশ স্বনির্ভর। ভারতের চেয়ে আমাদের পেঁয়াজের ঝাঁঝ বেশি। ভারতের চেয়ে আমাদের লংকার ঝাল অনেক বেশি।'

এরপর বারোর পাতায়

কন্যাশ্রীর নাম তোলায় ঢিলেমি, ধমক ৩০ স্কুলকে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : কন্যাশ্রী পোর্টালে ছাত্রীদের নাম নথিভুক্তিকরণে পিছিয়ে থাকায় ব্লক প্রশাসনের কাছে কড়া ধমক খেল জলপাইগুড়ি সদর সার্কেলের প্রায় ৩০টি স্কুল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও টিচার ইনচার্জদের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ছাত্রীদের নাম নথিভুক্ত করার কাজে গতি আনতে বলেছেন।

সদর ব্লকের ওই ৩০টি বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রীর সংখ্যা ১৮৩৭। তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কন্যাশ্রী কে-১ ও কে-২ ফর্ম ফিলআপ বাকি রয়েছে ১৪১১ জনের। বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, ওয়েসিস সহ অন্যান্য স্কলারশিপ ও ড্রপআউটদের বিষয়ে বৈঠক হয়। সেখানেই জানা যায়, সদর ব্লকের ৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশতেই এখনও কন্যাশ্রীর কে-১ ও কে-২ ফর্ম ফিলআপ হয়নি। যেমন কে-১'এর ক্ষেত্রে গড়ালবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও কচুয়া বোয়ালমারি, বাসুদেব গার্লস, মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়, বারোপাটিয়া পাঁচিরাম নাহাটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও এমন প্রচুর ছাত্রী রয়েছে। কন্যাশ্রীর পাশাপাশি ওয়েসিস প্রকল্পের ক্ষেত্রে সদর ব্লকে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত হয়েছে ৪২৮১ জনের নাম। বাকি রয়েছে ১২৮৩ জনের।

এরপর বারোর পাতায়

পাঁচ নদীতে ড্রেজিং

ডুয়ার্সে বালি-বোল্ডার তুলছে সেচ দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন কবে বাস্তবায়িত হবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের কয়েকটি নদী থেকে বালি-নুড়ি, বোল্ডার তোলার কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। প্রথম পর্যায়ে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনির যোগীখোলা, খারখোলা, গাবুরজ্যোতি এবং কুমারগ্রামের রায়ডাক ও রায়ডাক-১ নদী থেকে বালি-নুড়ি ড্রেজিং করে তোলা হবে। এমনকি বীরপাড়ার খাইরি, তুলসীপাড়া ও সুকান্তি নদীর সেতুর সামনে থেকেও উত্তোলন করা হবে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ারের সবক'টি নদী ও সেতুর সামনে থেকে উত্তোলন করার টেন্ডার করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির মূর্তি ও রেতি সুকৃতি সহ কয়েকটি নদীতে উত্তোলনের বিষয়টি পরবর্তী ধাপে করা হবে।'

বুধবার রাজ্য বিধানসভায় সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বিজেপির বিধায়কদের কমিশন গঠনের দাবিতে দিল্লিতে তদ্বির করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাজ্য সরকার ভুটান সীমান্তবর্তী ডুয়ার্স এলাকায় নদীখাত নিয়ে যে চিন্তিত তা কয়েকটি পদক্ষেপে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা ধস ও হড়পায় প্রচুর বালি-নুড়ি, পাথর ডুয়ার্সের সমতলে নদীগুলিতে এসে জমে নদীখাত উঁচু করে দিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'এখনি নদীর গভীরতা না বাড়ালে আগামী বর্ষায় পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হবে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভুটানের পাহাড়ের ধসে আলিপুরদুয়ারের সমতলে নদীগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। বিশেষ করে কালচিনি ও মাদারিহাট ব্লকের সীমান্তবর্তী এলাকার নদীগুলি দিন-দিন অগভীর হয়ে পড়ছে। কোথাও কোথাও নদীখাতের সমান উচ্চতা দাঁড়িয়েছে সংলগ্ন এলাকার। ফলে নদীতে জল কিছুটা বাড়লেই পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হচ্ছে।

জলপাইগুড়ির বানারহাট, মেটেলি ও নাগরাকাটায় ভুটানের সঙ্গে সংযোগ থাকা ডায়না, রেতি সুকৃতি, মূর্তি সহ অন্য পাহাড়ি নদীগুলির পলি, বালি-নুড়ি জমে বিপজ্জনকভাবে উঁচু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতগুলি নদীর বিশাল খাত খনন করার আর্থিক সামর্থ্য সেচ দপ্তরের নেই। ফলে ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু নদীখাতের বিপজ্জনক জায়গা চিহ্নিত করে বালি, নুড়ি-পাথর তোলার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ডায়নার খাতে কিছু এলাকায় ড্রেজিং করা হয়েছে।

ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠন থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করার জন্য বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। কিন্তু বিজেপির তরফে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'তিস্তার সমস্যা নিয়ে আমি আগেই ব্রহ্মপুত্র নদী বোর্ডের প্রতিনিধিদের উত্তরবঙ্গে এনেছিলাম। এবার ভুটান নিয়েও লোকসভায় তদ্বির করব। কিন্তু রাজ্যের তরফে যদি সুপরিকল্পিতভাবে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো না হয় কিছুই করার থাকবে না।'

বীরপাড়ার কাছে গোমটু ভুটান সংলগ্ন ডুয়ার্সের খাইরি নদীতে বালি, নুড়ির পুরু স্তর জমেছে।

পর্যায়-১

- কালচিনির যোগীখোলা, খারখোলা, গাবুরজ্যোতি এবং কুমারগ্রামের রায়ডাক ও রায়ডাক-১ নদী থেকে বালি-নুড়ি ড্রেজিং করে তোলা হবে
- বীরপাড়ার খাইরি, তুলসীপাড়া ও সুকান্তি সেতুর সামনে থেকেও বালি-নুড়ি তোলা হবে

পর্যায়-২

- জলপাইগুড়িতে মূর্তি ও রেতি-সুকৃতি থেকে বালি-পাথর তোলার পরিকল্পনা রয়েছে
- ইতিমধ্যেই ডায়না নদী থেকে সামান্য বালি-পাথর তোলা হয়েছে

এতগুলি নদীর বিশাল খাত খনন করার আর্থিক সামর্থ্য সেচ দপ্তরের নেই। ফলে ডুয়ার্সের ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু নদীখাতের বিপজ্জনক জায়গা চিহ্নিত করে বালি, নুড়ি-পাথর তোলার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

সিজিএসটি'র স্ক্যানারে উত্তরের ২৫ ব্যবসায়ী

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : কর ফাঁকি এবং 'ভুয়ো ব্যবসা' দেখিয়ে জিএসটি'র ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) হিসাবে সরকারের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় তদন্তে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তরের স্ক্যানারে উত্তরবঙ্গের ২৫ জন ব্যবসায়ী। প্রাথমিক তদন্তেই কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতির হদিস পেয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। সূত্রের খবর, গত চারদিনে উত্তরের বিভিন্ন জেলার এগারোজন ব্যবসায়ীর পঞ্চাশটিরও বেশি ডেরায় হানা দিয়েছেন সিজিএসটি আধিকারিকরা। সিজিএসটি ডিরেক্টর জেনারেলের তরফে গঠিত বিশেষ ইউনিটও তদন্ত শুরু করেছে। আইটিসি'র একটি মামলায় ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি আদালতে মুখবন্ধ খামে দুর্নীতির বেশ কিছু তথ্যও জমা দিয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। যদিও তদন্ত সম্পর্কে কোনও কথাই বলতে রাজি হননি তাঁরা।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের তল্লাশির খবর পেলেই নানা কায়দায় তাঁদের বিভ্রান্ত করেন ব্যবসায়ীরা। ঘুণাক্ষরেও যাতে কেউ টের না পান তাই পদ্ধতি বদলে ছোট ছোট দল করে সাধারণ গাড়িতে হানা দিচ্ছেন সিজিএসটি কর্তারা। মঙ্গলবার সিজিএসটি'র তদন্তকারীরা হানা দিয়েছিলেন শীতলকুচির নতুনবাজারের ব্যবসায়ী এজাজুল মিয়াঁর বাড়িতে। ঠিকাদারি কারবার রয়েছে এজাজুলের। হার্ডওয়্যার ব্যবসাও করেন তিনি। বুধবার জলপাইগুড়ির আইনজীবী রাজীব পারেখের বাড়িতেও হাজির হয়েছিলেন তদন্তকারীরা। রাজীবের দাবি, তাঁর এক মক্কেল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানতে

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

মাখনা বিপ্লবে বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পদ্মপাতার ওপর সাতসকালের রোদ ও শিশিরবিন্দু পড়ে থাকলে যে মায়া ছড়ায়, তা ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষা থাকে না সব সময়। অপলকে তাকিয়ে থাকতে হয় শুধু।

ট্রেনে কোচবিহার থেকে কলকাতা যাওয়ার সময় বারসই থেকে চোখ খোলা রাখুন। রেললাইনের দু'পাশে নয়ানজুলিতে দেখবেন এরকম প্রচুর 'পদ্মপাতা'। একলাখি স্টেশনের আগে মহানন্দা নদীর পাশের জায়গাটুকু পর্যন্ত দৃশ্যমান ওরকম শিশির ও সবুজ মাখামাখি পাতায় পাতায়।

বলে নিই আগে। ও সব পদ্মপাতা নয় আদৌ। মাখনা চাষ চলছে আদতে। দক্ষিণ মালদার এই অংশে মাখনার মহাবিপ্লব চলছে অনেকদিন। নয়াদিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, শিলিগুড়ির শপিং মলে যে মাখনার চটকদার প্যাকেট দেখতে পান, তার অনেকটাই দক্ষিণ মালদার এই অঞ্চল থেকে যাওয়া। ইউরোপ-আমেরিকাতেও মাখনার মসৃণ যাতায়াত।

ওই তথ্যের পাশাপাশি একটা প্রশ্ন কুইজে ব্যবহার করা যায়। আমাদের উত্তরবঙ্গের বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে চলে যান বলে আমরা হাহাকার করি, প্রশ্ন তুলি বারবার। কথা ওঠে, আমাদের এখানে কাজ নেই, বেশি মজুরি নেই বলেই কৃষক-মজুররা বাধ্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠবে, আমাদের উত্তরবঙ্গে কি এমন জায়গা আছে, যেখানে ভিনরাজ্য থেকে কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক প্রতিবছর আসেন একটা কাজ করতে?

মাথা চুলকোবেন অনেকেই। পালটা প্রশ্ন করবেন, এমন জায়গা উত্তরবঙ্গে আদৌ কোথায়?

উত্তরঃ অবশ্যই আছে। জায়গাটা মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর। এখানে মাখনা চাষ, উহু মাখনা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিহারের ১০ থেকে ১৫ হাজার লোক হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন মাখনা চাষের জন্য। বিহার মানে আসলে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গা জেলার।

এরপর বারোর পাতায়

বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রামের শপথ প্রমীলাদের

সৌরভ রায় ও বিপ্লব হালদার

কুশমণ্ডি ও তপন, ৫ ডিসেম্বর : আর কোনও মেয়েকে শৈশব জলাঞ্জলি দিতে হবে না। আর কাউকে ঘর ছাড়তে হবে না সময়ের আগে, এই ছিল মূল ভাবনা। আর তা থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে মশাল, মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নিলেন মহিলারা।

বুধবার রাতে তপনের চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা কাজিগাঁও গ্রামে এলাকার গৃহবধূ ও কিশোরীদের নিয়ে মশালমিছিল বের করা হয়। মিছিলটি কাজিগাঁও গ্রাম সহ আশপাশের এলাকায় পরিক্রমা করে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম গড়ে তোলার বার্তা দেন। সেই সঙ্গে শপথ পাঠ করেন। পাশাপাশি গ্রামের বধূদের নিয়ে হাঁড়িভাঙা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেই বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন শক্তি বাহিনীর কর্মকর্তারা। ওই আলোচনা সভায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের পন্থা, এর সামাজিক প্রভাব, এবং কিশোরীদের শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়। রাস্তায় আগুন জ্বেলে প্রথমে মিছিল, পরে মোমবাতি জ্বেলে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির শপথগ্রহণ করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। মেয়েদের রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন মহিলারাই।

সম্প্রতি হরিরামপুরের খারুয়া গ্রামের শতাধিক মহিলা এই কর্মসূচিতে পথে নামেন। একইভাবে কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুরের মহিলারাও পথে নামলেন বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরির অঙ্গীকার নিয়ে। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বাল্যবিবাহের কুফল জানালেন মহিলারাই।

একটি আলোচনা শিবিরে অংশ নিয়ে জেলার শক্তি বাহিনীর কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলাজুড়ে এই প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। কোথাও রাতে, কোথাও দিনে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম তৈরি করতে জোট বেঁধেছেন মহিলারা।' মঙ্গল ও বুধবার পরপর দুইদিন এমনই কর্মসূচি পালন করা হল হরিরামপুর ও কুশমণ্ডিতে। পথে নেমেছেন খারুয়ার আঞ্জুয়ারা খাতুন। তাঁর কথায়, 'অনেক সময় স্বাস্থ্য ভালো হলে বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। আর এই অলিখিত নিয়ম বহু পুরোনো। তাই মানুষের বুঝতে সময় লাগছে।' একই বক্তব্য মালতীবালা সরকারেরও।

বাল্যবিবাহ বন্ধে মোমবাতি জ্বালিয়ে মহিলাদের শপথ।

মেয়েদের বাঁচাতে বদ্ধপরিকর কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের সরাইপুর গ্রামের আলো রায়, নমিতা রায়রা। আলোর মত, 'বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে পঞ্চায়েতকে আরও জোরদার হতে হবে।' সুর মিলিয়েছেন নমিতাও। তাঁর কথায়, 'সরকার এমন নিয়ম করুক, যাতে প্রধানের সই ছাড়া বিয়ে না হয়। পাশাপাশি, নাবালক-নাবালিকার বিয়ে প্রশাসনের কাছে ধরা পড়লে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।' কুশমণ্ডির বিডিও নয়না দে জানিয়েছেন, 'বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য প্রশাসনের তরফে লাগাতার প্রচার চালানো হচ্ছে। কড়া পদক্ষেপও করা হয়েছে।' কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহার বক্তব্য, 'স্কুলগুলিতে লাগাতার প্রচার করা হচ্ছে।' মহিলাদের অভিনব পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন মিজানুর রহমান। তাঁর মন্তব্য, 'বাল্যবিবাহ বন্ধে মহিলারা এগিয়ে এলে সুফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে।'

প্রজাপতির সুরক্ষার উদ্যোগ

শিক্ষিকার বাগানে 'ওলিয়েন্ডার হক'

শিলিগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : সকালে উঠেই দেখি/ প্রজাপতি একি/ আমার লেখার ঘরে,/ শেলফের 'পরে/ মেলেছে নিস্পন্দ দুটি ডানা..

ঘুম থেকে উঠেই প্রিয় ছাদবাগানে গিয়েছিলেন অর্পিতা রায়। আর গিয়েই প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেননি। চোখ কচলে আরেকবার দেখে শিহরিত হন অর্পিতা-ইউরেকা!

তাঁর ছাদবাগানে স্পাইডার প্ল্যান্টে বসে এক প্রজাপতি। রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতাটা মনে পড়ে যায়। বিশ্বকবির দেখা প্রজাপতির রেশমি সবুজ রং, তার ওপর সাদা রেখা টানা। অর্পিতার 'অতিথি'র বর্ণ সবুজ-কালো, হালকা গোলাপি ডোরাকাটা। 'এমন প্রজাপতি তো আগে দেখিনি!' বিস্ময় অর্পিতার। পরে অবশ্য নাম-পরিচয় মালুম হল। ওলিয়েন্ডার হক। অর্পিতা ভেবেছিলেন এটি বিরল প্রজাতির। তাই উৎসাহ ছিল আকাশছোঁয়া।

বিষয়টি স্পষ্ট করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের অধ্যাপক ধীরাজ সাহা। বললেন, 'এর আগে এই এলাকায় মথ ওয়াচিংয়ে এই প্রজাপতি ধরা পড়েছিল। সচরাচর এই পতঙ্গ দেখা যায় না। তবে বিরল প্রজাতির নয়।'

প্রজাপতিটি যেখানে সুরক্ষিত থাকবে, সেখানেই আপাতত স্থান পাইয়ে দিতে চান অর্পিতা।

প্রস্তাবিত ফুলগ্রামের রাস্তার দু'ধারে সেজে উঠছে রকমারি গাছের চারায়।

ফুলগ্রামের উদ্যোগ আদিবাসী মহল্লায়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ৫ ডিসেম্বর : এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পরিষ্কার গ্রাম মেঘালয়ের মাওলিনং বা ডাউকি এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলা সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন উমঙ্গোট নদী কিংবা রাজ্যের প্রথম বইগ্রাম আলিপুরদুয়ারের পানিঝোরার কথা কারোরই অজানা নয়। এই সব জায়গা এখন পর্যটকদের ডেস্টিনেশন। সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য গ্রামের সার্বিক বিকাশ। এই ভাবনাতেই বারবিশা শিলবাংলো লাগোয়া আদিবাসীগ্রামকে 'ফুলগ্রাম' হিসেবে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে বারবিশা সিগনেচার অ্যাকাডেমি। রকমারি ফুলের সমাহারে গ্রামকে সাজিয়ে তোলার শপথ নিয়েছেন সংস্থার কর্মকর্তারা। প্রতিটি বাড়িতে রকমারি ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। বাড়ি ঢোকার মুখে বাঁশের গেট তৈরি করা হয়েছে। তাতে শোভা বাড়িয়ে তুলবে লতানো গাছের রংবেরঙের ফুল। গ্রামের প্রবেশ পথের দু'ধারে বেড়ে উঠছে রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারুর মতো সবুজ গাছগাছালি।

বারবিশা সিগনেচার অ্যাকাডেমির শুভাশিস ঘোষ জানান, আদিবাসী গ্রামটি বনজঙ্গলে ঘেরা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ৫০টি পরিবারের বসবাস। অধিকাংশ মানুষের পেশা দিনমজুরি। তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়েও খুব একটা সচেতন নন অভিভাবকরা। সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া গ্রামে একটু উদ্যোগ নিলেই পর্যটনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। শুভাশিসের কথায়, 'সবার সহযোগিতায় ফুলগ্রাম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রথম পর্যায়ে গ্রামজুড়ে ১২৫০টি ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। সেগুলোর যত্ন গ্রামবাসীরাই করছেন।'

অ্যাকাডেমির সভাপতি শিলা সরকার জানান, পর্যটকরা বেড়াতে এলে পছন্দের ফুলের চারা গ্রামবাসীদের থেকে কিনেও নিতে পারবেন। এতে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হবেন ফুলগ্রামের বাসিন্দারা। পাশাপাশি ফুলগ্রামের ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে ১-২ দিন কোচিং দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামে একটি গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার বই সহ নানা ধরনের বই থাকবে।

আজ টিভিতে

প্রমিতার নির্দেশে রাঙামতীকে পার্টিতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয় একলব্য।
রাঙামতী তিরন্দাজ সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭.৩০ **স্টার জলসা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ নিমফুলের মধু - ১ ঘণ্টার পর্ব, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০। শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, দুপুর ২.৩০ অর্ধাঙ্গিনী , বিকেল ৫.৩০ চৌধুরী পরিবার, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ প্রতিশোধ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ লাভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.২৫ ম্যাডাম গীতারানি, সন্ধ্যা ৬.৫৫ টাইগার, রাত ৯.৪০ রক্তবন্ধন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তুমি এলে তাই, দুপুর ১.০০ বিধাতার খেলা, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাঈকী.., সন্ধ্যা ৭.৩০ স্ত্রীর মর্যাদা, রাত ১০.৩০ রোমিও

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গান্ধর্বী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

অমর সঙ্গী বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

ক্রু বিকেল ৫.৪৫ **জি সিনেমা এইচডি**

মাসুম সন্ধ্যা ৭.৩০ **জি অ্যাকশন**

সিম্বা সন্ধ্যা ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও মহিলার সাহায্যে অফিসে জটিল কাজ সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে মান অভিমান চলবে। বৃষ : দুপুরের দিকে ভালো খবর পেতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মিথুন : কাউকে বিশ্বাস করে কোনও গোপন কথা বলে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়ুয়াদের জন্য আজ দিনটি শুভ। কর্কট : নিজের বুদ্ধির বলে আজ কোনও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখুন। সিংহ : বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। যেচে কাউকে টাকা ধার দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কন্যা : লটারি অথবা ফাটকায় আজ প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। তুলা : আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে শান্তিলাভ। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃশ্চিক : স্ত্রী-র সহযোগিতায় পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। জ্বর, সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। একাধিক উপায়ে আজ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা। মকর : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে আজ প্রচুর টাকা নষ্ট। সাংসারিক কোনও ব্যাপারে গুরুজনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক মিটিয়ে নিতে পারবেন। প্রেমে সমস্যা চলবে। মীন : কোনও গুরুজনের পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৫ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ২০ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৪।৪৯। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১০।৪৭। শ্রবণানক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৪৫। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।০। বালবকরণ দিবা ১০।৪৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৩ গতে তৈতিলকরণ।জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, সন্ধ্যা ৪।৪৫ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, শেষরাত্রি ৪।১৮ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১০।৪৭ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৪৯ গতে ১১।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৯ গতে ৯।৪৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৮।৪৯ মধ্যে দ্বিরাগমন অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ হলপ্রবাহ বীজবপন, দিবা ৮।৪৯ মধ্যে পুনঃ দিবা ১।২৫ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১০।৪৭ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ মধ্যে ও ৭।৪৬ গতে ৯।৫৩ মধ্যে ও ১২।০ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫০ গতে ৯।২৫ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৬।৯ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিক্রি

শিলিগুড়ির মধ্য শান্তিনগরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি এক বেডরুমের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। উভয় ফ্ল্যাটে ড্রয়িং ও ডাইনিং, কিচেন, একটি টয়লেট রয়েছে। পার্কিং চাইলে আলাদা করে পাওয়া যেতে পারে। আগ্রহীরা ফোন করুন বেলা এগারোটার পর। ৯৪৭৬৩৯১৯৯৬

কর্মখালি

শিলিগুড়ি সিটি সেন্টার শিবমন্দিরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F। বেতন 10,300/-. M : 9679368850. (M/M)

●

দার্জিলিং-এ নিজস্ব হোটেলের জন্য ভালো Cook চাই। ভালো বেতন সহ বোনাস, থাকা-খাওয়া ফ্রি। Contact No.- 9748478019.

●

শিলিগুড়িতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও কমার্সিয়াল Licence সহ প্রাইভেট গাড়ির Driver চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। মাইনে ১৪০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/113901)

●

B.Tech/Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com M-112633

অ্যাফিডেভিট

4/12/24-এ Executive Magistrate জলপাইগুড়ির অ্যাফিডেভিট বলে আমি শ্রী হরি নাগ থেকে হরি নাগ হলাম। ফকদইবাড়ি, ২ নং ডাবগ্রাম, ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি। (C/113340)

●

গত 5/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে প্রবীর সিং ও প্রবীর সিংহ একই ও বাবা নিখিল সিং ও নিখিল সিংহ অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113844)

●

আমার রেশন কার্ড নং SPHH-0012890258 নাম ভুল থাকায় গত 04-12-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Saneka Roy এবং Koushalya Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গোপালপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C-113119)

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the undersigned NIT No- 08/(e)/EGP & 09/(e)/EGP, Date - 04/12/24, of Enayetpur Gram Panchayat. For details Visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan
Enayetpur Gram Panchayat
Manikchak Dev. Block, Malda

ফ্ল্যাট চাই

শিলিগুড়ির আপার ভানুনগরে দু-তলা, তিনতলায় এক বেডরুম বা দু-বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনতে আগ্রহী। রেডি টু মুভ ফ্ল্যাট। প্রকৃত মালিক বা ফ্ল্যাট মালিকের প্রতিনিধি ফোন করতে পারেন বেলা দশটার পর। নম্বর ৮৩৭৩৮৬৭৬৯৭

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 2 Nos. 100MT Godown under RKVY 2024-2025, Repairing & Renovation Work at Gabgachi Buffer Godown, Malda, Electrical Works for Office Building of Nadia Branch (BENFED). Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app
Sd/-
General Manager (Admin)

OFFICE OF THE BANSHIHARI PANCHAYAT SAMITY
BANSHIHARI, DAKSHIN DINAJPUR
NOTICE INVITING TENDER

[e-NIT memo no2650 & 2660, Dated-02/12/2024 & 03/12/2024]

Sealed tenders are hereby invited from the bonafied contractors vide memo nos. noted above. For detail information please contact this office during office hours. Closing date for Bid submission through online e-procurement portal -09/12/2024 at 16.30 & 09/12/2024 at 17.30 hours respectively. The details of e-NIT may be viewed and downloaded from the Website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in .
Sd/-
E.O./B.D.O
Banshihari Development Block
Banshihari, D/Dinajpur

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
The Rule - Part-2(Hindi)
(From 5th December'24)
Time : 12.00, 3.40 & 7.15 P.M.
Dolby Digital

ভাগ্য ফেরে সঠিক জ্যোতিষ বিচারে
আজ ও কাল শিলিগুড়ি
হোটেল মেয়র, সেবক রোড
কাল বিকেল ৩টে পর্যন্ত
7 8 9 DEC জলপাইগুড়ি
১২ ডিসেম্বর দুপুর ২টো পর্যন্ত
বাকসিদ্ধা জ্যোতিষী
দেবযানী
FOR BOOKING CALL 9830192259

NOTICE INVITING eTENDER

Chairman, Alipurduar Municipality Published eTender vide e-NIQ No. 05/ 2024/PW-10/ ALIPURDUAR (3rd Call), Dated- Date: 05.12.2024, Tender I.D. 2024_MAD_779548_1 Bid submission Start date- 05.12.2024 (Thursday from 18.00 Hrs). Bid submission end date- 12.12.2024 (Thursday upto 18.00 Hrs) for Details please check **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
ALIPURDUAR MUNICIPALITY

AUCTION NOTICE

Auction Notice has been published for Memo No :- 2668/HRP/DD dated 02/12/2024, Gourdighi Tourist cum Picnic Spot (without cottage) date :- 10/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.
Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur : Dakshin Dinajpur

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para, Siliguri-734001
NIeQ No.- 13-DE/SMP/2024-25 (2nd Call)

e-bids for lease/rent of 2nd, 3rd and 4th floor of Naxalbari Market Complex **'AS IS WHERE IS BASIS'** for Bank/Bhawan/Lodge/Commercial purpose/Educational Institute/Library or other similar nature, situated at Panighata More, Naxalbari, are hereby invited by the SMP from the intending bonafied bidders.
Start date of submission of bid : **06.12.2024** (server clock)
Last date of submission of bid : **19.12.2024** (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.
Sd/-
DE, SMP

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ০৮ অফ ২০২৪-২৫/বিজিপি; তারিখ : ২৯.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন, পূর্ব রেলওয়ে, ভাগলপুর, ইসাচক পিএস বিহাইন্ড পুলিশ লাইন-এর নিকটে এটি এবং পি.ও. - ভাগলপুর - ৮১২০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন- কাজের নাম : টি. নং. বিজিপি০৮ অফ ২০২৪-২৫(ওপেন) - (১) ভাগলপুর-নাথনগরের মধ্যে কিমি. ৩০৬/০-১-তে এলসি নং. ১/এ (২) মালদা ডিভিশনের একচারী-ঘোঘার মধ্যে কিমি ২৭৯/৯-২৮০/০-তে এলসি নং. ৬ (৩) আকবরনগর - সুলতানগঞ্জের মধ্যে কিমি ৩২৮/৮-৯-তে এলসি নং. ৯-এর পরিবর্তে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর রোড ওভার ব্রিজ রোড (আরওবি প্রপার এবং অ্যাপ্রোচ)-এর জন্য জিএডি/কাঠামোগত অঙ্কন, নকশা গণনা, মাটি অন্বেষণ, অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পরিকল্পনার প্রস্তুতি, ইউটিলিটি শিফটিং ড্রয়িং ইত্যাদি প্রস্তুত এবং বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) জমা দেওয়া। **আনুমানিক মূল্য :** ₹ ১,০৯,১৬,৭৮৮.১৫; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹ ০.০০; **বায়না অর্থ :** ₹ ২,০৪,৬০০/-; **কাজের জন্য সমাপ্তির মেয়াদ :** ০৬ (ছয় মাস); **বন্ধের তারিখ এবং সময় :** ২০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডারের নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যেতে পারে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের বিপরীতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে।
CON-79/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৫০ অফ ২০২৪; তারিখ : ০৩-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই- [illegible] ... সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, তারিখ : ০৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ইএল_ডিইএন_১৫_২৪-২৫, কাজের নাম : সিংঘাবাদ - সিংঘাবাদ স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সিএসএল লাইনকে পূর্ণ সিএসএল-এ সম্প্রসারণ করা। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য: ২৮,৭১,৬৩৪ টাকা, বায়নার অর্থ: ৫৭,৬০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২- [illegible]
[illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি ও জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহারে লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তন

[illegible] ... ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এবং জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি **দুর্দান্ত অফার**
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে
অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধিকারীপাড়ার উন্মুক্ত সীমান্তে বিএসএফ এবং ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বৈঠক। - সংবাদচিত্র

২৩ বছর পর স্থায়ী আদালত

পূর্ণেন্দু সরকার ও অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : মাল মহকুমা ঘোষণার প্রায় ২৩ বছর পর স্থায়ী আদালত ভবন পেলেন মাল মহকুমাবাসী। বৃহস্পতিবার মালবাজারের এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ডের কাছে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংলগ্ন জমিতে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হল মালবাজার মহকুমা আদালত। নতুন আদালত ভবনটির উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিচারপতি পার্থসারথি সেন অংশ নেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এবং আদালত ভবনের ফলকের আবরণ উন্মোচন করে মহকুমা আদালতের নতুনভাবে যাত্রা শুরু করান বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সরকার সহ অন্যরা।

বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, 'বিভিন্ন মামলার কাজে জলপাইগুড়ি যেতে হত সবাইকে। ভবিষ্যতে মালবাজার মহকুমা আদালতেই সমস্ত মামলার কাজ সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই হিসেবে তড়িৎগতিতে কাজ চলছে। আজকের স্থায়ী ভবনে আদালতের কাজকর্ম শুরুর ঘটনা ঐতিহাসিক হয়ে থাকল।' ভার্চুয়াল মোডে বিচারপতি পার্থসারথি সেন বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় স্থায়ী নিজস্ব ভবন তার যাত্রা শুরু করল।' জেলা শাসক বলেন, 'দিনটি স্মরণীয়। মহকুমাবাসী তাঁদের স্থায়ী আদালত ভবন পেয়ে খুশি হয়েছেন।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, মাল মহকুমার পর এবার ধূপগুড়িতেও মহকুমা আদালত শুরু হবে।

২০০১ সালে মাল মহকুমা ঘোষণা হয়েছিল। ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর মালবাজার শহরের দক্ষিণ কলোনির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ভাড়াবাড়িতে প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের চলা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সেই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টকে উন্নীত করা হয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন ধরেই স্থায়ী আদালত ভবনের দাবি উঠতে শুরু করে বিভিন্ন মহলে। এদিন জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার সোমনাথ পাল বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলা দায়রা আদালতে শুধুমাত্র পকসো মামলা বিচারাধীন রয়েছে ১৩০০টি। সেক্ষেত্রে মাল মহকুমা আদালত সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়ার পর অল্প সময়ে মামলাগুলো নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বর্তমানে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ ও পকসো কোর্টের কাজ শুরু হবে এই ভবনেই। পরবর্তীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের কাজও শুরু হবে ছয় মাসের মধ্যে। প্রাথমিকভাবে ১৩ বিঘা জমি চিহ্নিত করা হয়েছে মহকুমা আদালতের জন্য। জেলা পরিষদের পুরোনো ভবনটি সম্পূর্ণ ভেঙে সেখানে তৈরি করা হবে নতুন আদালতের ভবন।

ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে প্রায় আটটি কোর্ট চালু হবে এখানে। সঙ্গে তৈরি হবে বিচারকদের বাসভবন, স্টাফ কোয়ার্টার সহ বিভিন্ন ভবন। সব মিলিয়ে নতুন আদালত ভবনের উদ্বোধনকে ঘিরে খুশির হাওয়া ছিল মালবাজার শহরে।

ল' ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সঞ্জীব বাগচী বলেন, 'মহকুমা আদালতে পরবর্তীতে অন্য কোর্টগুলো চালু হলে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা থাকবে।' মালবাজার শহরের আইনজীবী তানবীর আলম, সুমন শিকদার জানিয়েছেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসিজেএম কোর্ট চালু হবে মালবাজারে, তখন গুরুত্ব বেড়ে যাবে এই আদালতের।

মাল মহকুমায় খুশির হাওয়া

ফিতে কেটে উদ্বোধন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। - সংবাদচিত্র

নতুন ভবন

- ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিচারপতি পার্থসারথি সেন অংশ নেন
- ২০০৩ সালে মালবাজার শহরের দক্ষিণ কলোনির ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ভাড়াবাড়িতে প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের চলা শুরু হয়
- পরবর্তীতে ২০১৩ সালে সেই ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টকে উন্নীত করা হয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে

মন্দির বাঁচাতে সীমান্তে বৈঠক

মানিকগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ উন্মুক্ত সীমান্তের শতাব্দীপ্রাচীন হনুমান মন্দির ও জলসেচ প্রকল্পের আরআরআই চেম্বার রক্ষার্থে তৎপর হল ব্লক প্রশাসন। এই উদ্যোগে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারীপাড়ায় এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গ্রামবাসীর সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী প্রমুখ।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান সহ বিএসএফ আধিকারিকরা মাটিতে বসে আলোচনা করেন। গত ২৭ নভেম্বর এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। এমনটাই দাবি গ্রামবাসীদের। মানিকগঞ্জ বাজার সংলগ্ন অধিকারীপাড়া থেকে নতুনবস্তি পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি সীমান্ত আজও উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বিএসএফ। ফলে এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া সহ সীমান্ত সড়ক তৈরির জন্য জমি নির্ধারণ করে পিলার বসানোর কাজ সারা হয়েছে।

তারপরেই স্থানীয়দের নজরে পড়ে, ওই বেড়া দেওয়া হলে কাঁটাতারের ভেতর চলে যাবে শতবর্ষ প্রাচীন হনুমান মন্দির। এছাড়াও সীমান্ত সড়ক তৈরি হলে কমপক্ষে ১০টি জলসেচ প্রকল্পের আরআরআই চেম্বার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গ্রামবাসীর দাবি, ৭৭০ নম্বর পিলার সংলগ্ন হনুমান মন্দির ও জলসেচ প্রকল্পের চেম্বার রক্ষা করে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত সড়ক তৈরি করা হোক।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা দেব অধিকারী জানিয়েছেন, এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বসতবাড়ি, মন্দির ও স্কুল বাঁচিয়েই সীমান্ত সড়ক ও বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আবাস নিয়ে বিডিওর দ্বারস্থ বামেরা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : ধনী এবং উচ্চবিত্তদের নাম বাংলা আবাস যোজনার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানালেন তেশিমলা পঞ্চায়েতের বাম সমর্থিত পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে তাঁরা স্মারকলিপিও দেন মালবাজারের বিডিওর কাছে। পাশাপাশি তাঁরা বিডিওর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। বাংলা আবাস যোজনার সমীক্ষা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে করার আবেদন জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। যাঁরা আবাস যোজনার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের নতুন করে আবেদনের জন্য সময় চেয়েছেন তাঁরা। এদিনের স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য সমীর ঘোষ, বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশীল রায়, পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাফা হোসেন সহ অন্যরা।

পঞ্চায়েত অফিসকে দলীয় কার্যালয়ের সঙ্গে তুলনা করে বাম নেতা রাজা দত্তর বক্তব্য, তৃণমূলের কিছু নেতার জন্য পঞ্চায়েত অফিসের গরিমা নষ্ট হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্য সুশীল রায় বলেন, 'আমরা বিডিওর কাছে লিখিতভাবে বেশ কিছু অভিযোগ এবং আবেদন জানালাম। আশা করছি তিনি বিষয়টি নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন।' যদিও এ ব্যাপারে কিছু বলেননি বিডিও। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বাংলা আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে বিগত দু'দিন ধরে উত্তপ্ত তেশিমলা পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজে আসা সরকারি কর্মীদের পঞ্চায়েত ভবনে আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসী এবং বিরোধীপক্ষের সমর্থকরা। সেই ঘটনার আঁচ পড়ে বুধবারের গ্রামসভার বৈঠকে। আচমকা গ্রামসভার স্থান পরিবর্তন ঘিরে তর্জা শুরু হয় শাসক এবং বিরোধীদের। বিরোধীদের

অভিযোগ, বুধবার দুপুর একটায় তেশিমলা পঞ্চায়েতে তাঁরা পৌঁছে জানতে পারেন, কোনও অজ্ঞাত কারণে গ্রামসভার বৈঠকের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত ভবনের পরিবর্তে বৈঠকটি হয় ওমর আলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে। বিরোধীদের না জানিয়েই গ্রামসভার বৈঠকটি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পেছনে ষড়যন্ত্র দেখছে তারা।

যদিও শাসক শিবির জানিয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে পঞ্চায়েত ভবন থেকে বৈঠকটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে, সে বিষয়ে নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল গ্রামবাসীদের। এইসব অভিযোগই লিখিত আকারে মালবাজারের বিডিওর কাছে জানান ওই পঞ্চায়েত সদস্যরা।

ওদলাবাড়িতে সভা

ওদলাবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মাল ব্লক কমিটি পুনর্গঠন করা হল।

বৃহস্পতিবার ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারের কাছে একটি হোটেলে সংগঠনের তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতি ছিলেন মাল ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ৫০ জন আরএমপি। বিগত কমিটির কাজকর্মের মূল্যায়নের পাশাপাশি আগামীদিনের কর্মপদ্ধতি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সংগঠনের জেলা কমিটির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র রায় জানান, এদিনের সভায় ১১ জনের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। শক্তিনাথ রায়কে সভাপতি, শ্যামলেন্দু রায়কে সম্পাদক এবং আমিনুল হককে নতুন কমিটির কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর এই কমিটি মাল ব্লক সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করবে।

বেলাশেষে।। মিরিকে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের আব্দুল মাতিন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আর্থিক সংকটে সমাজসেবকরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সেবামূলক কর্মসূচিতে পশ্চিম বাংলার অফিসার এবং কর্মীরা দীর্ঘ বছর ধরে সাম্মানিক ভাতা পাচ্ছেন না। হালে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ১৮ মাসের বকেয়া রিলিজ করা হলেও রাজ্য সরকার সেই অর্থ পুরোপুরি দিতে পারছে না। কারণ, রাজ্য সরকারের ভাঁড়ে মা ভবানী। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে ছয় মাসের টাকা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই উদ্যোগ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ দপ্তরের নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগের কর্মচারী এবং অফিসার ইউনিয়নের নেতা রাজু সাহা বলেন, 'আমাদের বকেয়ার পরিমাণ প্রায় দুই বছরের বেশি। নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। আমরা চাইছি রাজ্য সরকারের তরফে যেমন ছয় মাসের টাকা দেওয়া হোক, তেমনই কেন্দ্রের রিলিজ করা আরও বারো মাসের টাকা অফিসার এবং কর্মীদের দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।' তিনি আরও জানান, প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তাঁরা জনস্বার্থে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউনিয়নের তরফে জেলা দপ্তরে ছয় মাসের টাকা জমা পড়েছে বলে জানতে পেরেছেন। এখন দেখার নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের অর্থ কত দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য শশী পাঁজা। ইউনিয়ন নেতাদের শশী জানিয়েছেন, নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মীদের প্রতি রাজ্য সরকার সহানুভূতিশীল। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য সময়মতো টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। তবু প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা অফিসার এবং কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা দ্রুত দেবেন।

সমন্বয় সভা

মানিকগঞ্জ, ৫ ডিসেম্বর : বিএসএফ এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হল নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিন্দীপাড়া গ্রামে। ৯৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এই সভা আয়োজিত হয়। সেখানে এদিন উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমান্ডান্ট সহ অন্য আধিকারিকরা। গ্রামবাসীরা বেড়ার ওই প্রান্তের জমির চাষাবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও ওই এলাকার বেকার তরুণদের জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবির করার প্রস্তাব গ্রহণও করা হয়।

সংরক্ষণ থেকে বাদ মাদ্রাসার প্যারাটিচাররা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ৫ ডিসেম্বর : উচ্চপ্রাথমিক স্কুলের জন্য প্রথম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টে ২০১৬-র প্যারাটিচারদের জন্য সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসনে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকায় রয়েছে ১৮৭২ জন প্রার্থীর নাম। তবে সেখানে রাজ্যের মাদ্রাসায় কর্মরত প্যারাটিচারদের নাম নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আগেই জানিয়েছিল যে, উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্যারাটিচারদের সংরক্ষণ দেওয়া হবে। উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগে স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসার প্যারাটিচাররাও ১০ শতাংশ সংরক্ষণের আশায় আবেদন করেন। নিয়োগ নির্দেশিকায় স্কুল বা মাদ্রাসার প্যারাটিচারদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও পৃথকীকরণের উল্লেখ ছিল না। তবে যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় মাদ্রাসার প্যারাটিচারদের ঠাঁই না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সুযোগ না পাওয়া মাদ্রাসার প্যারাটিচাররা সম্মিলিতভাবে তাঁদের বক্তব্য এসএসসি'র দপ্তরে জমা দিয়েছেন। এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'যেহেতু সরকারি নিয়মে নিয়োগ হচ্ছে এব্যাপারে কে সুযোগ পাবেন কে পাবেন না সেই ব্যাখ্যা সরকারের কাছে জেনে নেওয়াই ভালো।'

আবেদনকারী মাদ্রাসার প্যারাটিচারদের বক্তব্য, স্কুলের মতো মাদ্রাসার প্যারাটিচারদেরও সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল। স্কুল ও মাদ্রাসায় প্যারাটিচারদের বেতনক্রম ও কাজ সবই এক। তাহলে কেন উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্কুলের প্যারাটিচাররা সুযোগ পেলেও মাদ্রাসার প্যারাটিচারদের বঞ্চিত করা হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ জটিলতার পর উচ্চপ্রাথমিকে ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে কাউন্সেলিং শেষ করার পর এখন শিক্ষকদের স্কুলে জয়েন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে প্যারাটিচারদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এখনও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া হয়নি। এর আগে যোগ্য সংরক্ষিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছিল এসএসসি।

উত্তর চব্বিশ পরগনার এক মাদ্রাসার প্যারাটিচার মহম্মদ সিরাজুদ্দিন, আলিপুরদুয়ারের খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসার প্যারাটিচার মোস্তাফিজার রহমান প্রমুখ বলেন, আবেদন থেকে ভেরিফিকেশন পর্যন্ত আমাদের কোনওদিনও জানানো হয়নি যে আমরা আবেদনের যোগ্য নই। তাহলে কেন আমাদের নাম যোগ্য তালিকায় থাকবে না? আমরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছি। রাজ্যের তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবু সুফিয়ান পাইক বলেন, 'স্কুল ও মাদ্রাসার প্যারাটিচারদের একইভাবে সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল। মাদ্রাসার স্থায়ী শিক্ষকরা স্কুলে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী সুযোগসুবিধে পান। সুতরাং মাদ্রাসার প্যারাটিচারও ১০ শতাংশ সংরক্ষণের আওতায় আসার কথা। আমরা এব্যাপারে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মহলে জানিয়েছি।'

অবশেষে প্রধান শিক্ষকের প্যানেল প্রকাশ

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির প্রাথমিক স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণে শুক্রবার চূড়ান্ত প্যানেল প্রকাশ করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সার্কেলভিত্তিক স্কুলগুলিতে মোট ৮৯৩টি শূন্যপদের জন্য ওই প্যানেল প্রকাশ করা হবে। বৃহস্পতিবার এবিষয়ে সংসদে একটি বৈঠক হয়। প্রকাশের পর ৭ দিন পর্যন্ত ওই প্যানেল প্রতিটি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে টাঙানো থাকবে। কারও কোনও বক্তব্য থাকলে এই সময়েই জানানো যাবে। তারপর শুরু হবে কাউন্সেলিং। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান লক্ষমোহন রায় বলেন, 'কাজ একদম শেষের পথে। শুক্রবার প্যানেল প্রকাশ করে দেওয়া হবে।'

জলপাইগুড়ি জেলায় মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১২০৯টি। ১৮টি শিক্ষা সার্কেলের ৮৯৩টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। মেটেলি সার্কেলে সবথেকে বেশি শূন্যপদ। সেখানে ৭৯টি স্কুল প্রধান শিক্ষক পাবে। সদর ওয়েস্ট সার্কেল প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হবে ৬৬টি স্কুলে। ৬১ জন নিয়োগ হবে সদর সাউথ সার্কেলে। ৬০টি স্কুল প্রধান শিক্ষক পাবে সদর নর্থ ও মাল সার্কেলে। রাজগঞ্জ সার্কেলে ওই সংখ্যা ৫৯। মাল সাউথ ও সদর ইস্ট সার্কেলের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি যথাক্রমে ৫৪ ও ৫৩। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং জলপাইগুড়ির শিক্ষক নেতা দীপঙ্কর বিশ্বাস বলেন, 'দ্রুত স্কুলগুলি স্থায়ী অভিভাবক পেতে চলেছে। এর থেকে ভালো খবর আর কীইবা হতে পারে। কাউন্সেলিংয়ের পর সবাইকে যাতে একসঙ্গে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব রাখা হয়েছে।'

গ্র্যাচুইটি অমিল, নালিশ ডিএলসি-কে

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৫ ডিসেম্বর : কেউ ৫২, কেউ ৪৮, কেউ ৪০ বছর চা বাগানে কাজ করেছেন। তাঁদের বাগান থেকে অবসর করিয়ে দেওয়ার পর গ্র্যাচুইটির টাকা না পাওয়াতে তাঁরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির ডিস্ট্রিক্ট লেবার কমিশনার (ডিএলসি)-কে। শ্রম দপ্তর থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের শিকারপুর ও ভান্ডিবাড়ি চা বাগানের।

বাগান কর্তৃপক্ষ এবছর ১ জুলাই বাগানের ৪ জন স্টাফ, ৩০ জন সাব-স্টাফ এবং ১২৪ জন দৈনিক শ্রমিক নিয়ে মোট ১৫৮ জনকে অবসর করিয়েছে।

তাঁদের মধ্যেই ফণীন্দ্রনাথ দাস, পুনিয়া ওরাওঁ, মানিক ওরাওঁ প্রমুখ এদিন নিয়ম না মানার অভিযোগ তোলেন বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ফণীন্দ্রনাথ বলেন, 'অবসর নেওয়ার সময় নিয়ম হল বাগান কর্তৃপক্ষের ফর্ম-এল ভর্তি করে অবসরগ্রহণকারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের দিতে হবে। তাতে কবে থেকে অবসর করানো হল, সেই সময় কত বেতন ছিল, তার ভিত্তিতে কত টাকা সে পাবে, কবে সেই টাকা তাদের মেটানো হবে সেগুলি ফর্মে নথিভুক্ত থাকার কথা। অথচ সে সবের ধারেকাছে যায়নি বাগান কর্তৃপক্ষ।'

অভিযোগকারীদের বক্তব্য, বাগান কর্তৃপক্ষ ২৪ অক্টোবর না জানিয়ে, অনলাইনে, অবসরগ্রহণকারী কর্মচারীদের ৬০ হাজার টাকা, সাব-স্টাফদের ১০,০০০ টাকা এবং দৈনিক শ্রমিকদের ৫০০০ টাকা করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অবসরপ্রাপ্তরা গত ২৭ অক্টোবর বাগিচা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা কোন ভিত্তিতে দেওয়া হল প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি প্রথম কিস্তিতে ৫০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে বকেয়া টাকা মেটাতে হবে বলে ম্যানেজারকে জানান।

এক্ষেত্রে ম্যানেজার ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়ে নেন। এরপর ম্যানেজার ১২ নভেম্বর নোটিশ টাঙিয়ে অবসরগ্রহণকারী কর্মচারী ও শ্রমিকরা তাঁর অফিসে এসে ঝামেলা করেছে বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি কোনও নাম উল্লেখ করেননি।

ডিএলসি জলপাইগুড়ি শুভগত গুপ্তা জানান, গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত চিঠি তিনি পেয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তীকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ ইউনিটের সূচনা

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ ইউনিট উদ্বোধন হল জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌরীহাটে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহর সংলগ্ন গৌরীহাটে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের এই ডিসেন্ট্রালাইজড ইউনিটের সূচনা করেন সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মণ্ডল। পাশাপাশি এদিন তিনটি ই-কার্ট ভ্যানেরও সূচনা হয়।

বিনয় বলেন, 'সদর ব্লকে এইরকম বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। দ্রুত সবক'টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এরূপ বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এই ইউনিট থেকে পচনশীল বর্জ্য থেকে যে সকল সার উৎপাদন হবে সেটাও বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হবে।'

শহর এবং শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চলগুলোতেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা সময়ে সমস্যার মুখে পড়তে হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। বারবার সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের সচেতন করেও খুব একটা লাভের লাভ হয় না বলেই অভিযোগ ছিল স্থানীয় প্রশাসনের। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গতি আনতে এই কেন্দ্রের সূচনা বলে জানান রাজেশ।

সারের কালোবাজারি রুখতে উদ্যোগ

গয়েরকাটা, ৫ ডিসেম্বর : সারের কালোবাজারি রুখতে বৃহস্পতিবার বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অভিযানে নামেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন তাঁরা বিভিন্ন সারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ন্যায্য মূল্যে সার বিক্রি করা হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখেন। সেইসঙ্গে কথা বলেন কৃষকদের সঙ্গে। তাঁদের সার কিনতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখে আধিকারিকদের দল। পাশাপাশি, কিছুদিন আগে স্থানীয় একটি সারের দোকান থেকে বাজেয়াপ্ত করা একশো প্যাকেট সার কৃষকদের ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয় কৃষি দপ্তরের তরফে। ধূপগুড়ির সহকারী কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গায় সারের দাম খতিয়ে দেখা হয়েছে। মোটের ওপর ন্যায্য দামেই সার বিক্রি হচ্ছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।'

ডায়নায় দলছুট বাঁয়া গণেশের হানা

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর : বনকর্মীরা রাতভর পাহারা দিয়ে ফিরে যেতেই ভোর ৫টা নাগাদ ডায়না রেঞ্জে হামলা চালাল দলছুট হাতি। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হল দুটি শ্রমিক আবাস। ফলে বিপাকে পড়েছে ওই পরিবারগুলি। শীতের রাতে আশ্রয় নিয়ে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, 'একসঙ্গে নানা স্থানে হাতি বের হচ্ছে। হামলা রুখতে বনকর্মীদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। তার মধ্যেও দু'-একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বিষয়টি অবশ্যই দুঃখজনক। ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে নিয়ম মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

বন দপ্তর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাঁতালটি অত্যন্ত বেপরোয়া ছিল। বুধবার রাতে ডায়নার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বুনোটি ধরণীপুর চা বাগানের কালীখোলা লাইনে ঢোকে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা সেখানে যান। রাতভর দাঁতালটি কিছু করেনি। ভোরে তাঁরা ফিরতেই ভাঙচুর চালায় দুটি বাড়িতে। সুভাষ সিং নামে এক ক্ষতিগ্রস্ত বলেন, 'পরিবারের অন্যদের নিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচি। ঘরে মজুত রাখা চাল, আটা সহ যাবতীয় সবজি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

বন দপ্তর জানিয়েছে, ৪, ৫টি দলছুট হাতি সন্ধে হলেই এভাবে হানা দিচ্ছে। এরকমই একটি মাকনা হাতিকে বৃহস্পতিবার সকালে ডায়না রেলসেতু পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে দেখা যায়। রেললাইনে যাতে কোনও বিপদ না হয় সে কারণে বনকর্মীরা পাহারায় ছিলেন। অন্যদিকে, ধরণীপুরে হামলা চালানো বাঁয়া গণেশ সকালে কুজি ডায়না নদী পেরিয়ে জঙ্গলে ঢোকে। দলছুট হাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই এখন বনকর্মীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি একটি হাতি ধরণীপুরে বন দপ্তরের গাড়িতেই হামলা চালিয়ে বসে।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘর। ধরণীপুর চা বাগানের। - সংবাদচিত্র

দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বিকেলে ধূপগুড়ির দক্ষিণ গোঁসাইহাট এলাকায় এক কিশোরীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতার নাম লিপি বর্মন (১৫)। পুলিশের অনুমান বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ঘটনাটি ঘটিয়েছে ওই কিশোরী। বিকেলে ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওই কিশোরীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবার ও পুলিশ। মৃতার কাকা বিকাশ বর্মন বলেন, 'বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে ভাইঝি। কিন্তু কেন এমন করল তা বুঝতে পারছি না।'

অন্যদিকে, এদিন ধূপগুড়ির ডুডুয়া এলাকার মাঠ থেকে এক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রহস্যজনকভাবে মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ধূপগুড়ি থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড
(একটি মহারত্ন কোম্পানি)

সম্পত্তি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে দাবির জন্য সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

এটি দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ভূমির মালিক নিম্নে উল্লেখিত বিবরণ সহ তার জমির প্লটটি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডকে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছেন, যা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য সিটি গেট স্টেশন বিকাশের উদ্দেশ্যে। কৃষি জমি, ১৭৩৩.৫ বর্গমিটার (২৫.৯০ কাঠা), প্লট নং - ৬২৬, খতিয়ান নং - ৮১৩, মৌজা - বিন্নাগুড়ি, জেএল নং - ৩, শিট নং - ১৬, পিএস - নিউ জলপাইগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি।

এই সম্পত্তি সম্পর্কে যে কোনও ব্যক্তি যাদের কোনও অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, দাবি বা কোনও প্রকৃতির চাহিদা রয়েছে, তাদের হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) শিলিগুড়ি জিএ-১০.৪৭, তৃতীয় তল, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ ঠিকানায়, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে লিখিত তথ্য সহ নথিভুক্ত প্রমাণ সহ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই সময়সীমার পরে কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং ভবিষ্যতের জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে এবং যে কোনও দাবি বাদ দেওয়া হয়েছে বা ত্যাগ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

/hpcl | /hpcl | /hpcl
www.hindustanpetroleum.com

Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹30990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹31990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹33990
1.5 Ton - Inverter ₹34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹40990
SAMSUNG
A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo
Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi
MI 13C 5G (4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme
C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo
F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
LG IFB Haier Godrej Panasonic
FREE Kettle
20 L ₹6490
20 L Conv. ₹10990
21 L Conv. ₹11290
23 L Conv. ₹12290
27 L Conv. ₹13990
30 L Conv. ₹14990
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

Great Eastern™

We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

24 LED TV
₹ 5990

32 HD LED
₹ 7190

32 SMART TV
₹ 8990

32 GOOGLE TV
₹ 9990

43 SMART TV
₹ 17990

43 GOOGLE TV
₹ 18390

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

43 4K QLED
₹ 25490

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

180 L MIXI
₹ 13490

184 L MIXI
₹ 13990

190 L MIXI
₹ 14290

185 L MIXI
₹ 15990

187 L MIXI
₹ 15490

200 L MIXI
₹ 14990

187 L MIXI
₹ 18490

238 L MIXI
₹ 20990

235 L MIXI
₹ 21490

240 L MIXI
₹ 22490

260 L MIXI
₹ 23490

243 L MIXI
₹ 25990

240 L MIXI
₹ 22990

280 L MIXI
₹ 28990

368 L MIXI
₹ 47990

445 L MIXI
₹ 49990

401 L MIXI
₹ 57990

472 L MIXI
₹ 51990

564 L MIXI
₹ 58990

602 L MIXI
₹ 64990

650 L MIXI
₹ 77990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26490

7 KG - FL
₹ 26990

7 KG - FL
₹ 27990

8 KG - FL
₹ 32990

8 KG - FL
₹ 34490

9 KG - FL
₹ 34990

9 KG - FL
₹ 35490

10 KG - FL
₹ 40490

11 KG - FL
₹ 50490

13 KG - FL
₹ 58490

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

6.5 KG - TL
₹ 13490

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 18290

8 KG - TL
₹ 18990

8.5 KG -TL
₹ 23990

9 KG - TL
₹ 24990

9.5 KG - TL
₹ 22990

10 KG - TL
₹ 23990

11 KG - TL
₹ 29990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

3 L ₹ 2190
10 L ₹ 4990
15 L ₹ 5490
25 L ₹ 6990

hp DELL Lenovo ASUS

Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office
₹ 31990

Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 33990

Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 42990

Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11
₹ 48490

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL • RAJASTHAN • BIHAR • JHARKHAND • ASSAM • MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আসে না

রাস্তায় প্রসবই ভবিতব্য

রাকেশ রায়

হেলাপাকড়ি, ৫ ডিসেম্বর : পাকা ব্রিজ না থাকার অসহায় ছবি পদমতির পাড়ে। ব্রিজের অভাবে ঢুকতে পারে না অ্যাম্বুল্যান্স থেকে কোনও গাড়ি। সেই কারণেই মাস তিনেক আগে রাস্তাতেই সন্তানপ্রসব করেন এক গর্ভবতী মহিলা। এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পদমতি ২ নম্বর বাঁধের পাড় এলাকায়। কয়া নদীর ওপারের বাসিন্দাদের দিন কাটছে এভাবেই। যে কোনও সময়ে মা ও শিশুর বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারত। স্থানীয় সূত্রে খবর, অ্যাম্বুল্যান্স নদীর পাড়ে অপেক্ষা করে থাকে। ব্রিজ না থাকার কারণে গ্রামে ঢুকতে পারে না। স্থানীয় বাসিন্দা অতুলচন্দ্র রায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, গত সপ্তাহখানেক আগে আরেক গর্ভবতী মহিলাকে গ্রাম থেকে নদীর পাড়ে নিয়ে আসার সময়েই সদ্যোজাতের পা বেরিয়ে আসে। ক্রমশ এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় এলাকাবাসী। স্থানীয়দের আভিযোগ, অনেকবার পাকা ব্রিজের দাবি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

আরেক বাসিন্দা বিজয় রায় জানান, বোয়ালমারি, ধড়পড়া, ধৌলুর চর, মতিয়ারের চর, কালামপুর চর, পদমতির চর, সন্ন্যাসীরজোত এলাকার মানুষ এমনই সমস্যায় ভুগছে। প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার মানুষের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল এই দুর্বল নড়বড়ে সাঁকো। কৃষকদের ফসল, জমির সার এপার-ওপার করতেও প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও যাতায়াত ব্যবস্থার এমন করুণ অবস্থায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ থেকে রোগী, গর্ভবতী মহিলা, কৃষক সহ ছাত্রছাত্রীরা। কার্যত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাঁকো পারাপার করছেন সকলে। এই এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন আলুর সঙ্গে ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদির চাষ প্রচুর। উৎপাদিত ফসলকে বাজারজাত করতে হয় এই দুর্বল সাঁকো দিয়েই। স্থানীয় এক টোটোচালক অমল সিংহ বলেন, 'টোটো নিয়ে এই সাঁকো পারাপার করতে জীবন হাতে নিয়ে যেতে হয়। মাসখানেক আগে একটি টোটো দুর্ঘটনাও হয়েছিল। সাঁকো থেকে টোটোটি নদীতে পড়ে গিয়েছিল।'

পদমতি রহিমুদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের এক ছাত্র অংশুমান দাস এবং ছাত্রী গীতা মণ্ডল জানায়, এভাবে স্কুলে যেতেও অসুবিধা হয়। বর্ষার সময় বিপদ আরও বাড়ে। কয়া নদীর জলের স্রোতে সাঁকো ভেঙে পড়লে নৌকা দিয়ে পারাপার করতে হয়। ফলে সবমিলিয়ে চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ বিষয়ে জেলা পরিষদ সদস্যা ঊর্মিলা রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি সেচ দপ্তরের অধীন। অনেকবার জানানো হলেও ফান্ড না আসায় কাজ হচ্ছে না।' ময়নাগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'বাসিন্দারা ডেপুটেশন দিলেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।' অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি সেচ দপ্তরের এসডিও সমীর বর্মনের সঙ্গে টেলিফোনে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

পদমতির পাড়ে বেহাল এই সাঁকো নিয়েই স্থানীয়দের ভোগান্তি।

বেহাল দশা

- অ্যাম্বুল্যান্স নদীর পাড়ে অপেক্ষা করে থাকে
- ব্রিজ না থাকার কারণে গ্রামে ঢুকতে পারে না।
- এক গর্ভবতী মহিলাকে নদীর পাড়ে নিয়ে আসার সময়েই সদ্যোজাতের পা বেরিয়ে আসে
- ক্রমশ এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় এলাকাবাসী

এখনও পলাতক পিএফ কেলেঙ্কারির সাত অভিযুক্ত

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও জলপাইগুড়ি পুরসভার পিএফ কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত সাতজন পলাতক। এই মামলার তদন্তের ভার সিআইডির হাতে রয়েছে। এই মামলায় জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারপার্সন কোতোয়ালি থানাতে এজাহার দাখিল করেছেন। এই মামলার অবসান হওয়া জরুরি বলে মনে করেন পুর কর্মচারী সহ অন্যরা। সিআইডি'র তরফে উচ্চমহলে জানানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার সুরাহা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছে। সিআইডি'র আশা তাঁরা দ্রুত এই মামলার সুরাহা করতে পারবে।

তিন বছর ধরে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পিএফ কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত অরিঞ্জিৎ ঘোষ বন্দি। এই মামলায় অরিঞ্জিৎ ঘোষের স্ত্রী এবং পুত্র জামিনে রয়েছেন। এছাড়া অপর দুজনের মধ্যে একজন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি। অপরজন জামিনে মুক্ত রয়েছেন এখন। পিএফ কেলেঙ্কারিতে প্রায় এক কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে। এই মামলায় ১১ জন অভিযুক্ত। প্রথমে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এই মামলার তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সিআইডিকে এই মামলার তদন্তের ভার দেওয়া হয়।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফে পিএফ কেলেঙ্কারির তদন্ত দ্রুত সমাধান করার দাবি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অবসরপ্রাপ্তকর্মীদের পিএফের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কারও অধিকার নেই। বিষয়টির গভীরে গেলে দেখা যাবে অরিঞ্জিৎ ঘোষ জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পুর প্রশাসন তার হাতে পিএফের হিসাবের দায়িত্ব তুলে দেন। যাঁরা পুরসভার কর্মী নন তাঁদেরকে অরিঞ্জিৎ বেআইনিভাবে পিএফ খাতে টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। সার্বিক তদন্ত হওয়া বড়ই জরুরি।'

ডিমের দাম বেড়েছে অনেকটাই। ক্রেতাদের প্রশ্নের মুখে ব্যবসায়ীরা। ময়নাগুড়ি বাজারে বৃহস্পতিবার।

খুচরো বাজারে ডিম পৌঁছাল ৮ টাকায়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়িতে খুচরো বাজারে ডিমের দাম বেড়ে আট টাকায় পৌঁছাল। এক মাস আগেও যার দাম ছিল ছয় টাকা। শীতে চাহিদা বাড়ে ডিমের। সামনেই বড়দিন। কেক তৈরিতে অপরিহার্য ডিম। এদিকে আমদানি কমেছে। উৎপাদনও কিছুটা কম হয় শীতে। ব্যবসায়ীদের মতে এই সমস্ত কারণেই আগামী বছর ফ্রেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে ডিমের দাম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। চলতি বছর আবার অন্যান্য বছরের তুলনায় দামটা একটু বেশি বলেই জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে বাড়তি অর্থ গুনতে হচ্ছে মধ্যবিত্তকে। তেমনই কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়েছেন ফাস্ট ফুড বিক্রেতারাও।

কম খরচে সহজলভ্য খাদ্য ডিম। দুর্গাপুজোর পরেও এক কার্টন ডিমের (২১০ টি) পাইকারি দাম ছিল ১২৫০ টাকা থেকে ১৩০০ টাকা। যার বর্তমান বাজার দর ১৪৮০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা। কাজেই বাজারে খুচরো ডিমের দাম পড়ছে আট টাকা। মাধবডাঙ্গার বাসিন্দা সুজিত দাস বলেন, 'সবজি-মাছ-মাংসের দাম আকাশছোঁয়া। এবার থেকে ডিমের দামও বেড়ে গেল।'

ফাস্ট ফুড বিক্রেতা গণেশ রায় বলেন, 'ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় ফাস্ট ফুডের দামও কিছুটা বেশি নেওয়া হচ্ছে।' ছোট দোকান রয়েছে

> পঞ্জাব থেকে ডিম আমদানি বন্ধ। কারণ পঞ্জাবের সমস্ত ডিম কাশ্মীরে চলে যাচ্ছে। সেখানে শীত পড়েছে। চাহিদা মেটাতে পারছে না পঞ্জাব। বিহারে শীত পড়ায় সেখান থেকেও ডিম আসছে না। আমদানি কমে গিয়েছে।
>
> **অলোক মিত্র,** *ডিম ব্যবসায়ী*

সঞ্জীব সাহার। তিনি বলেন, 'ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতাদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। উপায় নেই, বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে।'

এখন অন্ধ্রপ্রদেশ কিংবা উত্তরপ্রদেশের ওপর ডিমের জন্য খুব একটা নির্ভরশীল নয় ময়নাগুড়ি। কেননা জলপাইগুড়ি, বেলাকোবা, মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্ধা, রায়গঞ্জ এবং রাজগঞ্জ থেকে ডিম আমদানি হয় ময়নাগুড়িতে। বড়দিনের আগে প্রতি বছর ডিমের দাম বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। কারণ, কেক তৈরির জন্য ডিমের প্রয়োজন হয়। ডিম ব্যবসায়ী অলোক মিত্র বলেন, 'পঞ্জাব থেকে ডিম আমদানি বন্ধ। কারণ পঞ্জাবের সমস্ত ডিম কাশ্মীরে চলে যাচ্ছে। সেখানে শীত পড়েছে। চাহিদা মেটাতে পারছে না পঞ্জাব। বিহারে শীত পড়ায় সেখান থেকেও ডিম আসছে না। আমদানি কমে গিয়েছে।'

এক সময় হায়দরাবাদ থেকেও ডিম আসত ময়নাগুড়ি শহরে। এখন আর আসে না। কারণ ওদিকের চাহিদাই মেটে না। ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ বণিক অবশ্য সামনের বড়দিনকেই ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ বলছেন। ব্যবসায়ী সুজয় রায়ের কথায়, 'এই সময়টাতে প্রতি বছরই দাম বাড়ে। কিন্তু এবার অনেকটাই বেশি বেড়েছে। উপায় নেই। আমরাও খদ্দেরদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলছি।'

টুকরো খবর

কর্মবিরতি

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের দিন দেশব্যাপী কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের কর্মীদের সংগঠন ন্যাশনাল ফোরাম অফ কেভিকে ও এআইসিআরপির তরফে কর্মবিরতি পালন করা হল। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ কর্তৃপক্ষের কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্র পরিচালনায় চূড়ান্ত স্বৈরাচারিতা নিরসনে এবং ওয়ান কেভিকে, ওয়ান পলিসি চালুর দাবিতে এই কর্মবিরতি। জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন। বৈঠকে তাঁরা বলেন, 'দেশব্যাপী সকল কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের কর্মীদের জন্য অভিন্ন নীতি, সমকাজে সমবেতন ও অবসরকালীন সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।' দাবিগুলো পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও ডব্লিউবিসিএডিসি সংগঠনের কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্র ইউনিটের সাধারণ সম্পাদিকা ডাঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি কৃষিবিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞানী ডাঃ মানসকুমার দাস প্রমুখ।

বধূ নিখোঁজ

ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রবিবার দুপুরে বাড়ির সকলে ঘুমিয়েছিলেন। এরপর বিকেল থেকে ওই বধূর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বাড়িতে না পেয়ে আত্মীয় পরিজনদের কাছে খোঁজ নেন স্বামী। কোথাও সন্ধান না মেলায় বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'বাড়িতে দুই ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। কোথাও স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের জাতীয় সড়ক অবরোধ। বৃহস্পতিবার।

দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে সাইকেল

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় আহত ছাত্র

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : ফকিরছিপ এলাকায় স্কুল থেকে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম এক পড়ুয়া ও তার মা। বৃহস্পতিবার দুপুর তখন ১টা। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মাঝে ৩১ডি জাতীয় সড়কের সারিয়াম মোড় দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়ের সাইকেলের পিছনে চেপে ফেরার পথে হঠাৎ একটি পুলিশের গাড়ি তাদের ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। রাস্তায় ছিটকে পড়ে মা ও ছেলে। স্থানীয়রা এসে দুজনকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে সাইকেলটি। এদিকে, ওই দুর্ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। বড় বড় কাঠের লগ ফেলে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

অবরোধের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে আসে রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার এবং ট্রাফিক পুলিশের ওসি বাপ্পা সাহা। এরপর তাঁদের অবরোধ তুলতে বললে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় স্থানীয়দের। পরে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর অবরোধ ওঠে। পরবর্তীতে রাস্তা দ্রুত যানজটমুক্ত করে পুলিশ।

> দুপুরে স্কুল থেকে সাইকেলে করে ফিরছিলেন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে। সেসময় শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি পুলিশের গাড়ির সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কা লাগে। বর্তমানে তারা একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।
>
> **রণজিৎ রায়,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা রণজিৎ রায়ের কথায়, 'দুপুরে স্কুল থেকে সাইকেলে করে ফিরছিলেন জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছেলে। সেসময় শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি পুলিশের গাড়ির সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কা লাগে। বর্তমানে তারা একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।'

রাজগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের ওসি বাপ্পা সাহা বলেন, 'পুলিশের একটি গাড়ির ধাক্কায় মা এবং ছোট ছেলে আহত হয়েছেন। আহত দুজনেই এখন ভালো আছেন।'

এদিকে জ্যোতির দেওর বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারার পর সেটি পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের অন্তত হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করাতে পারত।' যদিও ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

ঈশানের বাবা ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। চিকিৎসার ব্যয়ভার ওঠানো অসম্ভব। পুলিশ চিকিৎসা খরচের আশ্বাস দিয়েছে। সেই কারণে আর অভিযোগ জানাইনি।'

ঘটনায় রোগীর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের হিরম্ব রায়।

সারের কালোবাজারি বন্ধের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৫ ডিসেম্বর : সারের কালোবাজারি বন্ধ সহ বিভিন্ন কৃষিজ বীজ সঠিক দামে যাতে কৃষকরা কিনতে পারেন সেই দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করল তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেস ব্লক নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার মাটিয়ালির বিডিও এবং ব্লক কৃষি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন সংগঠনের নেতারা। একই কাজ করে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক এবং রাজগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল খেতমজদুর নেতৃত্ব। তাঁরা জানান, বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের কাছ থেকে অত্যধিক হারে সার, আলু সহ বিভিন্ন বীজের দাম নেওয়া হচ্ছে। ফলে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে কৃষকদের। এদিন তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে সারের এই কালোবাজারি এবং কৃষকদের হয়রানি নিয়ে অভিযোগ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি রাম চক্রবর্তী বলেন, 'সারের কালোবাজারি রোধ করার জন্য হোলসেল সারের দোকানগুলোতে ক্যাশমেমো দিতে হবে। সার্টিফায়েড আলুবীজ সরবরাহ সহ ভেজাল রোধ করতে হবে। বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'বিষয়টি দেখা হচ্ছে। এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

অভিযোগ জানাতে থানায় উপস্থিত বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দারা।

নেশায় আসক্তি, থানায় অভিযোগ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : চুরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ির বালতি, মগ, ঘড়ি, টোটোর চার্জার, কোথাও আবার ঘরের আসবাবও। কিন্তু কোনও চোরের কাজ নয় এগুলি। অবাক কাণ্ড, তাহলে করছে টা কে? নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ি বা পাড়ার ছেলেরাই বিক্রি করেছে এগুলো।

ড্রাগস এবং ব্রাউন সুগারের মতো নেশায় আসক্ত হচ্ছে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি এলাকার একাংশ তরুণ। এমন অভিযোগ করে বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় স্মারকলিপি দিলেন ওই এলাকার মানুষ।

তাঁদের অভিযোগ, নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ির জিনিস চুরি করছে এলাকার কিছু তরুণ। কিছু বলতে গেলে চড়াও হয় তাঁদের ওপরে। এর আগে কিছু ছেলেকে চুরি করার সময় হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নেশার আসর যাতে চিরতরে বন্ধ করা যায় তাই এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে এদিন থানায় এসে অভিযোগপত্র জমা দেন।

দক্ষিণ বিবেকানন্দপল্লির বাসিন্দা মেনকা সরকার অভিযোগ করে বলেন, 'আমার বাড়ির টোটোর চার্জার চুরি করেছে ওরা। মহিলারা অন্ধকারে ওই এলাকার রাস্তা দিয়ে যেতে সংকোচ বোধ করেন। তাই বাধ্য হয়ে আজ আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

অন্যদিকে দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'ব্রাউন সুগারের নেশায় শেষ হয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। টাকা জোগাড় করতে না পারলে তারা বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছে। উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

জেলার খেলা

সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে গঙ্গাকে।

জাতীয় উশুতে গঙ্গা

চালসা, ৫ ডিসেম্বর : জাতীয় স্কুল গেমসের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে উশুতে সুযোগ পেল কালিম্পং জেলার গৌরীবাস উচ্চবিদ্যালয়ের গঙ্গা গিরি। প্রায় মাসতিনেক আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্কুল ক্রীড়ায় উশুতে সাফল্য পেয়েছিল গঙ্গা। সেখান থেকেই জাতীয় স্তরের জন্য মনোনীত হয় সে। বৃহস্পতিবার সে দিল্লি রওনা হয়েছে। এদিন চালসায় আশিহারা ক্যারাটের চালসা হেডকোয়ার্টারের তরফে চালসা গোলাইতে মাস্টার সাহিল ভুজেল গঙ্গাকে খাদা পরিয়ে সংবর্ধনা দেন।

তিরন্দাজিতে ৯ পদক

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জে রাজ্য তিরন্দাজিতে সাব-জুনিয়ার জলপাইগুড়ির ধনঞ্জয় রায় রিকার্ভে সোনা জিতে রাজ্য দলে সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার এবং সিনিয়ার গ্রুপে সুযোগ পেয়েছে। বুল্টি রায় ইন্ডিয়া গ্রুপে সোনা জিতে জুনিয়ার এবং সিনিয়ার গ্রুপে রাজ্য দলে সুযোগ পেয়েছে। কম্পাউন্ডে সমাদৃত দাস ও দেবপ্রিয়া সিংহ মিনি সাব-জুনিয়ার বিভাগে সোনা জিতেছে। জিৎ বর্মন ও কণিকা রায় জুনিয়ার বিভাগে ব্রোঞ্জ ও রুপো পেয়েছে। ইন্ডিয়ান রাউন্ডে তৃষ্ণা অধিকারী ৩০ মিটারে সোনা, রাহুল রায় সিনিয়ারে ব্রোঞ্জ এবং আকাশ পাল জুনিয়ারে ব্রোঞ্জ পেয়েছে। জয়শ্রী সেন সাব-জুনিয়ার এবং জুনিয়ারে রাজ্য দলে সিলেকশন পেয়েছে।

সুজিতের ৭ উইকেট

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সংঘশ্রী ক্লাব ১৫১ রানে জেসিসিএ-কে হারিয়েছে। প্রথমে সংঘশ্রী ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯১ রান তোলে। তন্ময় দত্ত ৪২ রান করেন। পার্থ সরকার ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ৪০ রানে গুটিয়ে যায় জেসিসিএ। সুজিত দাস ১৬ রানে পেয়েছেন ৭ উইকেট।

বুনো শুয়োরের উপদ্রবে ভোগান্তি

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৫ ডিসেম্বর : বুনো শুয়োরের উপদ্রবে জমির অর্ধেক ধানও কৃষকরা বাড়িতে তুলতে পারেননি। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কাঠামবাড়ি জঙ্গল লাগোয়া রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। গ্রামবাসীর পাশাপাশি বনকর্মীদের পাহারা সত্ত্বেও অন্ধকারে বিঘার পর বিঘা জমির ধান বুনো শুয়োরের দল সাবাড় করেছে। জমির ফসলে বুনো শুয়োরদের হামলা কীভাবে রুখবেন সেই উপায় খুঁজতে এখন ধানচাষিরা দিশেহারা। বিষয়টি নিয়ে বন দপ্তর উদ্বিগ্ন। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম বলেন, 'হাতির পাশাপাশি বুনো শুয়োর তাড়াতে বনকর্মীরা কাজ করে চলেছেন। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

তিস্তা নদী লাগোয়া রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্জাব বাঁধ, খালবস্তি ও সিদ্ধাবাড়ি গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামগুলিকে ঘিরে একদিকে যেমন তিস্তা নদী আছে, আরেক প্রান্তে তেমন কাঠামবাড়ির জঙ্গল রয়েছে। কৃষিপ্রধান এই এলাকায় প্রতিবছর ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে হাতির হামলা শুরু হয়। তবে চলতি বছর হাতির হামলা খুব বেশি না হলেও গ্রামবাসীর আতঙ্কের কারণ বুনো শুয়োরের দল। স্থানীয় গ্রামবাসী চাকুলু মহম্মদ, সাকুলু ইসলামরা জানান, চলতি বছর সন্ধ্যা নামতেই দলবেঁধে বুনো শুয়োরের দল ধানখেতে হাজির হচ্ছে। সারারাত বিঘার পর বিঘা জমির ধান সাবাড় করে তারা জঙ্গলে ফিরছে। স্থানীয় কৃষক ফেলু মহম্মদের কথায়, 'ঋণ করে তিন বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলাম। প্রায় এক বিঘা জমির ধান বুনো শুয়োরের হামলায় ঘরে তুলতে পারিনি। এবার ঋণ কীভাবে মেটাব সেটা বুঝতে পারছি না।'

রাজাডাঙ্গা পঞ্জাব বাঁধ গ্রামে ধানখেতে বনশুয়োর। বৃহস্পতিবার।

স্থানীয় কৃষক কফিরউদ্দিন, সুভাষ রায়ের বক্তব্য, গ্রামে হাতি প্রবেশ করলে বোঝা যেত। কিন্তু রাতেরবেলায় শুয়োরের দল জমিতে প্রবেশ করলে বোঝা যায় না। বিকেল পর্যন্ত যে জমিতে ধান ফলে থাকে শুয়োরের হামলায় সকালে সেই জমি ধানশূন্য হয়ে যায়। প্রায় এক মাস ধরে শুয়োর তাড়াতে গ্রামবাসীরা রাত জাগলেও সুরাহা হয়নি। একপাশে শুয়োরের দলকে তাড়ালে তারা অপর পাশের ধান খেয়ে ফেলছে।

রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁয়ের প্রতিক্রিয়া, 'গ্রামবাসীর সঙ্গে বুনো শুয়োর তাড়াতে কয়েকদিন রাত জেগেছি। তবে লাভ কিছু হয়নি। এলাকায় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে।'

ফড়েদের হাতে র‍্যাশন সামগ্রী

বেলাকোবা, ৫ ডিসেম্বর : একদিকে দুয়ারে সরকারে র‍্যাশন বণ্টন হচ্ছে, অন্যদিকে গ্রাহকদের থেকে র‍্যাশন সামগ্রী একরকম ছিনিয়েই নিচ্ছে ফড়েরা। এমনই অভিযোগ উঠে এল রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি অঞ্চলে। বৃহস্পতিবার পানিকৌরি অঞ্চলের ফকিরডিপে ছিল দুয়ারে সরকারের র‍্যাশন বণ্টন। সেখান থেকে ফেরার পথে, র‍্যাশনের আটা প্রায় হাইজ্যাক করে অল্প মূল্যে নিয়ে যাচ্ছে ফড়েরা। চন্দন দাসের র‍্যাশন দোকানের বণ্টনের দায়িত্ব সিঞ্চন দাসের। তিনি বলেন, 'আমরা র‍্যাশন বণ্টন করছি। পেছনে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। একাধিকবার বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এইভাবে কেনাবেচা হচ্ছে। সেখানে আমাদের কী করার আছে।'

উপভোক্তাদের থেকে ১০ টাকা প্যাকেট হিসাবে আটা ও আতপ চাল ২০ টাকা কেজি দরে কিনে নিচ্ছে ফড়েরা। রাজগঞ্জ ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের সার্কেল ইনস্পেকটর পূর্বা শেরপা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।'

বিরূপাক্ষকে ক্লিনচিট

সন্দীপ ঘোষ-ঘনিষ্ঠ চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে ক্লিনচিট দিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ না পাওয়ার ভিত্তিতে তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছে।

বাতানুকূল সুবিধা

এবার থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এসি থ্রি টিয়ারের ভাড়া পাবেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, যেখানেই বেড়াতে যান, এই সুযোগ তাঁরা পাবেন বলে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

জয়নগরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করল নিম্ন আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণা হবে।

সরাসরি বিমান

কলকাতা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরাসরি বিমান পরিষেবা নিয়ে বিল পাশ হল বিধানসভায়। চলতি অধিবেশনে এই বিল এসেছিল।

রানি রাসমণি রোডের সভায় শুভেন্দু এবং বাংলাদেশে আক্রান্ত সায়ন। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

২০২৬-এর লক্ষ্যে পদ্মের হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৬শে রাজ্যের ক্ষমতা দখলের নির্বাচনে বিজেপির হিন্দুত্বের মুখ শুভেন্দুই। রাজ্যে হিন্দু ভোটের মেরুকরণে বাংলাদেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে বিজেপি ও গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার রানি রাসমণি রোডে তৃণমূল ও জমিয়তের পালটা সভা থেকে সেই বার্তাই দিল বিজেপি।

বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু রাজ্যের হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছেন, 'মনে করছেন বেলডাঙায় হচ্ছে কিন্তু কালনা, কাটোয়ায় তো হচ্ছে না। এটা ভুল। এখনই হিন্দুরা জোটবদ্ধ না হলে আগামীতে বঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

ভোটবাক্সে হিন্দু ভোট একজোট করার ক্ষেত্রে তিনি যে ইতিমধ্যেই সফল, বিগত বিধানসভা ও সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটের নিরিখেই তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দু বলেন, '২০২১-এর বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করে মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি। আর লোকসভায় তমলুক আসনে সেটাই ৭২ শতাংশ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে জিতিয়েছি।'

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনের লড়াইয়ে মেরুকরণই একমাত্র অস্ত্র বিজেপির। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত থেকে অমিত শা'রা ইতিমধ্যেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে শুভেন্দুর এই দাবি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বাবরি ধ্বংসের দিন রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের কালা দিবস পালনের বিপরীতে শৌর্য দিবস পালন করে বিজেপি। শুক্রবার সেই উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে সিঁথি পর্যন্ত মিছিল করবে গেরুয়া শিবির। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন রাসমণির সভা থেকে দলের সেই কমসূচির কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে একগুচ্ছ কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, '১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্তে পণ্য পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ হবে। ১৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসরে আমিও ধ্বজা নিয়ে উপস্থিত থাকব।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দুত্ব ইস্যুতে শুভেন্দুকে সামনের সারিতে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি। '৭১-এ পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দিনটিকে উদযাপন করে সেনাবাহিনী ও কেন্দ্র সরকার। এবার সেই বিজয় দিবসের উদযাপনেও শামিল হওয়ার জন্য রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানান তিনি।

সদস্য সংগ্রহে দৌড়ঝাঁপে এগিয়ে শুধু দিলীপ

সংগঠনের ঘাটতিতে ধাক্কা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে দলের ধাঁচা ঠিকঠাক না থাকার জন্যই বিজেপির সদস্য সংগ্রহে ভাটার টান। রাজ্যের সদস্য সংগ্রহ অভিযান নিয়ে কেন্দ্রীয়স্তরের নেতাদের এটাই সর্বশেষ মূল্যায়ন। তবে কেন্দ্রীয় ওই পর্যবেক্ষকের মতে, সদস্য সংগ্রহে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ না হলেও মেরুকরণের কৌশলকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলে '২৬-এর বিধানসভায় দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বঙ্গ বিজেপি এই মুহূর্তে কার্যত নেতৃত্বহীন। বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কার্যত বিদায়ি সভাপতি। ময়দানের রাজনীতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অর্জুনের মতো বাংলাদেশকে হাতিয়ার করে মেরুকরণকেই পাখির চোখ করেছেন। সদস্যতা অভিযানে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে একমাত্র দেখা যাচ্ছে দিলীপকেই। গত এক মাস ধরে দক্ষিণে কাকদ্বীপ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহ অভিযান করে চলেছেন তিনি। জঙ্গলমহলের মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের মতো জেলায় সদস্য সংগ্রহের ঘাটতি মেটাতে তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে দল। সদস্য করার ব্যাপারে দল তাঁকে কোনও টার্গেট না দিলেও ইতিমধ্যেই প্রায় চারশো সক্রিয় সদস্য করে ফেলেছেন দিলীপ। যদিও মূলত জেলায় জেলায় গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গতি আনাই তাঁর দায়িত্ব। সেই সূত্রেই দিলীপের অভিজ্ঞতা বলছে, ফল আশানুরূপ নয়। দলের ওপর থেকে নীচে কর্মীদের এই ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যাচ্ছে না। দলের সংগঠন নিয়ে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহে ঘাটতি রয়েছে বলেই তাঁর মনে হয়েছে। তার জন্য তিনিও মনে করেন রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে দলের ধাঁচা না থাকাটাই মূল কারণ।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে পিছিয়ে থাকার অনেক কারণ। সাংসদ, বিধায়করা বলছেন একইসঙ্গে সংসদ ও বিধানসভা চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানে সেভাবে সক্রিয় হওয়া যায়নি। কেউ কেউ আবার আরজি কর আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। তবে দিলীপের মতে, ২৭ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। তখন বিধানসভা, সংসদের অধিবেশন কোথায়? আর রাজনৈতিক দলের সামনে এমন কত ইস্যু আসবে যাবে, তার জন্য সদস্য সংগ্রহ আটকাবে কেন? মুখে না বললেও, সদস্য সংগ্রহে পিছিয়ে পড়ার জন্য নেতারা যেসব কারণকে ঢাল করতে চেয়েছেন,তার সঙ্গে যে একমত নন তিনি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ।

দিলীপের মনোভাবকে সমর্থন করে দলের এক কেন্দ্রীয় নেতাও বলেন, রাজ্যে দলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব নেতা-কর্মীই তাকিয়ে আছেন আগামী দিনে রাজ্যে দলের দায়িত্ব কার ওপর বর্তায় সেই দিকে। তখন দলে তিনি আদৌ কোনও দায়িত্বে থাকবেন কি না তা যখন নিশ্চিত নয়, তখন অন্যের দায়িত্ব তিনি নেবেন কীভাবে? ফলে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে একটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এই অনীহাই রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল প্রতিবন্ধক। তবে এরই সঙ্গে তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে হিন্দু ভোটকে সংহত করতে পারলে সংগঠনের দুর্বলতা কোনও বাধা হবে না।

বিধানসভায় ব্যতিক্রমী বিরোধী দলনেতা

দিল্লিতে একসঙ্গে দরবারের প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিকে গত ২৯ নভেম্বর রাজ্য সরকারের কাছে সহযোগিতার বার্তা দিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'আসুন না, একসঙ্গে রাজ্যের সব গরিব মানুষের বাড়ি করে দিই।'

বৃহস্পতিবার ফের শুভেন্দুর গলায় শোনা গেল সেই সহযোগিতারই সুর। রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করতে না ছেড়েও আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে রাজ্যের গরিব মানুষ যাতে কেন্দ্রের সুবিধা পান, তার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়কদেরও থাকার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে বলে অভিযোগ করে চন্দ্রিমা বলেন, 'কেন্দ্রের একাধিক বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আবাস যোজনা ও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা মেটাচ্ছে।' এরপরই বক্তব্য রাখতে উঠে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।'

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, সাম্প্রতিক ৬ বিধানসভার উপনির্বাচনের ফলাফলে বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাদের রোখা সম্ভব হবে না। বরং কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে তৃণমূল যে প্রচার চালাচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষ অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে থাকা চা বাগানের ভোট ব্যাংকও বিজেপির হাতছাড়া

> আপনারা দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠান। আমরা বিরোধীরাও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করব।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হচ্ছে। যা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিজেপির কাছে অশনিসংকেত। সেই কারণে বারবার শুভেন্দু উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকারকে সহযোগিতার বার্তা দিচ্ছেন। কারণ, পালা বদলের জমানায় শাসক-বিরোধী এইরকম সহাবস্থানের নজির মনে করতে পারছেন না কেউ।

বুধবার হোটেল ও রেস্তোরাঁয় বিনোদন কর নিয়ে রাজ্য সরকারের আনা বিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির মুখ্যসচেতক তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ স্পষ্ট বলেছিলেন, 'এই বিলের বিরোধিতা করার কোনও যুক্তি নেই।' তিনি কয়েকটি সংশোধনী ছাড়া বিলের বিরোধিতায় কোনও কথা বলেননি। তবে, রাজ্যের প্রতিনিধি দলে শুভেন্দু নিজে যে যাবেন না, তাও তিনি ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও কেন্দ্রীয় সরকারকে অসহযোগিতা করার অভিযোগ এনেছেন শুভেন্দু। এদিন অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ভারত সরকার হাসিমারায় বিমান পরিষেবার জন্য রাজ্যের কাছে ৩৭.৭৪ একর জমি চেয়েছিল। রাজ্য সরকার দেয়নি। দমদম বিমানবন্দরে একটি অতিরিক্ত রানওয়ে করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বাউন্ডারি ওয়াল করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র একটি মাজার থাকার কারণে। মালদায় ৯ আসন বিশিষ্ট বিমান পরিষেবা চালু করা যায়। কিন্তু সেখানেও আপনারা সহযোগিতা করছেন না।'

পাশাপাশি সিঙ্গুর প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা যাঁকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়েছিলেন, সেটা বড় ভুল ছিল।' এই সময় শাসক দলের বিধায়করা পালটা টিপ্পনী কেটে বলেন, 'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?' প্রসঙ্গত, সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না মঞ্চে দেখা গিয়েছিল শুভেন্দুকেও। কারণ তখন তিনি ছিলেন তৃণমূলের নেতা।

বিশেষভাবে সক্ষমদের অভিনব পারফরমেন্স। বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। -আবির চৌধুরী

রেস্তোরাঁর বকেয়া করে সুদ ও জরিমানা মকুব

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলিতে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ বকেয়া নিষ্পত্তি করতে জরিমানা ও সুদ মকুবের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই নিয়ে বিল পেশ করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিরোধীরা কোনও বিরোধিতায় না যাওয়ায় আলোচনার পর বিলটি পাশ হয়ে যায়।

২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিলে এই জরিমানা ও সুদ মকুব করে দেওয়া হবে। এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যে জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে।

বিলের সমর্থনে বলতে গিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, 'প্রমোদ ও বিনোদন কর নিয়ে রাজ্যের ৯০০টি হোটেল এবং রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে

> **আয়ের দিশা**
>
> ■ বকেয়া বিনোদন ও প্রমোদ কর আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দিলে জরিমানা ও সুদ মকুব
>
> ■ এর জন্য রাজ্য সরকারের ২১.৮৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ার সম্ভাবনা
>
> ■ জরিমানা ও সুদ বাদ দিলে বিনোদন ও প্রমোদ কর বাবদ রাজ্যের ভাঁড়ারে ১৫ কোটি টাকা জমা হতে পারে

৫৯০০টি মামলা বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইবিউনালে বকেয়া হয়ে রয়েছে। এই সুদ ও আসল মিলিয়ে রাজ্য সরকারের বকেয়া প্রাপ্য প্রায় ২১.৮৬ কোটি টাকা। নতুন আইন করে জরিমানা ও সুদ ছাড় দিলে রাজ্য সরকার বিনোদন কর ও প্রমোদ কর বাবদ ১৫ কোটি টাকা এই সমস্ত হোটেল ও রেস্তোরাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।'

এই প্রসঙ্গে বলতে উঠে বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'কর খেলাপিদের এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তা ভালো। এতে রাজ্যের আয় বাড়বে। কিন্তু যে সমস্ত হোটেল এবং রেস্তোরাঁ সময়ে এতদিন কর মিটিয়ে এসেছে তারা আগামী দিনে কর মেটানোর ক্ষেত্রে আগ্রহ কম দেখাতে পারে। কারণ, রাজ্য সরকারের এই মকুবের সিদ্ধান্তে তারা ভাবতে পারে, এখন কর না মেটালে ভবিষ্যতে সরকার ফের এই সুযোগ দেবে। তাই সম্পূর্ণ কর মকুব না করে ৫০ শতাংশ কর মকুব করা হোক।'

যদিও এই সংশোধনী গৃহীত হয়নি। বিলটি আইনে পরিণত করার জন্য তা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মহাকুম্ভ দর্শনে রেলের ব্যবস্থা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : এবার মহাকুম্ভে স্নান করতে পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাবে আইআরসিটিসি। সঙ্গে থাকবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। এজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি বিশেষ ট্রেনের। একইসঙ্গে প্রয়াগরাজে থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে বিশেষ 'টেন্ট'-এর।

১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ) হতে চলেছে এবছরের মহাকুম্ভ। ১২ বছর অন্তর হওয়া এই মহাকুম্ভে ৫০ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থী যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই প্রথমবার মহাকুম্ভে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে আইআরসিটিসি (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন)। হিন্দু ধর্মের ৩ তীর্থস্থান বারাণসী, কাশীনাথ ধাম ও অযোধ্যায় নিয়ে যাবে ওই ট্রেনটি। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে ওই বিশেষ ট্রেন। ব্যান্ডেল, বর্ধমান, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), রামপুরহাট হয়ে পরদিন বারাণসীতে যাবে ট্রেনটি। সেখানে বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করিয়ে পরদিন অর্থাৎ ২০ ফেব্রুয়ারি ট্রেনটি যাবে প্রয়াগরাজে। সেখান থেকে সড়কপথে নিয়ে যাওয়া হবে আইআরসিটিসির বিশেষ টেন্টে। সেখানে স্নানের ব্যবস্থা করানো হবে। এরপর ২২ তারিখ ট্রেনটিকে নিয়ে যাওয়া হবে অযোধ্যায়। সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা হবে কলকাতা স্টেশনে। মোট ৫ রাত ৬ দিনের এই প্যাকেজে স্লিপার ক্লাসের জন্য দিতে হবে ১৯,১০০ টাকা, এসি থ্রি 'টিয়ারের জন্য দিতে হবে ২৫,১০০ টাকা। যাতায়াতের সময় হোটেল বা টেন্টে থাকা ও চারবেলা খাবারের যাবতীয় ব্যবস্থাও করবে আইআরসিটিসি। ইতিমধ্যেই ট্রেনের সিট বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইআরসিটিসির ডিজিএম এমকে সিং। ১১ কোচের ওই ট্রেনে ৭৮০টি সিট আছে। এর মধ্যে একটি এসি কোচ ও বাকি ১০টি স্লিপার।

একইসঙ্গে এই প্রথমবার প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের থাকার জন্যও বিশেষ টেন্টের ব্যবস্থা করছে আইআরসিটিসি। তাতে ৩০০টি ডিলাক্স ও ১০০টি প্রিমিয়াম টেন্ট থাকছে। ডিলাক্স রুমে ডাবল বেডের জন্য ১২,০০০ টাকা প্রতিরাত ও প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে ১৮,০০০ টাকা ভাড়া ধার্য হয়েছে। টেন্টগুলিতে অত্যাধুনিক থাকার ব্যবস্থা, বিছানা, গরম জল সবকিছুই থাকবে। সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধ নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

ফের হাজিরা এড়ালেন সুজয়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবারও আদালতে সশরীরে হাজিরা দিলেন না নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। আদালতে তাঁর আইনজীবীর দাবি, অসুস্থতার কারণে সুজয়কৃষ্ণ হাজিরা দিতে পারছেন না। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের হাতে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে। সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সুজয়কৃষ্ণকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চাইছে সিবিআই। নিম্ন আদালতের বিচারক তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মাধ্যমিকের উত্তরপত্রে কাটাকুটি

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রে অযথা কাটাকুটি। অথচ ১১ নম্বর পেলেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় স্থান হত নন্দীগ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পারিজাত মাইতির। সমস্ত বিষয়ে যথাযথ নম্বর পেলেও জীবন বিজ্ঞানে ৮২ নম্বর পায় সে। ওই পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, খাতার যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

তার আইনজীবী বিবেকানন্দ ত্রিপাঠীর অভিযোগ, 'ওই পড়ুয়া বাকি বিষয়গুলিতে ৯০ উর্ধ্ব নম্বর পেয়েছে। অথচ জীবন বিজ্ঞানে কম। খাতার একাধিক জায়গায় পরীক্ষক কাটাকুটি করেছেন। অসুস্থ থাকার কারণে সে খাতা পুনর্মূল্যায়নের আবেদন করতে পারেনি। তারপর নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় তার আবেদন মেনে নেয়নি পর্ষদ।' বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পরীক্ষার্থীর জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'সঠিকভাবে বিবেচনা করে নম্বর দেওয়া হয়নি। দুটি প্রশ্নে ৪ নম্বর না দেওয়ার অসংগতি এখনই চোখে পড়ছে।'

অবিলম্বে ওই উত্তরপত্র নতুন পরীক্ষক দিয়ে পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। বিচারপতি প্রধান পরীক্ষককে নির্দেশ দেন যাতে তিনি নতুন পরীক্ষক নির্ধারণ করেন। তারপরই বিচারপতি পর্ষদের থেকে রিপোর্ট তলব করেন।

বিচারকের কাছে আর্জি পার্থর

'জামিন দিন, আমি তো কিছুই করিনি'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নিম্ন আদালতে হাতজোড় করে বিচারকের কাছে আর্জি জানালেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিচার ভবনে তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির করে সিবিআই। তখনই বিচারকের উদ্দেশে তিনি বলেন,'আমাকে বাঁচান। আমাকে জামিন দিন। এভাবে কত আটকে থাকব। এখনও ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না। আমি তো কিছুই করিনি। যা করেছে বোর্ড করেছে।' জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। তাঁর আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচার ভবনের একনম্বর এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। তখনই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী অন্য এজলাসে শুনানির আর্জি জানালে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'আপনি এজলাস নিয়ে এত ভাবছেন কেন? কোন আদালতে মামলা থাকবে সেটা কি আপনি ঠিক করবেন? শুধু শুধু আদালতের সময় নষ্ট করছেন কেন?' তারপর ওই এজলাসে মামলাটি চলাকালীনই ভার্চুয়ালি জামিনের আর্জি জানাতে থাকেন পার্থ।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ৫ জনের নিয়োগ মামলায় জামিনের শুনানি শুরু হয়। তাঁদের আইনজীবীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন অভিযুক্তরা জেলে রয়েছেন। অথচ এখনও বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এরা সকলেই যেহেতু সরকারি আধিকারিক তাই ট্রায়াল শুরুর জন্য সরকারের অনুমোদন দরকার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিবিআই সেই অনুমোদন পায়নি।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই যুক্তিতেই মন্তব্য করেন, 'অনুমোদন না পেলে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হওয়া তো সম্ভব নয়।' পার্থ চট্টোপাধ্যয় এবং শান্তিপ্রসাদ সিনহার পক্ষের আইনজীবী মিলন মুখোপাধ্যায় আদালতে বলেন, 'পার্থর ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। তাই বিচারপ্রক্রিয়া কবে শুরু হবে তা এখনও ঠিক নেই। অভিযুক্তরা সকলেই প্রবীণ নাগরিক। তদন্ত ধীরগতিতে চলছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি আধিকারিকদের ট্রায়ালের অনুমতি সরাসরি হাইকোর্ট দিতে পারে না বা সরকারকেও অনুমতি দেওয়ার কথা বলতে পারে না।' তখন বিচারপতি বলেন, 'সিদ্ধান্ত নিতে বলতে পারে।' সুবীরেশ ভট্টাচার্য ও কল্যাণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়ও তদন্তের ধীরগতির বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মহুয়ার নামে নালিশ ৬ বিধায়কের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ থাকলে তা যেন সরাসরি তাঁকে জানানো হয়। এরপরই তৃণমূলের কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন তথা সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিলেন দলেরই তাঁর সাংগঠনিক জেলার ৫ বিধায়ক।

একইসঙ্গে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার করিমপুরের বিধায়কও এই চিঠিতে সই করেছেন। মহুয়া মৈত্রের নেতৃত্বে সাংগঠনিক কাজকর্ম করা যে সম্ভব নয়, তা তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মহুয়ার বিরুদ্ধে যাঁরা চিঠি দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সদ্য জামিনপ্রাপ্ত পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য, চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান প্রমুখ। তৃণমূল সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে দলের নেতাদের কাছে তাঁরা অভিযোগ

জানাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। সোমবার পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁরা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। তখনই মমতা তাঁদের লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দেন। এরপর বৃহস্পতিবারই তাঁরা সেই চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে এই নিয়ে মহুয়া মৈত্রকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপেরও জবাব দেননি।

কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ে ৭টি বিধানসভাকেন্দ্র। এছাড়াও মহুয়ার প্রাক্তন বিধানসভাকেন্দ্র করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ও এই চিঠিতে সই করেছেন। যদিও করিমপুর মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে না। মহুয়ার সাংগঠনিক জেলার মধ্যে পড়ছে কৃষ্ণনগর উত্তর ও তেহট্ট। সেখানকার বিধায়ক মুকুল রায় ও তাপস সাহা অবশ্য চিঠিতে সই করেননি। যদিও মুকুলবাবু দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন। তবে তাপস সাহা এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

মহুয়ার বিরুদ্ধে এই ৬ বিধায়কের অভিযোগ, তিনি বিধায়কদের এড়িয়ে ৩টি ব্লক সভাপতি সহ ১১৬ জন বুথ সভাপতি ও ১৬ জন অঞ্চল সভাপতিকে বদলি করে দিয়েছেন। তাঁর এলাকার বাইরেও মহুয়া যাতায়াত করছেন। তার ফলে ওই এলাকায় দলীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এমনকি বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাইয়ে দেবেন বলেও মহুয়া প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বলে ওই বিধায়কদের অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রুকবানুর রহমানের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন ব্লক সভাপতি জেবের শেখ। তিনি মহুয়ার ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলনেত্রী বিধানসভা ও লোকসভার অধিবেশন শেষ হলে এই নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন বলে ওই বিধায়কদের আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : ২৩ বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রেল দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতের পরিবার। ২০০১ সালের ১৭ জুন ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় হাওড়ার কাশীনাথ দলুইয়ের। তারপর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের ক্ষতিপূরণের দাবি সংক্রান্ত ট্রাইবিউনালে আবেদন করার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। মৃত বৃদ্ধের স্ত্রীর আবেদন যথাযথ না হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণের আর্জি খারিজ করে ট্রাইবিউনাল। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মৃতের পরিবার। বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল ট্রাইবিউনালের নির্দেশ খারিজ করে ওই পরিবারকে সুদ সহ ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিলেন।

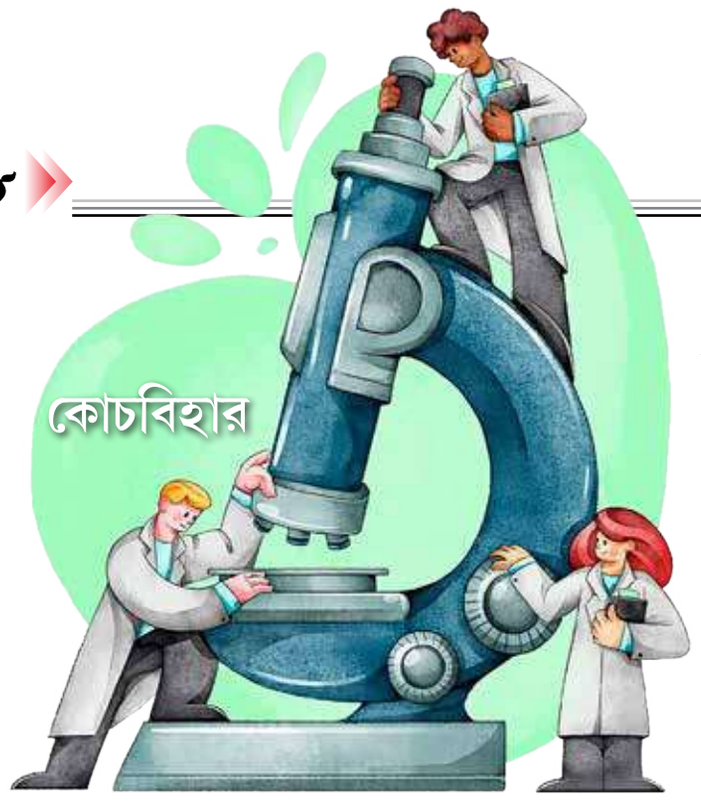

কোচবিহার

পঠনপাঠনের অন্যতম অংশ, ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক। বায়োলজি, ফিজিক্স কিংবা কেমিস্ট্রি থেকে ভূগোল- কোনও বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেতে সেখানে হাতেকলমে কাজ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। শিক্ষকদের একাংশের দাবি, এখন প্র্যাকটিকাল ক্লাসে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের নিয়মিত উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এর নেপথ্যে নাকি রয়েছে বিনা বা কম পরিশ্রমে কোনও বিষয়ের প্র্যাকটিকাল বিভাগে ঢালাও নম্বর পেয়ে যাওয়া। এই ইস্যুতেই প্রশ্ন উঠছে কোচবিহার জেলার বিদ্যালয়গুলিতে ল্যাবরেটরির পরিকাঠামো নিয়ে। খোঁজ নিলেন শিবশংকর সূত্রধর

ল্যাব কথা

জেনকিন্স স্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : সাতটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার, এটিএল, আইসিটি)

যা আছে : স্পেকট্রোমিটার, টেলিস্কোপ, ডিস্কোমিটার, মাইক্রোস্কোপ সহ কয়েকশো যন্ত্রপাতি।

যা প্রয়োজন : ল্যাবরেটরি বিভাগের ঘরগুলোর অবস্থা ভালো নয়। দেওয়াল ভেদ করে গাছের শিকড় ঘরে ঢুকে পড়েছে। ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করতে হবে।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)

যা আছে : মাইক্রোস্কোপ, পিএইচ মিটার, ডিজিটাল উইং ব্যালান্স, ব্যুরেট পিপেট, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, অর্গ্যানিক স্যাম্পেল সহ শতাধিক যন্ত্রপাতি।

যা প্রয়োজন : পড়ুয়া অনেক থাকলেও মাইক্রোস্কোপের সংখ্যা মাত্র একটি। আরও দরকার। কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরিতে গ্যাসের সংযোগ দরকার। বিভিন্ন কেমিক্যাল, অপটিক্যাল বেঞ্চ, মিটার ব্রিজ বেঞ্চ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার প্রয়োজন। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

মহারানি ইন্দিরাদেবী গার্লস হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : পাঁচটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)

যা আছে : মাইক্রোস্কোপ, ব্যারোমিটার, গ্লোব, হাইড্রোমিটার, ম্যাপ, কম্পিউটার সহ শতাধিক যন্ত্রপাতি।

যা প্রয়োজন : এসি পাওয়ার সাপ্লাই, লেন্স, স্টিল ওয়্যার, ইলেক্ট্রিক কেটলি প্রয়োজন। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার, ফিজিক্যাল এডুকেশন)

যা আছে : ব্যারোমিটার, গ্লোব, থার্মোমিটার, হাইড্রোমিটার, মাইক্রোস্কোপ সহ কয়েকশো যন্ত্রপাতি।

যা প্রয়োজন : রিএজেন্ট প্রয়োজন। তাছাড়া যন্ত্রপাতি প্রায় সবই রয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। পুরোনো যন্ত্রপাতিগুলির বদলে নতুন আনতে হবে। ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট নেই।

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : ছয়টি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার এবং আইসিটি)

যা আছে : মাইক্রোস্কোপ সহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। তবে প্রায় সবই পুরোনো।

যা প্রয়োজন : কম্পিউটার, আধুনিক যন্ত্রপাতি। ল্যাবরেটরির ঘরগুলি সংস্কার করতে হবে।

দিনহাটা গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল

মোট ল্যাবরেটরি : চারটি (বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, কম্পিউটার)

যা আছে : মাইক্রোস্কোপ সহ বেশ কিছু যন্ত্রপাতি।

যা প্রয়োজন : ভূগোল বিষয়টি পড়ানো হলেও সেজন্য আলাদা ল্যাবরেটরি নেই। ভূগোলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি প্রয়োজন। নতুন সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রায় সব যন্ত্রপাতিই দরকার।

তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল

মোট ল্যাব : পাঁচটি (ফিজিক্স, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, কম্পিউটার)

যা আছে : মিটার ব্রিজ বেঞ্চ, অপটিক্যাল বেঞ্চ, মাইক্রোস্কোপ, কম্পিউটার। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র বায়োলজি ও ফিজিক্স ল্যাবরেটরির জন্য কয়েকটি যন্ত্র কিনে দিয়েছেন। ফলে সমস্যা কিছুটা মিটেছে।

যা প্রয়োজন : গ্যাস বার্নার, বিভিন্ন কেমিক্যাল পদার্থ, ল্যাবরেটরিতে জলের সংযোগ। ল্যাবরেটরির আধুনিকীকরণ দরকার।

ছবি : জয়দেব দাস

শিলিগুড়ি সেবক রোডের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল 'গ্র্যান্ড পেরেন্টস ডে'। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের পড়ুয়াদের দাদু-দিদা, ঠাকুমা-ঠাকুরদাদের। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি গ্রিটিংস কার্ড ও গোলাপ ফুল দেওয়া হয় তাঁদের। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ মণীশকুমার যাদব। ছিলেন প্রধান সমন্বায়ক সৌমেন সিংহ রায় সহ অন্যরা। মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে খুদেরা। ওরা নজর কেড়েছে যেমন খুশি সেজে।

রোদ-বৃষ্টির গল্পেরা এলোমেলো

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

অডিটোরিয়ামের আলোর ঝলকানি তখন অনেকটা কমে এসেছে। পার্টি সং-এ নাচাগানার পর্ব শেষ। স্টেজে এখন মৃদু আলো। অভি আর বাবলির ডুয়েটে গোটা মহল শুধু ভেসে যাচ্ছে, 'আভি না যাও ছোড় কার, কে দিল আভি ভরা নেহি'র সুরে। হ্যাঁ, ওদের আজ ফেয়ারওয়েল। দেখতে দেখতে ব্যাচেলার-মাস্টার্স মিলিয়ে পাঁচ বছর কেটে গেল। কোণের দিকে একটা সিটে বসেছিল কুর্চি। চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। শাওনকে কত করে বলেছিল, আজ প্রোগ্রামে 'ফাইভ হান্ড্রেড মাইলস' গানটা গাইতে। নাছোড়বান্দা শাওনের জেদ, বেলাফ্রোন্টের জামেইকা ফেয়ারওয়েলই গাইবে সে। এনিয়ে একপ্রস্থ ঝগড়া হয়েছে ওদের মধ্যে। মনটা খুব ভার হয়ে আছে তাই কুর্চির। কিন্তু কী হবে এত ভেবে? এমন ঝগড়া করার সুযোগ হয়তো আর আসবে না। শাওন তো চলে যাচ্ছে সান ফ্রান্সিসকোয় প্লেসমেন্ট নিয়ে।

কলেজের এই গল্পগুলো গানের স্কেলের মতো ওঠানামা করে। কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ। কারও জমে ক্ষীর হলেও, কারও দুধ কেটে ছানা হয়ে যায়। এই তো সেদিন ইউনিভার্সিটির ফুটবল মাঠে যখন গিটার নিয়ে শাওন বব ডিলান গাইছিল, পাশে মোটামুটি সবাই বেজার মুখ করে থাকলেও দেখাতে হবে, ইংরেজি গান ভালো লাগছে। তখন কুর্চিই তো গিয়ে বলল, 'এসব ছাড়ো ভাই। সুমন আসে?' তখন থেকে আলাপ ওদের।

এ তো গেল একরকম। তারপর তো কলেজে গিয়েই শেখা সেসব 'টার্ম'- সিচুয়েশনশিপ, ডাবল ডেটিং, ঘোস্টিং ব্লা ব্লা ব্লা...

দু'বছর আগের কথা। গ্র্যাজুয়েশনের শেষের দিক। লাবণ্যকে দেখে ব্যাচের সবাই বুঝত, ওর নির্ঘাত কিছু চলছে। জিজ্ঞেস করলে, একটাই উত্তর। ভাই আমি সিঙ্গল। ওদিকে অমিতকে একটু বেশি ঘাঁটালে, রগচটা অ্যাটিটিউড, 'স্ট্যাটাস মেইনটেনের জন্য ওসব একটু-আধটু করতে হয়। এসব এত সিরিয়াসলি কে নেয় ভাই? জাস্ট এ সিচুয়েশনশিপ। ওয়ার্ক করলে এগোবে, না হলে নয়। নো ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট।' এখনও ওরা একইরকম। তবে খুব ভালো বন্ধু। দিনের শেষে ওটাই তো দরকার। এমন একটা মানুষ যে জাজমেন্টাল না হয়ে আমাদের কথাগুলো শুনবে।

আজকে আরও একজনকে খুব মিস করছে কুর্চি। নিষাদের একেবারেই ইচ্ছে ছিল না কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু বাড়ির চাপ। বাবা বলেছিলেন, পিওর সায়েন্সে এত ভালো রেজাল্ট করে মেয়ে শেষে সিনেমা বানাবে! হ্যাঁ, ফিল্ম স্টাডিজ পড়তে কলকাতা বা পুনে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল ওর। অগত্যা তিন বছর মুখ বুঝে সহ্য করতে করতে হয়তো কিছুটা ভালোবাসতে বাধ্যই হয়েছিল কেমিস্ট্রিকে। তারপর এমএসসিতে ভর্তি হল কোমল। অবাঙালি ছেলে। হ্যান্ডসাম চেহারা।

নিষাদের সঙ্গে খুব ভাব হল। সে বলত, 'কোমলই একমাত্র আমায় বোঝে।' এত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে একটা শক্ত খুঁটি পেয়েছিল যেন নিষাদ।

ঠিক পাঁচ মাস পরের একটা সন্ধে। অডিটোরিয়াম হলের পেছন দিকটা মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। কেউ যায় না। নিষাদও হঠাৎ গিয়েছিল। দেখল, কোমলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে অন্য একটা মেয়ে। কোমল আবার সাফাইও দিয়েছিল, 'আরে আজকাল তো এসব একটু আধটু হয়ে থাকে। সত্যি বলতে এখানে এসে খুব বোরিং লাগত। আমি তোকে সবটা জানিয়ে দিতাম। জাস্ট সুযোগ হয়ে উঠছিল না। আর সোনিকা সারপ্রাইজ দিতে এভাবে ক্যাম্পাসে চলে আসবে, সেটা ভাবিনি। দ্যাখ, তোর আমার মধ্যে যা কিছু হয়েছে, সেগুলো ক্যাজুয়ালি নেওয়াই ভালো।'

পরেরদিন কুয়াশামাখা সেই ভোরে গার্লস হস্টেলের ছাদের রেলিঙের ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল নিষাদ। ভাবল তুচ্ছ-হীন-নগণ্য একটা মানুষের জন্য এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেবে না সে কিছুতেই। এই ঘটনা নিষাদের জেদকে যেন তীব্রতর করে তুলল। সারারাত ছাদের ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত চেপে সেদিন ও একটা কথাই ভেবেছিল। ওর জীবনের গল্পটাই হবে ওর প্রথম সিনেমা।

দুবছরে বেশ ওর কয়েকটা শর্ট ফিল্ম জায়গায় করে নিয়েছে শহরের বেশ কয়েকটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। আজও একটা মুভি স্ক্রিনিং আছে ওর। আজ ওর বাবা-মাও সেখানে গিয়েছে। ফেয়ারওয়েলে কোমলের সঙ্গে এসেছে সোনিকা। পাশাপাশি বসে হাসি-খুনশুটি চলছে। ও কি জানে এসব? আর যে প্রেমগুলো একটু ভিন্ন। মানে আমাদের সমাজের কাছে তথাকথিত 'ভিন্ন'। ফেয়ারওয়েলে একটু আগেই সবাই হাঁ করে ওদের ড্রাম আর বিট বক্সিং-এর যুগলবন্দি শুনছিল। আয়ুষ্মান-জীতেন্দ্র। প্রথম থেকেই খুব মিল ওদের। বছর দুয়েক পর সম্পর্কের গুরুত্বটা উপলব্ধি করেছে দুজনেই। সঙ্গে নিজেদের পরিচয়টাও। জানি না এরপর কী? বাড়ির মত তো কোনওদিনই ছিল না। তবে বন্ধুবান্ধব ও টিচারদের ষোলোআনা সাপোর্ট পেয়েছে দুজনে।

আর এক বেচারি একটা মেয়ে, স্বভাবের মতো নামটাও মিষ্টি, ভালো নাম ভারতী। একটা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ওকে প্রতিশ্রুতিও দিল প্রিয়া। হঠাৎ ফাইনাল সেমের আগে একটা ছেলে জুটিয়ে সে মিষ্টিকে বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি রে। আই অ্যাম নট দ্যাট টাইপ'।

তারপর ডক্টরেট করতে করতে যে মেয়েটা ১০ বছরের ছোট একটা ছেলের প্রেমে পড়ল। যাদের দেখে প্রথমে সবাই বলেছিল, মেন্টালিটি ম্যাচ করবে তো? এখন ওরা বেঙ্গালুরুতে চুটিয়ে সংসার করছে। আর মাস্টার্সের একটা মেয়ের প্রেমে পড়লেন যে ইংরেজির প্রফেসর, কলেজের সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ ফ্যাকাল্টিরাই তাঁকে একঘরে করে দিলেন। আরও কত স্মৃতি... চারণ করতে গেলে রাত কাবার হয়।

হঠাৎ হাততালির শব্দে হুঁশ ফিরল। অভি-বাবলির গানের পর্ব শেষ। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছে কুর্চি, ওর খেয়াল নেই। স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকা ওই জুটিটা দেখে একমুহূর্তের জন্য কান্না চেপে রাখতে পারেনি সে। কুর্চির খুব কাছের বন্ধু দুজন। হলের মধ্যেই চিৎকার করে বলল, 'ভেরি ওয়েল ডান। খুব ভালো থাক তোরা।' মনে মনে বলল, ভালো থাকুক সবাই সবার মতো করে। শাওন-ও।

ক্যাম্পাস প্রেমের রকমসকম

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা ছাপা হবে ক্যাম্পাসের পাতায়।

আলো ঝলমলে নবীনবরণ

দামিনী সাহা

প্রতিটি মানুষের জীবনে স্কুল আর কলেজের জন্য একটি বিশেষ জায়গা থাকে। পড়াশোনা এবং আরও নানা ব্যস্ততার মাঝে ওইসময়ের রঙিন মুহূর্তের জন্য কমবেশি অপেক্ষা করে প্রত্যেকে। স্কুলের কমফোর্ট জোন ছেড়ে এসে কলেজ জীবন ঠিক কেমন হবে, তা নিয়ে কিছুটা সংশয় কাজ করে মনে। এবছর সেই নবাগতদের স্বাগত জানাতে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রদীপ জ্বালিয়ে হয় অনুষ্ঠানের সূচনা। তারপর নাচ, গান এবং আরও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। নতুনদের মধ্যে সৌপ্তিক রায়, শ্রেয়া ঘোষরা বললেন, 'এত সুন্দর আয়োজন দেখে আমরা মুগ্ধ। এমন অভ্যর্থনা মন ছুঁয়ে গিয়েছে।'

কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ রায় অসুস্থ থাকায় আপাতত দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন কুমার বাসমেট। তিনি নবাগতদের উদ্দেশে বলেন, 'এই কলেজ আপনাদের জ্ঞান এবং মানসিক বিকাশের ক্ষেত্র। আমরা আশা করি, আপনারা এখানে নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করবেন এবং আমাদের গর্বিত করবেন।' বড়দের পাশাপাশি নবীনরাও গান, আবৃত্তি এবং একক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। নবীনবরণ পর্বের দ্বিতীয় দিন ছিল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলিপুরদুয়ারের অন্য কলেজের পড়ুয়ারাও শামিল হয়েছিলেন সেখানে। মঞ্চ মাতিয়েছে জনপ্রিয় ব্যান্ড।

ভূগোল বিভাগের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়া সৌরজিৎ ঘোষের কথায়, 'কলেজ জীবনের প্রথম অনুষ্ঠানে এত মজা হবে, ভাবিনি। সিনিয়াররা সত্যিই ভীষণ স্নেহ করেন। সবদিক থেকে তাঁদের সহযোগিতা পাচ্ছি।' আরেক নবাগত অস্মিতা ভট্টাচার্য জানালেন, তিনি নাচতে ভালোবাসেন। এবার সম্ভব না হলেও আগামীদিনে কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

নবীনবরণ শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, নতুন এবং পুরাতনদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরির প্রথম পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বড়দের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ আর নবীনদের উৎসাহ মিলিয়ে এই বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাই একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। দু'দিনের অনুষ্ঠানে হইহুল্লোড়, হাসিঠাট্টা সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জঙ্গল-নদীর মাঝে ক্লাস

সুভাষ বর্মন

এর আগে কখনও খোলা আকাশের নীচে কিংবা নদীর পাশে জঙ্গলের মাঝে বসে ক্লাস করার অভিজ্ঞতা হয়নি চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া বৃষ্টি সরকার কিংবা সায়ন বর্মনের। শিক্ষামূলক ভ্রমণে গিয়ে এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হল পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মরিচঝাঁপি প্রাইমারি স্কুলের কচিকাঁচাদের। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এই বিদ্যালয়ের চারপাশে কৃষিজমি। কিছুটা দূরে শিলতোর্ষা নদী। খরস্রোতা সেই নদীকেও খুব একটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি রমা রায়, রায়না মুন্ডা, কৌস্তভ দাসদের। অবশেষে তাদের সেই আক্ষেপ দূর হয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ১১০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিক্ষামূলক ভ্রমণে। মরিচঝাঁপি গ্রামের পাশে দক্ষিণদিকে কোচবিহারের চিলিল্যান্ড ফরেস্ট। সেখানে শিক্ষকরা নানা প্রজাতির গাছপালা চিনিয়ে দেন খুদেদের। বুঝিয়েছেন বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব। পাশেই শিলতোর্ষা। শুখা মরশুমে নদীতে জল কম। নদীর গতিপথ, ভূমিক্ষয় সম্পর্কে পাশে বসেই ক্লাস নিলেন মনোরঞ্জন মোহন্ত, রুমা দাস, সুপ্রিয়া মণ্ডলরা। প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, 'সারাবছর তো চার দেওয়ালের মধ্যে বসে ক্লাস করে পড়ুয়ারা। বছরে একটা দিন পরিবেশের মাঝে পড়াশোনা করল। জানতে পারল নদী আর বনাঞ্চল সম্পর্কে। এতে একঘেয়েমিও দূর হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভীষণ উৎসাহী ছিল এই দিনটির জন্য।'

স্যরদের উদ্যোগে খুশি পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া বীথি বাওয়ালি, আদিত্য বর্মন। আদিত্য বলছিল, 'বইয়ের পাতায় নদী এবং জঙ্গল নিয়ে যা পড়েছি, স্যর-ম্যামরা সেগুলো আবার বুঝিয়ে দিলেন। কাছ থেকে সবকিছু দেখে শেখার অভিজ্ঞতা হল।'

আত্মরক্ষার পাঠ *সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের অধীনে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ। কোচবিহার জেলার ধলডাবরি হাইস্কুলের সপ্তম থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়ারা এতে অংশ নিয়েছিল। সপ্তাহে তিনদিন করে মোট ২০টি ক্লাস হয়েছে। তথ্য ও ছবি : গৌতম দাস*

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

বৈঠকে পুরসভাকে তুলোধোনা

হয়নি স্বাস্থ্য শিবির, প্রশ্ন প্রশাসনের আধিকারিকদের

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ৩ মাস অন্তর অন্তর ওয়ার্ডভিত্তিক অথবা ২-৩ ওয়ার্ডকে একত্রিত করে স্বাস্থ্য শিবির করার কথা জলপাইগুড়ি পুরসভার। তবে দুর্গাপুজোর আগের স্বাস্থ্য শিবিরটি এখনও হয়নি বলে অভিযোগ। পুজোর পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিতেও দেখা যায়নি পুরসভাকে। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলে রীতিমতো তুলোধোনা করা হল পুরসভাকে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসক দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় পুরসভাকে।

যদিও পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্র বলেন, 'পুজোর আগে ওই স্বাস্থ্য শিবির করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন কারণে পুজোর পরেও শিবির করা হয়ে ওঠেনি। তবে দ্রুত যাতে স্বাস্থ্য শিবিরগুলোর আয়োজন করা যায় ওয়ার্ডগুলোতে তার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ওই স্বাস্থ্য শিবিরগুলো করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়। আর তার আয়োজন করার দায়িত্ব থাকে পুরসভার ওপর। পুরসভা সেই টাকায় একজন স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসারকে নিয়োগ করে। অনেক সময় টাকার সমস্যাও হয় বলে জানা গিয়েছে। তখন সেই স্পেশালিস্ট মেডিকেল অফিসারকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হয় ওই ক্যাম্পগুলোতে। এত সুবিধা থাকার পরও কেন স্বাস্থ্য শিবির হয়নি? তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ফলে অনেকেই স্বাস্থ্য শিবিরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, যদিও পুজোর পর শিবির করার কথা ভাবা হলেও কালীপুজো, ছটপুজো, ভাইফোঁটার ছুটির পর বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা। এছাড়া, গত নভেম্বর শহরের ২৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা কলকাতায় আয়োজিত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ায় সেসময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না। নানা গেরোয় স্বাস্থ্য শিবির আটকে।

এদিকে, এদিনের বৈঠকে ডেঙ্গি নিয়েও আলোচনা হয়। বর্তমানে ডেঙ্গি আক্রান্ত কেউ না থাকলেও গোটা বছরে এখনও পর্যন্ত সংখ্যাটা ৬১২ জন। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে বৃষ্টির সময় সকলকে সচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। কোনও খালি পাত্রে কিংবা টায়ারে যাতে জল জমে না থাকে সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পাশাপাশি অ্যাকিউট এনসেফ্যালাইটিস সিনড্রোম নিয়ে আরও সচেতনা বৃদ্ধির কথা উঠে আসে।

জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'রুটিন মিটিং ছিল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিউলেক্স মশাবাহিত রোগ অ্যাকিউট এনসেফ্যালাইটিস সিনড্রোম। এক শুয়োরকে কামড়ে অন্য শুয়োরকে কামড়াতে যাওয়ার আগে কোনও মানুষকে কামড়ে দিলেই ওই রোগে আক্রান্ত হবেন ওই ব্যক্তি।

জ্বর হলে হাতুড়ের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সরাসরি হাসপাতালে আসার পরামর্শও দেওয়া হয়। সেই বিষয়ে আরও সচেতনতা শিবির সহ নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে ছিলেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, জলপাইগুড়ি পুরসভার আধিকারিকরা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে।

পুজোর আগে ওই স্বাস্থ্য শিবির করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন কারণে পুজোর পরেও শিবির করা হয়ে ওঠেনি।

দেবদুলাল পাত্র, এগজিকিউটিভ অফিসার

তীব্র কটাক্ষ

- স্বাস্থ্য শিবিরগুলো করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়
- এত সুবিধা থাকার পরও কেন স্বাস্থ্য শিবির হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- যদিও পুজোর ছুটির পর বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা বলে জানা গিয়েছে
- উপস্থিত ছিলেন না কাউন্সিলাররাও

কাজের সূচনা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার শহরের সুকান্ত মোড়ে।

তৃতীয় দফায় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড সুকান্ত মোড়ে তৃতীয় দফায় পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হল। এখানে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু করা হয় এদিন। এরজন্য মোট খরচ হবে তিন কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। পুরসভার তরফে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমৃত-২ পয়েন্ট জিরো প্রকল্পের আওতায় মোট ব্যয় হবে ৩১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীর কথায়, 'এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ময়নাগুড়ি শহরে পানীয় জলের আর কোনও সমস্যা থাকবে না।'

এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার কাজ আগেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দফার কাজ চলছে পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড পেটকাটিতে। সেখানে জলের একটি ট্যাংক নির্মাণ করা হবে।

দ্বিতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে শহরের জাগৃতি মোড় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানেও একটি জলের ট্যাংক নির্মাণ করা হবে। আগের পুরোনো দুটি জলের ট্যাংক রয়েছে।

সর্বমোট এই চারটি পানীয় জলের ট্যাংক থেকেই শহরবাসী বাড়ি বাড়ি জল পাবেন। বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইন বসানোর কাজও শুরু করা হয়েছে।

এদিন সুকান্ত মোড়ে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় এবং মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের (এমইডি) এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসীমকুমার দে প্রমুখ।

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'পুর এলাকার পৃথক তিনটি জায়গায় কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নয়টি পাম্প বসানো হবে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ এবং বিভিন্ন জলের লাইন মেরামতির জন্য দরপত্র আহ্বান করার কাজও শেষ করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী আগামী ইংরেজি নতুন বছরের গোড়ার দিকেই পুর এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাবেন।'

ভাইস চেয়ারম্যান কথা

পুর এলাকার পৃথক তিনটি জায়গায় কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় নয়টি পাম্প বসানো হবে। আমরা আশাবাদী, নতুন বছরের গোড়ার দিকেই পুর এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাবেন।

- মনোজ রায়

অরবিন্দের তিরোধান দিবস

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : মর্যাদার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে বৃহস্পতিবার পালিত হল ঋষি অরবিন্দের তিরোধান দিবস। অরবিন্দনগরে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা, তপন চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় প্রমুখ। জলপাইগুড়ি থানা মোড়ে ঋষি অরবিন্দের মূর্তির সামনে যথোচিত সম্মান দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

জলসমস্যার সমাধান

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনি এবং শান্তিপাড়ার মানুষের দীর্ঘদিনের জল জমার সমস্যার সমাধান করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডাঃ প্রদীপ বর্মা। সেচ দপ্তর এই সমস্যার সমাধানে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে।

কাত্যায়নীপুজো

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির রায়কতপাড়ার কাত্যায়নীপুজোর মহাষ্টমীর দিনে উপচে পড়ল ভিড়। বৃহস্পতিবার বিশেষ করে সন্ধিপুজোর সময়ে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা আসেন। শুক্রবার মহানবমীর দিনে মহাভোগ হবে। সেই আসরে সমবেত হবেন ভক্তরা।

জরুরি তথ্য

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৩

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	৬
বি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	৮
এবি পজিটিভ	-	২৫

ভাঙাচোরা সামগ্রী কেনাবেচার দোকানে হানা পুলিশের। টেকাটুলিতে।

বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : ভাঙাচোরা জিনিস কেনাবেচার দোকানে হানা দিয়ে ১০ কুইন্টাল বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া টেকাটুলির দত্তপাড়ার একটি দোকানে হানা দেয় পুলিশ। তবে দোকানের মালিককে পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রচুর পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার, একটি নির্দিষ্ট নির্মাণ সংস্থার ব্যারিয়ার, হাইওয়েতে রাখা পুলিশের ব্যারিয়ার সহ রেলের দুটি কামরার মাঝে যুক্ত থাকা লোহার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সেইসঙ্গেই দোকানের মালিকের খোঁজে তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, সব মিলিয়ে ১০ কুইন্টাল বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। আগেই বেশ কিছু জায়গা থেকে চুরির খবর ছিল। এরপর তদন্ত শুরু করা হয়। ওই দোকানের মালিক নিজে চুরির সামগ্রী কিনত বলে জানা যায়। এরপরেই সেখানে হানা দিয়ে এই সমস্ত বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে টেকাটুলির ওই দোকানে এদিন কাউকেই পাওয়া যায়নি।

হোমে মহকুমা শাসক

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বোর্ডে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 'ভাগ্য বলে কিছু নেই, যা আছে তা কর্মের ফল, যা প্রত্যেকের চেষ্টা ও যত্নের ফলে গড়ে ওঠে।' বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির অনুভব হোম পরিদর্শনে গিয়ে আবাসিকদের মনীষীদের বাণী নিয়ে আগ্রহ মন ছুঁয়ে নিয়েছে মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তীর।

এদিন ওই হোমে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় কাটান তিনি।

সঙ্গে ছিলেন আইএএস অফিসার সূর্যভান যাদব, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ইনস্টিটিউশনাল কেয়ারের প্রোটেকশন অফিসার সহ কোতোয়ালি থানার পুলিশকর্মীরা।

তমোজিৎ বলেন, 'ওদের রেজিস্ট্রার থেকে বিভিন্ন নথি দেখে বেশ ভালো লাগল। পাশাপাশি বাচ্চাদের মনীষীদের বাণী জানার আগ্রহ আমাদের মন ছুঁয়ে নিয়েছে। ওদের মধ্যে অনেক কিছু করার ইচ্ছে ও আগ্রহ রয়েছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরামর্শও দেওয়া হয়েছে আবাসিকদের।' বর্তমানে ওই হোমে রয়েছে ২২ জন আবাসিক।

হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডালিয়া মিত্র বলেন, 'মহকুমা শাসক প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন আবাসিকদের আউটডোর গেমস-এ যুক্ত করতে বলেছেন। আমরা নিশ্চয়ই তা করব। এতদিন সপ্তাহে একদিন আউটডোরে নিয়ে যেতাম খেলার জন্য।'

বার্ষিক সভা

মালবাজার, ৫ ডিসেম্বর : মাল শহরের কর্মচারী ভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পেনশনার্স সমিতির বার্ষিক সভা আয়োজিত হল বৃহস্পতিবার। উপস্থিত ছিলেন জেলা ও মাল মহকুমা নেতৃত্ব এবং অগণিত কর্মী। পেনশনার্স সমিতির মহকুমা সম্পাদক দুলালচন্দ্র দে বলেন, 'পেনশনার্স ও সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আলোচনা করা হল। বিশেষ করে আর্থিক বঞ্চনার বিষয়ে। কেন্দ্রীয় হারের থেকে ৩৯ শতাংশ কম মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছি। সরকারি স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে যে রাশি ধার্য করা হয়েছে, তা আরও প্রয়োজন।' এছাড়া তিনি জানান, রাজ্যের নারীরা সেভাবে সুরক্ষিত নন। নারী সুরক্ষা আরও বাড়াতে হবে। তিলোত্তমার বিচার যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দাবিও করা হয়েছে। শূন্যপদে নিয়োগ এবং শ্রম ও কৃষিজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করা নিয়েও এই বার্ষিক সভায় দাবি পেশ করা হয়েছে এদিন।

অভিযান নেই, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের রমরমা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : শহর ঘুরলেই নজরে পড়বে যেখানে সেখানে রাস্তার পাশে জমে আছে আবর্জনার স্তূপ। যার বেশিরভাগটাই আসছে গৃহস্থবাড়ি থেকে। শহরের বাজার এলাকাগুলোতেও দেখা যাচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। এই স্তূপ দেখলেই বোঝা যায় শহরে কী পরিমাণে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। সম্প্রতি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার যে অনেকটাই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে তা আরও ভালো বোঝা যায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় গেলেই। প্লাস্টিক রোধে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

বিগত তিন বছর ধরে প্লাস্টিক বিরোধী কোনও অভিযান নেই পুরসভার তরফে। যে কারণে এর ব্যবহার আরও বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। পুসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। যেহেতু পুজো এবং উৎসবের মরশুম ছিল তাই সেভাবে কোনও অভিযান করা হয়নি। কিন্তু এবার থেকে পদক্ষেপ করা হবে পুরসভার তরফে। যারা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে জরিমানা এবং আইনত পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরসভার তরফে গত কয়েক বছরে অভিযান এবং ধরপাকড় না হওয়ার কারণে শহরের বাজারগুলোতে ফের নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার শুরু হয়েছে। মাছ বাজার থেকে শুরু করে সবজি বাজার ও বিভিন্ন মুদির দোকানে জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধ করতে একসময় পুরসভার তরফে লাগাতার অভিযান ও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছিল শহরজুড়ে। এর আগে একাধিক অভিযানে প্রায় ৫০ টনেরও বেশি নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছিল পুরসভা। পাশাপাশি প্রায় দু'লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা করা হয়েছিল। সেই সময় শহরের বাজার এলাকায় বিভিন্ন গোডাউনে অভিযান চালিয়েছিল পুর কর্তৃপক্ষ। তবে গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে কোনও অভিযান না হওয়ায় আবার শহরজুড়ে ছেয়ে গিয়েছে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ। শহরবাসী দেবাশিস ঘোষ বলেন, 'পরিবেশকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু আমরাই প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করে পরিবেশকে দূষিত করছি।'

এক ব্যবসায়ী বলেন, 'কাপড়ের ব্যাগের দাম অনেক বেশি। ১০ টাকা দিয়ে দুই আঁটি শাক নেওয়ার পর ক্যারিব্যাগ চাইলে ওই প্লাস্টিকের ব্যাগ ছাড়া কাপড়ের ব্যাগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' স্থানীয় সূত্রে খবর, আগে শিলিগুড়িতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ তৈরি হত। এখন কিছু প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ শহরে আসছে যেগুলো চাইনিজ ক্যারিব্যাগ নামে পরিচিত। এর চাহিদা বাজারে খুব বেশি। এর আগে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বদলে পুরসভার তরফে কাপড়ের ক্যারিব্যাগ বাজারে আনতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই মতো কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করতে কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর সেসব আর বাস্তবায়িত হয়নি।

বাজারে জিনিসপত্র প্লাস্টিকের ক্যারিবেগে দেওয়া হচ্ছে।

টোটো উলটে জখম ৩

ধূপগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহরের কলেজ রোডে সুকান্ত মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি টোটো। দুইজন যাত্রী নিয়ে টোটোটি মোরঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উলটে যায়। এই ঘটনায় চালক সহ তিনজন জখম হয়েছেন।

চালক নবীন রায় বলেন, 'দ্রুতগতির একটি বাইককে জায়গা দিতে গিয়েই বিপত্তি হয়। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছি।'

ভাপা পিঠেতে মজেছে আট থেকে আশি

শীতের শুরুতেই নতুন পাটালিতে ভাপা পিঠে।

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : নভেম্বরের শেষবেলায় ক্রমেই শীতের পরশ লাগছে উত্তরে। জলপাইগুড়ি শহরে সন্ধে হলে শিশিরের বিন্দু জমছে ঘাসের ডগায়। আর অন্যদিকে হিমেল বাতাস কিছুটা কাঁপুনি ধরাচ্ছে শিরদাঁড়ায়। আর একবার যখন হিম ধরা শুরু হয়েছে তখন গুড়ের পায়েস, পাটিসাপটা কিংবা পেঁয়াজি-বেগুনি তো মন টানবেই। আর এই তালিকাতেই ইদানীং বেশ নামডাক হচ্ছে ভাপা পিঠের। ইতিমধ্যেই নলেন গুড় গায়ে মাখা ভাপা পিঠেতে মজতে শুরু করেছেন শহরের আট থেকে আশি। সেই সুবাদেই শহরের আনাচে-কানাচে বসছে ভাপা পিঠের দোকানের পসরা। বাজারে প্রায় বাজিমাত করে দিয়েছে বললেই চলে। দেদার বিক্রি হচ্ছে নলেন গুড় মাখানো ভাপা পিঠে।

অগ্রহায়ণ মাসের সূচনা থেকেই ক্রেতাদের মধ্যে ভাপা পিঠে কেনার হিড়িক পড়ার বিষয়টা গত দু'বছর ধরে বেশি করে লক্ষ করা যাচ্ছে। সন্ধের দিকে বাড়ি থেকে বেরোলেই আনাচে-কানাচে উবু হয়ে বসে দোকানিরা পিঠে তৈরিতে ব্যস্ত। মাটির কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ফুটতে থাকা গরম জলের ভাপে চালের এই পিঠে তৈরির দৃশ্য দেখতে দেখতে খাওয়ার লালসা যেন বেড়েই চলে। পিঠেপ্রেমী সমীরণ রায় বলেন, 'শীত পড়লেই ভাপা পিঠে খাওয়ার ইচ্ছাটা মনে জাগে। দামও সাধ্যের মধ্যে থাকায় নিজেকে আটকাতে পারি না। পিঠের মধ্যে যে ওই গুড় আর চালের মিশ্রণটা থাকে তার আর তুলনা হয় না। তাই হামেশাই চলে আসছি ভাপা পিঠে কিনতে।'

একটা সময় ছিল যখন বাড়ির মা-ঠাকুমারা চালের গুঁড়ো, গুড়, নারকেল দিয়ে রকমারি পিঠেপুলি বানাতেন। এখন দোকানই ভরসা। তবে ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে শহরের বিভিন্ন বাজার এবং ব্যস্ত মোড়গুলোতে কিছুদিন ধরে নজরে আসছে ভাপা পিঠের পসরা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা।

বানানোর কায়দাকানুন কতকটা নিজে মুখেই বললেন বিক্রেতা সবিতা দাস। তাঁর কাছে এসে নাকি টিপসও নিচ্ছেন অনেকে।

তাঁর কথায়, 'চালের গুঁড়োর সঙ্গে ময়দা, হালকা চিনি মিশিয়ে ভেতরে নারকেল ও গুড় পুর দিয়ে হাতের তালুতে মণ্ড করতে হবে। এরপর ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মুখের ওপর ঝাঁঝরি বসিয়ে উনুনে কিছুক্ষণ ভাপিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু নরম ভাপা পিঠে।'

শুক্রবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৬ ডিসেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৭ সংখ্যা

বাধ্যবাধকতা

রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম নীতিশিক্ষা, ছোবল না মারিস, ফোঁস তো করতে পারিস। একনাথ শিন্ডে ফোঁস করতেও পারলেন না। দিনকয়েক গোসাঘরে খিল দিলেন শুধু। মান ভাঙাতে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ চলে গিয়েছিলেন শিবসেনার ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর প্রধানের বাড়িতে। না গেলেও পারতেন। মহারাষ্ট্রে বিজেপির যা ধার ও ভার এখন, তাতে কাউকে তেল না দিলেও খুব বিপদ হবে না। ভোট-অঙ্কে ধুরন্ধর বিজেপি অন্তত এখন তেল না দিক, সখ্যের হাত বাড়িয়েই চলবে।

শিন্ডের যেমন সখ্যের বাড়ানো হাত না ধরে উপায় নেই। বিজেপির তেমনই এনডিএ শরিকদের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে চলা এখন বাধ্যবাধকতা। বালাসাহেব ঠাকরে প্রতিষ্ঠিত দল ভেঙে একনাথ শিন্ডে নতুন দল গড়েছিলেন নিছকই ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে। বিজেপিতে মিশে গেলে সমর্থন ধসে যাওয়ার বেজায় সম্ভাবনা ছিল। শুধু সেই কারণে আলাদা দল। তাঁকে ভাঙিয়ে মহারাষ্ট্রে আবার ক্ষমতার শরিক হতে পেরেছিল বিজেপি।

মারাঠা রাজ্যটিতে ক্ষমতাসীন থাকা বিজেপির পক্ষে বাধ্যবাধকতার ব্যাপার। ভারতের অন্যতম বড় রাজ্য তো বটেই, তাছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর এই রাজ্যের নাগপুরে। ফলে মহারাষ্ট্র খানিকটা সর্বভারতীয় শাসকদলের কাছে সম্মানের প্রশ্ন। প্রথমে শিবসেনা, পরে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ভেঙে সেই উদ্দেশ্যসাধন করেছিল পদ্ম শিবির। গুরুত্ব দিচ্ছে বোঝাতে শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনেও নিয়েছিল। অতীতের মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা বিজেপির বৃহত্তর ছকের অংশ ছিল।

সেই ছকে সাফল্য এল ২০২৪-এর বিধানসভা নির্বাচনে। অতীত রেকর্ড দেখলে স্পষ্ট হয় যে, বিজেপি বরাবর শরিকদের গিলে ফেলার চেষ্টা করে। কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি - প্রবাদ মেনে ছুড়ে ফেলেও দেয়। আবার ক্ষমতার শরিক হতে তুলনায় ছোট দলকে শীর্ষপদ দিয়েও দেয়। নীতীশ কুমার, একনাথ শিন্ডে তার প্রমাণ। নীতীশ এখন পুরোপুরি বিজেপিনির্ভর।

পদ্মের সমর্থন সরে গেলে তাঁর আজীবন মুখ্যমন্ত্রিত্বের সাধ ঘুচে যাবে। এখন একই অবস্থা শিবসেনাকে ভাঙার মূল কারিগর শিন্ডের। বিজেপি ছুড়ে ফেলে দিলে তাঁর আমও যাবে, ছালাও যাবে। বিজেপি তাঁকে যেন অভিমন্যুর চক্রব্যূহে আটকে ফেলে দিয়েছে। ফলে ফড়নবিশদের ছুড়ে দেওয়া উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব মেনে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতায় বিজেপিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর উপায় নেই। মুখ্যমন্ত্রীর উপমুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই অসম্মানের।

কিন্তু পদটা গ্রহণ না করলে দল ধরে রাখা যে কঠিন হবে, শিন্ডে তা বিলক্ষণ জানেন। ফলে গোসাঘর থেকে বেরিয়ে ফড়নবিশের সমর্থনে তাঁকে রাজভবনে দৌড়োতে হয়েছে। বিজেপিও বোঝে, আগের মতো দেশজুড়ে একাধিপত্যে ভাটা পড়েছে। লোকসভা নির্বাচন সেই শিক্ষাটা দিয়ে গিয়েছে। তাই এখনই শিন্ডেকে বাদ দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ বলে ফড়নবিশের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা দৌড়েছেন তাঁর সঙ্গে রফা করতে। একাধিপত্য নিশ্চিত হলে ভবিষ্যতে এই সখ্য থাকবে, তার নিশ্চয়তা অবশ্য নেই।

সমস্যাটা অজিত পাওয়ারেরও। শারদ পাওয়ারের উত্তরাধিকারের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া, ক্ষমতার চেয়ারের লোভ ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত থেকে নিজেকে আড়াল করার তাগিদে তিনি এনসিপি ভেঙেছেন। বিজেপির প্ররোচনা তো ছিলই। মুখ্যমন্ত্রিত্বের লক্ষ্য তাঁরও ছিল। সেই আশায় আপাতত ছাই পড়েছে বুঝে অজিত এখন বেশি করে বিজেপির লেজ ধরেছেন। ঘনঘন অমিত শা'র কাছে দৌড়োচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব আপাতত কপালে নেই বুঝে মন্ত্রীসভায় শিন্ডের দলের সমান সদস্য সংখ্যা দাবি করছেন অজিত। মোদ্দা বিষয়টি হল, ক্ষমতার চিটে গুড়ে রাজনৈতিক তো বটেই, ধর্মীয় মতাদর্শও ফিকে হয়ে যায়। মহারাষ্ট্র আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, মহাযুতিতে জট আসলে চেয়ার নিয়ে টানাপোড়েনের।

অমৃতধারা

সাধারণত চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়ায়, এ বিষয় বা ও বিষয়ের ওপর ঘোরে ফেরে। যখন স্বভাবের ভালো কিছু করতে হয় তখন প্রথম কাজ যা তুমি করবে তা হচ্ছে এইসব ছড়িয়ে পড়া চেতনাকে জড়ো করে এনে একাগ্র করে ধরা। তখন যদি তুমি ঠিকভাবে লক্ষ কর তাহলে দেখবে যে তখন চেতনা একস্থানে ও এক বিষয়ের ওপর একাগ্র হয়েছে- যেমন হয় যখন তুমি কোনও কবিতা লেখ বা কোনও উদ্ভিদবিদ কোনও ফুলের স্বরূপ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে। যদি তুমি কোনও চিন্তাতে একাগ্র হও তাহলে মস্তিষ্কের কোনও একস্থানে হবে, যদি তুমি কোনওভাবে একাগ্র হও, তাহলে হৃদয়ে হবে। যৌগিক একাগ্রতাও সাধারণভাবে সেই একই জিনিস- কেবল তা আরও বিস্তৃত ও গভীর হবে।

-শ্রীঅরবিন্দ

চা বাগানে নারী শ্রমিকের বঞ্চনার বিশ্ব

বহুদিনের অপ্রাপ্তি এবং সরকারের আইনের প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা দেখে চা বাগানের নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

নব দত্ত

-সূত্রধর

তরাইয়ের চা বাগান মানঝা। চা বাগানের এক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি স্থায়ী শ্রমিক। চা বাগানের পাতা তোলাই উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক কাজ। কম মজুরি, তাই স্বামী বাইরে চলে গিয়েছে কাজ করতে। পাথর ভাঙার কাজ করে। বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে চারজন। কাজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে এগারোটা। মাঝখানে দুপুরে খাওয়ার ছুটি। তারপর আবার কাজ দুপুর একটা থেকে সাড়ে চারটে।

কাজের মধ্যে টয়লেটের সুবিধা নেই। বাগানের মধ্যেই কাজ সারতে হয়। ঋতুস্রাবের সময় ছুটি নিতে হয়। চা বাগানেই আড়ালে গিয়ে যা করার করা। ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে অপুষ্টিতে ভুগছে। পরিশ্রমে যেন চেহারা ভেঙে পড়ছে। সকাল-দুপুর বাগানে পরিশ্রম করে, মাঝখানে বাড়ি গিয়ে রান্না। সারাদিন ঘরে-বাইরে পরিশ্রম। তরাইয়ের বাগান মানঝা, মায়াপুর, বেলগাছি, জাপরা, আশাপুর, সিংহীপাড়া, সন্ন্যাসী, কিরণচন্দ্র, অটল, বিজয়নগর, সাতভাইয়া। তরাইয়ের এই সব বাগান এবং ডুয়ার্সের বাগানগুলোয় নারী শ্রমিকরা কেমন আছেন, এই নিয়ে এক সমীক্ষার রিপোর্টে এভাবেই লেখা হয়েছে (প্রজ্ঞা পারমিতা দত্ত রায় চৌধুরী)। তরাইয়ের ৪৫টি বাগানে এখন প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক। এখানে কয়েকটি বাগানে মাইগ্রেশন, পাচারের কথা বেশি শোনা যায়।

নাগরিক মঞ্চের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে ডুয়ার্সের ডিমডিমা, ডানজুয়াম, রায়পুর (বন্ধ) বাগান, করলা ভ্যালি,

ঢেকলাপাড়া (বন্ধ) রাঙ্গামাটি (সেন্ট্রাল ডুয়ার্স), মধু, কালচিনি, রায়মাটাং, তোর্ষা টি গার্ডেনের মতো চা বাগান। সব জায়গায় কমবেশি অবস্থা এক। শ্রমিকরা প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। গুডরিকের বাগান কিছুটা উন্নত। সব বাগানেই বিঘা শ্রমিক লকড়ি, ছাতা, কম্বল, জুতো কিছুই পান না। ডুয়ার্সের একটি বাগানে দেখলাম হুইসল বাজিয়ে ম্যানেজারের কী দাপট। আসলে শ্রমিকরা কথা বলছিলেন, এই বাগানে কোনও কোয়ার্টার নেই। মজুরি যা পাওয়ার কথা, পায় না। জল কিনে খেতে হয়। বছরখানেক আগে যখন চা বাগানে ঘুরেছি শ্রমিকদের কথা শুনতে, অবস্থা জানতে, এখনও তাই।

চা বাগানে এখন ৭০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমিক, অল্প মজুরিতে (দৈনিক এখন ২৫০ টাকা) পুরুষ শ্রমিক এখন কাজ করতে চাইছেন না। কেরল, ভুটান, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি জায়গায় দিনমজুরি খাটতে চলে যাচ্ছে। বিস্মিত করে, এত সংখ্যক নারী শ্রমিক প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। তবে এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক বোনাস নিয়ে বিক্ষোভে পাহাড়ের চা বাগানগুলোতে তারই প্রতিফলন টের পেলাম।

লিম্বু, লংভিউ চা বাগান সহ একাধিক বাগানের মহিলা শ্রমিকরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। পাহাড়ের ইতিহাসে শ্রমিকদের দাবিকে কেন্দ্র করে এইভাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির একসঙ্গে রাস্তা অবরোধ, অনশন, ধর্মঘট দেখা হয়নি। লক্ষণীয় হল, এই ক্ষেত্রে পাহাড়ের রাজনীতির পরম্পরা ভেঙে দিয়েই শ্রমিকদের দাবিতে এককাট্টা হল। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নামের একটি সদ্য গঠিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে নারী শ্রমিকরা ছিলেন। এঁদের লড়াইয়ে বন্ধ লংভিউ বাগান খুলেছে। যদিও এঁদের এখনও শ্রম দপ্তর বোনাস মিটিং আলোচনায় অংশ নিতে দেয়নি।

দেখেশুনে বোঝা দায়, যে রাজ্যে একটা শ্রম দপ্তর আছে। যাদের কাজ শ্রম আইন ভাঙা হলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের একাধিক আদেশ থাকলেও যা কার্যকর হয়নি।

প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুযায়ী চিকিৎসা, আবাস, ক্রেশ, বছরের জ্বালানি, বিদ্যুৎ, জল, জুতো ইত্যাদি সুবিধে পাওয়ার কথা। অধিকাংশ চা বাগানে শ্রমিকরা পায় না। পঞ্চায়েত, সরকার, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য, স্কুল, খাদ্য দপ্তর এরাই সব কমবেশি কাজ করে। র‍্যাশন ডিলার এখন বাগান কর্তৃপক্ষ। ২ টাকায় চাল, গম মাসে ৩৫ কিলো বাগান শ্রমিকদের সরকার দেয়। বাসস্থানের ব্যবস্থা সবটাই সরকার! তাহলে প্রশ্ন হল, বাগান কর্তৃপক্ষ কীসের জোরে ন্যূনতম মজুরি এত কম দেয়? তারা নাকি ফ্রিঞ্জ বেনিফিট দেয়। সেটা কী?

২০১৫ ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে ন্যূনতম মজুরির কথা লেখা থাকলেও এক দশক পেরিয়ে গেলেও কিছু হল না। হাইকোর্ট ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিল। সরকার পরামর্শদাতা কমিটি বানাল। এই পর্যন্ত ১৭টি মিটিং হয়েছে। শেষ বৈঠক দু'বছর আগে। কাজের কাজ কিছু হয়নি শুধু কালক্ষেপ ছাড়া। ১৯৯২ সালে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে সুপারিশ মেনে মজুরি নির্ধারণ ৬০০ টাকার নীচে হয় না। আট ঘণ্টা কাজের বিনিময়ে জুট মিলের একজন শ্রমিকের নির্ধারিত মজুরি দৈনিক ৪৭৯ টাকা। সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে ৩০০ টাকার বেশি মজুরি। সেখানে চা বাগানের শ্রমিক কেন এত কম পাবেন?

একজন চা শ্রমিক ২৫০ দৈনিক মজুরি হলে বছরে ৩০০ দিন কাজ করলে বছরে তার রোজগার ৭৫ হাজার টাকা অর্থাৎ মাসে ৬৫০০ টাকা। তাও তাঁরা হাতে পায় না। কারণ পিএফের টাকা কাটা হয়। তাও আবার বহু বাগানে টাকা কেটে নিয়ে জমা দেওয়া হয় না। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট চারটি রাজ্যে বকেয়া পিএফ ১২৭ কোটি টাকা ৭২ কিস্তিতে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। দু'-একটি কিস্তি দেওয়ার পর আর সেই টাকা দেওয়া হয়নি। অনেকেই বলেন বোনাসের লড়াই কেন চা বাগানে এত গুরুত্ব পায়? কারণ সামান্য টাকায় রোজগারে তাদের চলে না। তাই একসঙ্গে কিছু টাকা পেলে হয়তো কেনাকাটা, ঋণ শোধ করা যায়।

এই বছরের ৪ জুলাই ডুয়ার্সের তোতাপাড়া চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনে একটি ছয় বছরের শিশুকে টেনে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল টাঙিয়ে সন্তানকে রেখে চা পাতা তুলতে হচ্ছে। চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা শিশুদের পিঠে বেঁধে চা পাতা তোলেন। অনেকে আবার পলিথিন বিছিয়ে একসঙ্গে কয়েকজনকে রেখে চা পাতা তুলতে যান। শ্রম দপ্তর প্রকাশিত রিপোর্ট দেখছিলাম, দাবি করা হয়েছে তারা নাকি ৭১টি ক্রেশ করেছেন। ২৭৩ বাগানের মধ্যে হিসাবটি খুব বলার মতো। আগে বাগানে অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যেত। এখন তাও ৫০০ টাকা না দিলে পাওয়া যায় না। অথচ শ্রম দপ্তর দাবি করেছে, চা বাগানে ৪২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলেছে। সেখানে যাবে কী করে?

বিস্মিত করে, চা বাগানে এত সংখ্যক নারী শ্রমিক থাকলেও প্রাপ্য আইনসংগত অধিকার থেকে তাঁদের অধিকাংশই বঞ্চিত। ম্যাটারনিটি বেনিফিট, ক্রেশের আলোচনা থাকলেও অন্যান্য অধিকারের কথা আসছে না। এটাও দেখেছি নারী শ্রমিকদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা যাচ্ছে। ন্যায্য অধিকার না পাওয়ায় ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন।

স্থায়ী শ্রমিকরা ঘর পান। তাও মেরামতি হয় না। অস্থায়ী শ্রমিক প্রায় লাখখানেক। তাঁরা কোনও কিছুই পান না। সরকার ঘোষণা করল চা সুন্দরী প্রকল্প। পায়রার খুপরি সব নিজে দেখে এলাম। শ্রমিকরা কেউ যাননি। প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে এই সব বাড়ি বানানো হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, চা বাগানের শ্রমিকদের ৫ ডেসিমাল জমি ফ্রি হোল্ড ল্যান্ড হিসাবে পাট্টা দেওয়া হবে। জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি শ্রমিক ইউনিয়নগুলো করলেও এত কম পরিমাণ জমি তাঁরা মেনে নিচ্ছেন না।

উত্তরবঙ্গের চা শিল্প ও শ্রমিকদের অবস্থা, দাবিদাওয়া যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে টি ডিরেক্টরেট খোলা হল। কাজের কাজ কিছু নয়। বাগান কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন কর্তা কিছু লবি করা এনজিও মিলে সময় সময় কর্মশালা, সচেতনতা শিবির করে শুধু। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তা আইন হয় ২০১৩ সালে। বলা হয়েছে, যেখানে মহিলা শ্রমিক কাজ করবেন সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে আইসিসি (ইন্টারনাল কমপ্লেইন্ট কমিটি) গঠন করতে হবে।

মুষ্টিমেয় চা বাগানে এই কমিটি থাকলেও শ্রমিকরা জানেন না, সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই আইন কার্যকর করতে উদ্যোগী হওয়ার কথা সরকারের। সেটা হয় না।

সামগ্রিকভাবে চা বাগানের শ্রমিকদের এই বঞ্চনা, শোষণ যা কোনওভাবেই একটা সরকারের ভাবমূর্তি সহায়ক নয়। সরকারের আইন প্রয়োগে শুধু কিছু নেতা আর এনজিওদের নিয়ে সচেতনতা প্রচার লাভ কিছুই হবে না।

বোনাস আন্দোলন এবং পাহাড়ের নারী শ্রমিকদের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বকে কিছুটা পরিচিত রাজনীতির ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। নারী আজ নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাইছেন। নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখছেন। অনেক দিনের অপ্রাপ্তি আর ক্ষোভ এবং সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতার কারণে হয়তো নারী শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন।

(লেখক পরিবেশকর্মী)

আজ

২০১০

বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় প্রয়াত হন এই দিনে।

২০২০

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা মনু মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

অ্যাডিলেডে রাহুলই ওপেন করবে। ভারতের বাইরে রাহুল এতদিন যেভাবে ব্যাট করেছে, তাতে এটা ওরই প্রাপ্য। আমার জন্য মিডল অর্ডারে খেলা সহজ হবে না। কিন্তু দলের স্বার্থে এটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত।

- রোহিত শর্মা

ভাইরাল/১

মুষলধারে বৃষ্টিতে জল থইথই থাইল্যান্ড। পাত্তানি প্রদেশের এক জায়গায় জলে ভাসতে দেখা গেল পেল্লাই সাইজের এক পাইথনকে। সাপের মাথা জলের তলায় থাকলেও দেহটি জলের ওপর ভেসে রয়েছে। সবে একটি কুকুরকে গিলেছে সেটি। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

কেরলের কাট্টাপান্না বাসস্ট্যান্ডে মোবাইলে মগ্ন ছিল ছেলেটি। আচমকা একটি বাস তার ওপর উঠে যায়। বিপদ বুঝে চালক বাসটিকে পিছনে নিয়ে যান। আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। ছেলেটি হাসপাতালে ভর্তি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে সে।

জনমত

দৃষ্টিহীনের জীবনসংগ্রামের খবর অনেকের অনুপ্রেরণা

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তিনের পাতায় বেলাকোবার প্রতিবেদক সুভাষচন্দ্র বসুর 'ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে খুব ভালো লেগেছে। যেভাবে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার জীবনসংগ্রাম উপস্থাপন করা হয়েছে, তা এককথায় অতুলনীয়। শুধু দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারেই নয়, আমার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ অসহায় মানুষজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। বিভিন্ন সময়ে দুঃস্থ অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

এবারে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে আশিস সাহার খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় আশা করি বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার অনুরোধ, বেলাকোবার প্রতিবেদকের মতো আপনাদের অন্য সাংবাদিকরাও যদি দৃষ্টিহীনদের সমস্যাগুলি বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন তাহলে খুব ভালো হয়।

অর্পিতা মজুমদার দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি যুক্তিযুক্ত

৪ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের আলিপুরদুয়ার সংস্করণে প্রকাশিত 'প্রতিবন্ধী দিবসে ধর্নায় 'বিশেষ'রা শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে তাদের ছয় দফা দাবি সহ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারলাম।

২০১৯-'২১ গণনায় রাজ্যে ২২ লক্ষ ২ হাজার ৯৩৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম রয়েছে। আর সারা দেশে রয়েছে ৬৩.২৮ মিলিয়ন। এই বিপুল সংখ্যক বিশেষভাবে সক্ষমের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে আলাদা আলাদা প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা যেতেই পারে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের যে দাবি তারা জানিয়েছে তা খুবই জরুরি। এই পর্ষদ গঠন হলে এখান থেকেই স্কুল-কলেজে পড়ার ব্যবস্থা, চাকরির ব্যবস্থা প্রভৃতি হতে পারে বলে আমার মনে হয়। পরবর্তীতে তাদের দাবিদাওয়াও ওই পর্ষদে জানানো যেতে পারে। আর বিশেষভাবে সক্ষমদের যাবতীয় সরকারি সুযোগসুবিধা ওখান থেকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্র ও রাজ্য।

অশোক সূত্রধর
সাতপুকুরিয়া, ফালাকাটা।

তবু শীত আসে, অপেক্ষার শীত আসে...

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ উধাও। প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর নেই।

শৌভিক রায়

মিল রোডের ওভারব্রিজ পেরিয়ে একটু যেতেই বিস্তৃত ফুলকপিখেত। দূর থেকে মনে হত বরফ পড়ে আছে যেন! ফাঁকে ফাঁকে বেগুনেরও চাষ। ছোট ছোট গাছ থেকে ঝুলছে তারা। নানা আকৃতির। হলুদ সর্ষে এখনও নীল দিগন্তে ম্যাজিক দেখানো শুরু করেনি। করবে আর কয়েকদিন পর থেকেই। ধানের খেতে অবশ্য ব্যস্ততা। সোনা ঝরিয়েছে তারা। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফসলের ভারে। কে যেন বলেছিলেন, জ্ঞানী মানুষ ফলবতী ওই গাছেরই মতো। যত জানেন, তত নত হন। উদ্ধত শিরে জানান দেন না তিনি আসলে কতটা!

এরকম সব দিনে বাড়ির বয়স্করা অনেকে পিঁড়ি পেতে পিঠে রোদ লাগিয়ে ভাত খেতে বসতেন। গরম ভাতের ধোঁয়ায় টাটকা পালং বা রাইশাকের গন্ধ মিশে এক উতরোল সৃষ্টি হত। ক্যাপসিকাম তখনও এই অঞ্চলে আসেনি। স্কোয়াশও নিত্যদিনের পদে থাকত না। বিনস, গাজর, বিট ইত্যাদি কোচবিহার-শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে লভ্য হলেও, উত্তরের ছোট জনপদে সেভাবে মিলত না। বরং কচি সবুজ লাউ দিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাত্রা করত প্রায়ই। মোটামুটি সবার বাড়িতেই এক টুকরো জমিতে শখের সবজি বাগান। সেই বাগানের ফল যদি না প্রিয়জনকে দেওয়া যায়, তবে আর বাগান করা কেন!

মাছের অবশ্য কোনও কাল হয় না। তবু কেন জানি এই সময়ে আঁশবোরোলি, পাথরচাটা, মোওয়া, পাবদা, আড়, রাইখড়ের স্বাদ যেত পালটে। টাটকা ধনেপাতা আর টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল মুখে লেগে থাকত দিনভর। নদীগুলিতে জল কমে এলে এইসব মাছেরা তাদের রুপোলি শরীর নিয়ে উঠে আসত অনেকটা ওপরে। ফলে বালাতোর্ষা, শিসামারা, ঘরঘরিয়া, দোলংয়ের মতো ছোট ছোট নদীতে মাছ ধরতে নেমে পড়ত স্কুল ফেরত একরাম বা বুধিয়ারা। তাদের বাগানে এখন প্রোডাকশন কম। চা গাছেরাও শীতঘুমে চলে গিয়েছে আলগোখরোর সঙ্গে। তাদের পাতায় খেলা করছে ছোট ছোট পোকারা। উধাও দুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি।

সেই অক্টোবর শুরুর পর আর বৃষ্টি হয়নি বলে ধুলো তার চাদর পরিয়ে দিত পথের ধারে থাকা বাড়ি আর গাছগুলোকে। শিলতোর্ষা আর বুড়িতোর্ষার দীর্ঘ চর পেরিয়ে সারা গায়ে ধুলো মেখে ধুনকররা সাহেবপোঁতা, সোনাপুর, পুণ্ডিবাড়ি ঘুরে বেড়াত। রোদে পুড়ে কালো হয়ে শুকিয়ে যাওয়া বড় বড় ঘাসের ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যেত জলদাপাড়ার রেখা। সেখানে তখন সূর্যের আলো মাটি স্পর্শ করছে। কেননা গাছেরা পাতা ঝরিয়েছে। সেভাবে পর্যটক আর কোথায় ছিল এই জলজঙ্গলার দেশে! ফলে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়াত পায়ে সাদা মোজা বাইসন আর মোটা চামড়ার গন্ডারেরা। হাতিরা থাকত যূথবদ্ধ। মানুষের রাজ্যে তাদের আসার প্রয়োজন হত না কখনোই।

সারাদিন কুয়াশা জড়িয়ে মন খারাপিয়া শীত ক্রমশ যেন উধাও। টিনের চালে শিশিরের জলতরঙ্গও হারিয়ে গিয়েছে। উঠোন ব্যাপারটিও এখন বিলাসিতা। সারাবছর সব সবজির ভিড়ে প্রথম শীতের নতুন সবজির সেই স্বাদ আর অপেক্ষাও আর নেই। বদলে গিয়েছে সেই কিশোরও। মধ্যবয়সের চালশে গ্রাস করেছে তার সব।

তবু শীত আসে। অপেক্ষার শীত আসে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৬

পাশাপাশি : ১। এই প্রাণী দেখতে জেব্রা ও জিরাফের সংমিশ্রণ ৩। যে খেলায় দুজন রাজা থাকেন ৫। টকটকে লাল ৬। মুখমণ্ডল বা মুখাবয়ব ৮। নাকে পরার গয়না ১০। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশঙ্কাও হতে পারে ১২। মুসলমান ধর্মগুরু ১৪। অভিরুচি, খেয়াল বা পছন্দ ১৫। মিশরীয় মৃতদেহ ১৬। কঠিন, গুরুতর বা বিপজ্জনক অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। ওলটপালট করে খোঁজা ২। বাড়ির বাইরে গিয়ে সকলে মিলে খাওয়া ৪। খর্বকায় বা বেঁটে মানুষ ৭। নেশার বস্তু ৯। আশকারা বা প্রশ্রয় দেওয়া ১০। ঘাস দিয়ে তৈরি এক ধরনের পর্দা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। টের পাওয়া।

সমাধান ■ ৪০০৫

পাশাপাশি : ১। ফুটানি ৩। অরুন্ধতী ৪। খাজনা ৫। চালচিত্র ৭। সিত ১০। কলা ১২। বরবাদ ১৪। দেয়ালা ১৫। দরবেশ ১৬। নব্বই।

উপর-নীচ : ১। ফুলটুসি ২। নিখাদ ৩। অনাচার ৬। চিত্রক ৮। তস্কর ৯। পাদদেশ ১১। লাগসই ১৩। দালান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অনাস্থায় হার প্রধানমন্ত্রীর, চাপে ম্যাক্রঁ

প্যারিস, ৫ ডিসেম্বর : পার্লামেন্ট ভোটের মাত্র ৩ মাসের মধ্যে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার কবলে ফ্রান্স। বুধবার অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে হেরে গিয়েছেন ম্যাক্রঁ নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি শাসক জোটের বহু সাংসদ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বার্নিয়েকে পদ থেকে সরাতে ২৮৮ ভোটের প্রয়োজন ছিল। ভোটাভুটির পর দেখা যায় অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ৩৩১ জন সাংসদ।

বার্নিয়ে সরকারের পতন ঘটায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ। বার্নিয়ে অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়ায় তাঁর বদলে নতুন কাউকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দিতে হবে ম্যাক্রঁকে। যদিও এর জেরে ম্যাক্রঁর প্রেসিডেন্ট পদ ধরে রাখতে সমস্যা নেই। গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিল লা পেনের নেতৃত্বাধীন চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ১২৬টি দখল করেছে তারা। তবে বাম ও মধ্যপন্থী দলগুলিকে একজোট করে বার্নিয়ের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে সফল হন ম্যাক্রঁ। দিনকয়েক আগে বিশেষ সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি ছাড়াই জাতীয় বাজেট পাশ করিয়ে নেন বার্নিয়ে। তারপরেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়েছিল।

তার চুরির ফাঁসে দিল্লি মেট্রো

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : চোরেদের কাণ্ডে ভোগান্তির একশেষ হতে হল দিল্লির মেট্রোযাত্রীদের। বুধবার রাতে দিল্লি মেট্রোর ব্লু (নীল) লাইনে মোতিনগর এবং কীর্তিনগর স্টেশনের মধ্যে বিদ্যুতের তার চুরি হয়ে যায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানান, সিগন্যালের তার খোয়া গিয়েছে। আর তার জেরে ওই লাইনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। তার চুরির নেপথ্যে স্থানীয় চোরেরাই রয়েছে বলে অভিযোগ।

দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-এর তরফে বলা হয়েছে, এমন এক জায়গায় বিদ্যুতের তার চুরির ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সিসি ক্যামেরার নজরদারি নেই। ফলে দূরবর্তী সিসি ক্যামেরাতে ওঠা ফুটেজ দেখেও অভিযুক্তদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

অন্তর্বর্তী জামিন কুলদীপের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : উন্নাও ধর্ষণকাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কুলদীপ সেঙ্গারের দু'সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর হল। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত কুলদীপকে স্বাস্থ্যের কারণে বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি এম প্রতিভা সিংয়ের নেতৃত্বে দুই সদস্যের বেঞ্চ আপাতত কুলদীপের সাজা স্থগিত করে দিয়েছে। তাঁকে দিল্লির এইমসে ভর্তি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দিল্লিতেই থাকতে হবে। হাইকোর্টে জমা দিতে হবে এইএমস-এর মেডিকেল রিপোর্ট। উন্নাওয়ে ধর্ষণের শিকার নাবালিকার বাবার মৃত্যুর ঘটনাতেও কুলদীপের ১০ বছরের কারাবাস হয়। সেই মামলায় কিন্তু জামিন মেলেনি। নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৭ সালে।

এনআইএ তল্লাশি

বেঙ্গালুরু, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপি যুবমোর্চার জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রবীণ নেত্তারু খুনের ঘটনায় কর্ণাটকের ১৬টি জায়গায় তল্লাশি চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ২০২২-এর জুলাইয়ে নিষিদ্ধ ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন পিএফআই-এর ক্যাডারদের হাতে খুন হন নেত্তারু। চলতি জুনে মুম্বইয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে এক ব্যক্তি। তার আগে আরও দু'জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নেত্তারু খুনের ঘটনায় তদন্তে নিযুক্ত এনআইএ জানিয়েছে, সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণই ছিল ঘটনার উদ্দেশ্য। তল্লাশির ঘটনায় কিছু মিলেছে কিনা তা জানা যায়নি।

কথা বলা ড্রোন

গাজা, ৫ ডিসেম্বর : গাজায় শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর নজরদারি চালাতে ইজরায়েলি সেনা নাকি এমন সব ড্রোন ব্যবহার করেছে যেগুলি কথা বলতে পারে। জঙ্গি ঘাঁটি ও শরণার্থী শিবিরের কাছে গিয়ে ড্রোনগুলি কখনও মহিলাদের গলায় সাহায্য চাইছে, কখনও আবার শিশুর গলায় কাঁদছে। শব্দ শুনে মানুষজন বেরিয়ে এলে ওই ড্রোন তাঁদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। মানবাধিকারকর্মী মাহা হুসেইনি দাবি, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের অনেকেই তাঁকে কথা বলা কোয়াডকপ্টার ড্রোনের কথা বলেছেন।

কংগ্রেসের বিক্ষোভে নেই তৃণমূল, সপা

আদানি ইস্যুতে অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : 'মোদি-আদানি এক হ্যায়। আদানি সেফ হ্যায়।' ভোটযুদ্ধের স্লোগানকে এবার সংসদে চত্বরেও ছড়িয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদের মকরদ্বারের সামনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা ওই স্লোগান লেখা জ্যাকেট পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তবে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আগের মতোই গরহাজির ছিল তৃণমূল। ছিলেন না সপা সাংসদরাও। বরং কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আদানি ঘুষ কাণ্ডে মোদি সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন আপ, আরজেডি এবং বাম সাংসদরা।

এদিন ইন্ডিয়া শরিকদের সঙ্গে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি মানববন্ধনও পালন করেন কংগ্রেস সাংসদরা। রাহুল গান্ধি বলেন, 'মোদিজি আদানির তদন্ত করাতে পারবেন না। কারণ তদন্ত করলে তিনি নিজেই ধরা পড়বেন। মোদি আর আদানি আলাদা নন, তাঁরা এক।'

আদানির জবাবে বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্র দলীয় দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'একটি বিপজ্জনক ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে। তার একদিকে রয়েছেন জর্জ সোরোস ও আমেরিকার কিছু এজেন্সি। অন্যদিকে রয়েছে ওসিসিআরপি নামক একটি নিউজ পোর্টাল। তৃতীয় এবং সর্বশেষ হলেন রাহুল গান্ধি নামক সবথেকে বড় বিশ্বাসঘাতক। আমি এই শব্দটি বলার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা করছি না।'

সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে রাহুল-প্রিয়াংকা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

সম্বিত পাত্রের ভাষাই শোনা যায় নিশিকান্ত দুবের গলায়। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘৃণা করে। তাই তারা বিদেশি শক্তিগুলির সঙ্গে চক্রান্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে লাইনচ্যুত করতে চাইছে।' বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বিশ্বাসঘাতক বলার জন্য বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারের কাছে চিঠি লিখেছে কংগ্রেস।

রেপো রেট ঘোষণা আজ

কমবে সুদ!

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্প উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়া এবং বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের চাহিদা কমাকে জিডিপির পতনের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এমন একটা সময়ে রেপো রেটের হার খতিয়ে দেখছে রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) মুদ্রানীতি কমিটি। শুক্রবার সেই হার ঘোষণার আগে সুদ কমা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। টোকিও ভিত্তিক আর্থিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নমুরার দাবি, রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট

আশা-আশঙ্কা

পর্যন্ত কমাতে পারে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রিজার্ভ ব্যাংক যে হারে অন্যান্য ব্যাংকগুলিকে টাকা ধার দেয় তাকে বলে রেপো রেট। আরবিআই রেপো রেটের হার বাড়ালে ব্যাংকগুলিকে বেশি সুদে ঋণ নিতে হয়। ফলে তাদের দেয় ঋণে সুদের পরিমাণও চড়তে থাকে। বাড়ে মেয়াদি আমানতে সুদের হারও। আবার রেপো রেট কমলে উলটো ছবি দেখা যায়। তখন ঋণ, মেয়াদি আমানত দুই ক্ষেত্রেই সুদের হার নিম্নমুখী হয়। গত অগাস্ট থেকে ৬.৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে রেপো রেট। শিল্পপণ্যের চাহিদা বাড়াতে এবার রেপো রেটের হার কমাতে পারে আরবিআই। সেই আশায় প্রহর গুনছেন গাড়ি-বাড়ির ঋণগ্রহীতারা। আবার মেয়াদি আমানতে সুদের হার কমার আশঙ্কায় মধ্যবিত্তদের বড় অংশ।

সঙ্গী শিন্ডে, অজিত শপথ ফড়নবিশের

মহাযুতির শপথে চাঁদের হাট

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : বিজেপির চাপের সামনে শেষমেশ নতজানু হতে বাধ্য হলেন শিবসেনা প্রধান একনাথ শিন্ডে। যাবতীয় গড়িমসি ছেড়ে মহারাষ্ট্রের নতুন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার কিছু পরে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ফড়নবিশ। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান। ফড়নবিশের পরই উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেন একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার। শপথের আগে বালাসাহেব ঠাকরে, নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান শিন্ডে।

এই নিয়ে তৃতীয়বার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। ২৩ নভেম্বর মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হয়েছিল।

এদিন ফড়নবিশ-শিন্ডে-পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় মহাযুতি সরকারের শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন অমিত শা, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, জেপি নাড্ডার মতো বিজেপির শীর্ষ নেতা-মন্ত্রীরাও। উপস্থিত ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ, নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের পাশাপাশি মহাযুতি সরকারের শপথে এদিন আজাদ ময়দানে চাঁদের হাট বসেছিল। শিল্পপতি থেকে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রিকেটার সকলেই হাজির ছিলেন শপথে। উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি, কুমারমঙ্গলম বিড়লা, অনিল আম্বানি। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি তেন্ডুলকার, শাহরুখ খান, সলমন খান, রণবীর কাপুর, রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, মাধুরী দীক্ষিত, বিদ্যা বালান প্রমুখ।

শপথের আগে ফড়নবিশের কপালে বিজয় তিলক পরাচ্ছেন মা সরিতা।

এদিন ফড়নবিশ, শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার ছাড়া আর কোনও মন্ত্রী শপথ নেননি। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেও মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজের হাতে রাখতে মরিয়া শিন্ডে। এই ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গেও কথা বলেন। যদিও ফড়নবিশ এবং বিজেপি স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতছাড়া করতে নারাজ।

শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউতের কটাক্ষ, 'শিন্ডে জমানা শেষ। উনি আর কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না।' বিজেপি শিন্ডে সেনার বিধায়কদের ভাঙাতে পারে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

ও পাখি উড়ে আয়... আবহাওয়া বদলাতেই পুলিকট লেকে আসতে শুরু করেছে ফ্লেমিঙ্গো। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটায়।

দ্বি-রাষ্ট্রে আস্থা জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘর্ষে রাশ টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে দ্বি-রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ইজরায়েলের সমান্তরালে প্যালেস্তাইনকেও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে জোর সওয়াল করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি। আমরা অপহরণের নিন্দা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সব দেশের প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার রয়েছে। তবে এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত। নিরীহ মানুষের প্রাণহানি এড়াতে অবশ্যই মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে হবে। আমরা যুদ্ধবিরতির পক্ষে।'

ইজরায়েল-হামাস সংঘাতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে ভারত। তবে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলবিরোধী একাধিক প্রস্তাবের ওপর হওয়া ভোটাভুটিতে অংশ নেননি ভারতীয় প্রতিনিধিরা। এই প্রসঙ্গে জয়শংকরের

সংঘাতে হামাস, ইজরায়েল

বক্তব্য, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত বহু প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হয়েছে। ভারত সব প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছে। সেইমতো কয়েকটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে ভোটাভুটি এড়িয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘে পেশ হওয়া ২০২৩-এর ২৭ অক্টোবরের একটি প্রস্তাবের উল্লেখ করেন জয়শংকর। ওই প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল ভারত। যার জেরে মোদি সরকারের মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধী দলগুলি। বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে যে প্রস্তাবটির খসড়া ঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ভাষা নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। আমাদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সেই কারণে আমরা বিরত ছিলাম।'

যোগীর ত্রিশূলে বিদ্ধ বিরোধীরা

অযোধ্যা, ৫ ডিসেম্বর : সম্ভাল, অযোধ্যা হোক বা বাংলাদেশ, যাবতীয় অশান্তির মূলে রয়েছে সামাজিক বিভাজন। অযোধ্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই বিভাজনের কথা বলতে গিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার অযোধ্যায় রামায়ণ মেলায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রাম সমাজকে একজোট করেছিলেন। আমরা যদি সমাজকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারতাম তাহলে এই দেশ কখনই উপনিবেশে পরিণত হত না। আমাদের ধর্মস্থানগুলি অপবিত্র হত না।'

আদিত্যনাথ আরও বলেন, 'আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা সফল হয়েছে। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের জিন এখনও রয়ে গিয়েছে। কিছু লোক জাতপাতের নামে বিভাজন তৈরি করছে। যার ফলে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হচ্ছে।' অতীতে বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভারতের রাজনীতি। সম্প্রতি সম্ভালে একটি প্রাচীন মসজিদে সমীক্ষার সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এখনও বাইরের বাসিন্দাদের সম্ভালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছে প্রশাসন। তবে উত্তরপ্রদেশের ২টি ঘটনার সঙ্গে আদিত্যনাথ যেভাবে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

সম্ভাল কাণ্ডকে সামনে রেখে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে সপা ও কংগ্রেস। বুধবার সম্ভাল যাওয়ার চেষ্টা করেন রাহুল গান্ধি। তাঁকে আটকে দিয়েছিল পুলিশ। সম্ভালের পরিস্থিতির জন্য রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন রাহুল এবং সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। এদিকে সম্ভালে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে স্থানীয় সপা সাংসদ জিয়াউর রহমান বারকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আদিত্যনাথের কটাক্ষ, 'সপা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রামমনোহর লোহিয়ার কথা বলে, কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে না।' তিনি বলেন, 'মোগল সম্রাট বাবরের একজন সেনাপতি অযোধ্যায় কী করেছিলেন? সম্ভালে কী করেছিলেন? বাংলাদেশে আজ যা ঘটছে সেটাও আলাদা কিছু নয়। বিভেদ সৃষ্টিকারীদের ধরন এবং ডিএনএ এক। এই বিভাজনকারীরা বহু দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। বিপদ দেখলে তাঁরা পালিয়ে যান, মারা যায় অন্যরা।'

প্রিমিয়ারে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু মহিলার

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর : নাবালক পুত্র অভিনেতা অল্লু অর্জুনের ডাইহার্ড ফ্যান। সে-ই বায়না ধরেছিল তাকে অর্জুনের 'পুষ্পা ২' ছবি দেখতে নিয়ে যেতে হবে। ছোট ছেলের আবদার বলে কথা! পুত্রের মন রাখতেই ছবির প্রিমিয়ারে সপরিবার হায়দরাবাদের সন্ধ্যা থিয়েটারে গিয়েছিলেন দিলসুখনগরের বাসিন্দা ভাস্কর। আর সেই যাওয়াই কাল হল। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে পুত্র শ্রী তেজা। স্ত্রীকে হারিয়ে এখন দিশাহারা ভাস্কর। বলছেন, 'আমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।'

ভাস্করের দুই সন্তান। স্ত্রী, পুত্র ছাড়াও কন্যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমা দেখাতে। কন্যাও আহত। তবে তার অবস্থা সংকটজনক নয়। বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে ভাস্কর বললেন, 'আমার ছেলে তেজা অল্লু অর্জুনের বড় ভক্ত। ও বায়না ধরেছিল, 'বাবা আমাকে 'পুষ্পা ২' ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে?' জানতাম, অল্লু অর্জুনের প্রতি ওর ভালোবাসা রয়েছে, তাই আবদার ফেরাতে পারিনি। সবাই মিলে গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে।'

বুধবার সন্ধ্যায় হলে অভিনেতা অল্লু অর্জুন হাজির হওয়ায় 'পুষ্পা ২' ছবির প্রিমিয়ারে দর্শকদের ঢল নেমেছিল। প্রেক্ষাগৃহ তো পরিপূর্ণ ছিলই, হলের বাইরেও ছিল বিপুল ভিড়। প্রিয় নায়ককে কাছ থেকে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল ভিতরে ও বাইরে। সংগীত পরিচালক দেবী শ্রী প্রসাদের উপস্থিতি সেই উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দেয়। সিনেমা হল থেকে সকলে একসঙ্গে বের হওয়ার চেষ্টা করতেই বিপত্তি বাধে। হুমড়ি খেয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ভাস্করের স্ত্রী রেবতী, পুত্র এবং কন্যা। সেই ভিড় তাঁদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ কোনও রকমে ভাস্করের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে উদ্ধার করে। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রেবতীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। শ্রী তেজাকে বাঁচানো হয় পিসিআর দিয়ে। সাত বছরের মেয়েটির আঘাত লাগলেও সে এখন সুস্থ।

পুষ্পা ২

ঘটনার পর অল্লু অর্জুন এবং 'পুষ্পা ২' ছবি নির্মাতার তরফে ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সে কথা ছবি প্রযোজক বনি বাস গারু এক্সে জানিয়েছেন। আর্থিক সহযোগিতারও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পরিবারকে।

'পুষ্পা ২ : দ্য রুল' পরিচালনা করেছেন সুকুমার। এটি ২০২১ সালের ব্লকবাস্টার 'পুষ্পা : দ্য রাইজ'-এর সিক্যুয়েল। ছবিটি ১০,০০০ স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রিমিয়ার শো-তে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে। টিকিটের দাম বাড়ানো নিয়ে ইতিমধ্যে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। যদিও ছবি মুক্তির অনুমতি দেয় তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট।

ভাস্করের স্ত্রীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা পুলিশের। ডানদিকে, ছবিতে অল্লু অর্জুন।

সূর্য পর্যবেক্ষণে সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ৫ ডিসেম্বর : সূর্য পর্যবেক্ষণে মহাকাশে পাড়ি দিল জোড়া উপগ্রহ মিশন 'প্রবা-৩'। বৃহস্পতিবার ইসরো ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির জোড়া উপগ্রহকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে। এদিন পিএসএলভি রকেটে বিকাল ৪টা ৪ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উপগ্রহ দুটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরো জানিয়েছে, প্রবা-৩ উপগ্রহের এই মিশন বিশ্বে প্রথম সুনির্দিষ্ট ফর্মেশন-ফ্লাইং প্রযুক্তির উদাহরণ। মহাকাশে এগুলি একটি স্থির কাঠামোর মতো কাজ করবে, যা সূর্যের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের সহায়ক হবে। আজকে সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগতভাবে ইসরোর সক্ষমতা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে।

হিমন্তকে নিশানা

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : অসমে গোমাংস খাওয়া এবং বিক্রির ওপর সম্পূর্ণরূপে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল বিরোধীরা। অসমের জোড়হাটের কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বৃহস্পতিবার বলেন, 'হিমন্ত বিশ্বশর্মা অসমকে দেউলিয়া করে দিয়েছেন। তাই অসমের বড় শহরগুলির নাম বদলে ফেলা হচ্ছে। আর গোমাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এই কাজগুলির জন্য টাকা লাগবে না।' তাঁর কটাক্ষ, ঝাড়খণ্ডে ওঁর নেতৃত্বে বিজেপি লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হয়েছে। তাই নিজের দোষ এবং হার ঢাকতে এই ষড়যন্ত্র করেছেন উনি। আগামী নির্বাচনে অসমের মানুষ হিমন্তের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে শাস্তি দেবে।' অপরদিকে সপা সাংসদ ইকরা হাসান বলেন, 'অসমে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে স্বাধীনতার অধিকারের পরিপন্থী। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সংবিধান বিরোধী।'

লটারিতে রাতারাতি কোটিপতি কলমিস্ত্রি

সিরসা (হরিয়ানা), ৫ ডিসেম্বর : ভেবেছিলেন কল সারাতে সারাতেই গোটা জীবন কেটে যাবে তাঁর। কিন্তু কাহিনীতে মোচড় নিয়ে এল রংচংয়ে একটি লটারির টিকিট। সেই কিশোর বয়স থেকে হাড়ভাঙা খাটনি খেটেও সংসারের অভাব-অনটন ঘোচাতে পারেননি হরিয়ানার বাসিন্দা মঙ্গল সিং। বুধবার রাতে আচমকাই ভাগ্যের চাকা ঘুরল গরিব কলমিস্ত্রির।

সিরসার খৈরপুর গ্রামের বছর চল্লিশের কলমিস্ত্রি মঙ্গল লটারি জিতে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গিয়েছেন। সেই বাবদ পেয়েছেন এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। লটারির টিকিট কাটা তাঁর বহুকালের নেশা। লটারির টিকিটে দু-চারবার ছোটখাটো অঙ্কের টাকা যে পাননি তা-ও নয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁর ভাগ্য এভাবে বদলে দেবে ছোট্ট একটি কাগজ।

মঙ্গলবার সারাদিনের কাজের শেষে রাত নটা নাগাদ পাড়ার দোকানে গিয়েছিলেন আড্ডা দিতে। তখনই তাঁর কাছে ফোন আসে লটারির দোকান থেকে। দোকানের মালিক তাঁকে সুখবরটা দেন। 'শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি না চাইলে সারাজীবনেও এত টাকা উপার্জন করা সম্ভব হত না', বললেন মঙ্গল। বাড়িতে খবরটা পৌঁছোতেই খুশিতে ভেসে যায় পরিবার। আনন্দের খবর চার দেওয়ালে আটকে না থেকে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পাড়াপড়শিরাও মেতে ওঠেন খুশিতে। মঙ্গল বললেন, 'উত্তেজনায় সারা রাত আমরা কেউ ঘুমাতে পারিনি।'

প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেড় কোটির লটারি হাতে মঙ্গল। সিরসা, হরিয়ানা।

মঙ্গলের দীর্ঘদিনের বন্ধু স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্র পাল বললেন, 'লটারি জেতার পর মঙ্গল প্রথম ফোনটা করে আমাকে। আমি ভেবেছিলাম সে মজা করছে। কিন্তু সব শুনে খুব খুশি হয়েছি। এত পরিশ্রমী একজনকে এই পুরস্কার পেতে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে।'

কিন্তু এত টাকা নিয়ে কী করবেন? জবাবে মঙ্গলের স্ত্রী বন্দনা বললেন, 'চিরদিন তো থাকলাম ভাড়াবাড়িতে। টাকা পেলে এবার নিজেদের একটা পাকা বাড়ি তৈরি করব। এতদিন বাদে আমাদের স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।' আর কোনও সাধ নেই তাঁদের? মঙ্গল বললেন, 'তা কেন! নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দরকারই। একইসঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা ও উচ্চশিক্ষা যাতে টাকার অভাবে বন্ধ না হয়, সেটাও দেখতে হবে।'

খবরাখবর

ভালো ফলের টোটকা গৌতম-উদয়নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : দক্ষিণবঙ্গের পর এবার শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গ দখলে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই উদ্যোগী। শাসকদলের অন্দরে নেতৃত্বের প্রশ্ন, দক্ষিণবঙ্গে দল এত ভালো ফল করলেও শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে পারছে না কেন? তবে অতি সম্প্রতি বিধানসভায় উপনির্বাচন ও তার আগে গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার এবং সদ্য মাদারিহাট ও সিতাই জিতে শাসকদল এবার কোমর বেঁধে নেমেছে ২০২৬-এর লক্ষ্যে। তৃণমূল সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে বরাবরের বিপর্যয় নিয়ে দলে কিছুটা ময়নাতদন্তও চলছে। বিশেষ করে শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলায় দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অন্তর্কলহ নিয়ে। বিশেষত এই কারণে অনেক জায়গাতেই দল মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেই নেতৃত্বের দৃঢ় ধারণা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী দলের সাম্প্রতিক অতীতের বিভিন্ন সভায় দলের ভিতরের এই খামতির কথা সরাসরি অভিযোগের সুরে উত্তরবঙ্গের নেতাদের উদ্দেশে বলেছেন। কখনও কখনও ভর্ৎসনাও করেছেন।

এই নিয়ে প্রশ্নের জবাবে এদিন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও কথায় কথায় এদিন তা মেনেও নিয়েছেন। এই মুহূর্তে এখনও শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের নেত্রীর ভরসা তিনিই। সম্ভবত নেত্রীর কাছে এব্যাপারে গৌতম দেবের কোনও বিকল্প নেই। নেই বলে সদ্য উত্তরবঙ্গের জন্য দলের মুখপাত্রদের কমিটি গড়ে তিন সদস্যের মাথায় নেত্রী গৌতম দেবকে রেখেছেন। সঙ্গে আছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রকাশ চিক বরাইক।

উত্তরবঙ্গে দলের ফল ভালো করতে দলের গোষ্ঠীকোন্দল যে দূর করা অতি প্রয়োজন সেটা মেনেই গৌতম এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'ইগো ছাড়তে হবে আমাদের সবাইকে। ইগোর বাইরে গিয়ে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে দলের সিনিয়ার লিডারদের। সিনিয়ারদের দায়িত্ব নিয়ে জুনিয়ারদের বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে আমরা একটাই পরিবার। কারোরই ইগো নিয়ে বসে থাকা চলবে না। সব সময় দলের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। গোঁ ধরে বসে থেকে দলের ক্ষতি করা যাবে না।'

তিনি স্বীকার করে নেন, অতীতে বহু নির্বাচনে আমরা ভালো করতে পারিনি। ভালো করতে গেলে আগামীদিনে যেটা বিশেষভাবে নেত্রী বলেছেন জনসংযোগ বাড়াতে হবে। মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কথা বিস্তারিতভাবে তাঁদের বোঝাতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের সীমাহীন বঞ্চনার কথা সুনির্দিষ্টভাবে তাঁদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভালো ফল করার পরিকল্পনা হলে নেত্রীর কাছে এসব বলার সুযোগ হলে তিনি তা নিশ্চয়ই বলবেন বলে জানালেন গৌতম।

এইমুহূর্তে তৃণমূল তো বটেই মানুষের কাছেও এখন অতি পরিচিত নাম উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। কোচবিহারের মানুষ। দলকে অনেকদিন পরে ওই জেলায় একটা মোটামুটি ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পেরেছেন। সম্ভবত এই কারণে গৌতম দেবের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে দলের মুখপাত্রদের তালিকায় নেত্রী সদ্য তাঁকে নিয়ে এসেছেন। উত্তরবঙ্গে দলের ভালো ফল করতে গেলে দলের গোষ্ঠীকোন্দল যে বর্জন করতে হবে সেটা এদিন দাবি করেছেন। তাঁর মতে, 'নেত্রীর নির্দেশ মতো জনসংযোগ আমাদের বাড়াতেই হবে। তবে দলে অন্তর্কলহ বন্ধ করতে হবে। নেতারা দলে ঐক্যবদ্ধ চেহারা তুলে ধরতে পারলে নীচুতলার কর্মীরাও সেই পথে যাবেন। উত্তরবঙ্গে দলের মাথারা ঠিক থাকলে দলে অনৈক্য বলে কিছু থাকবে না। মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। মাথা ঠিক থাকলে মাছের পচন হয় না, মন্তব্য উদয়নের।

কাজিরাঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে এলিফ্যান্ট সাফারি। - পিটিআই

বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করলায়

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর : বর্ষাকাল আর ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনির নীচ মাঠ এলাকা যেন সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে গত কয়েক বছর ধরে। বর্ষায় জলপাইগুড়ির করলা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রতি বছরই পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পরেশ মিত্র কলোনি প্লাবিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের আর শেষ থাকে না।

এই দুর্বিষহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল, জনবসতি আর নদীর মাঝে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হোক। এতে বর্ষায় কিছুটা হলেও নদীর জলস্তর বাড়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হবে না তাঁদের। অবশেষে সেই দাবি মেনেই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে সেচ দপ্তরের তরফে। এতে খুশি এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে ওয়ার্ড কাউন্সিলার পৌষালি দাস।

বৃহস্পতিবার পরেশ মিত্র কলোনির বাঁধ নির্মাণের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ওই এলাকায় যান জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার, সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করে বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা বলেন, 'সেচ দপ্তরের উদ্যোগে করলা নদীর ডান দিকে ৭০০ মিটার বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এতে জলবদ্ধতার হাত থেকে মুক্তি পাবেন এলাকাবাসী।' ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পৌষালি দাস বলেন, 'এটা আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। বাঁধের সঙ্গে থাকবে স্লুইস গেটও, যার সাহায্যে লোকালয়ে জল বেশি জমলে, সেটা সহজেই পাস করানো যাবে। এর ফলে এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষের দুর্ভোগ কমবে।'

হেরিটেজ কমিশনের সিদ্ধান্তে স্বস্তি কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজে। - সংবাদচিত্র

ঐতিহ্য চর্চায় কলেজের হেরিটেজ স্বীকৃতি

আর্থিক অনুদান পাবে এবিএন শীল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর : এবার কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজের ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্রকে মান্যতা দিল রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। তবে শুধু মান্যতা দেওয়াই নয়, পাশাপাশি এর জন্য আর্থিক অনুদানও মিলবে। প্রাথমিকভাবে প্রতি বছর ১ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৫০ টাকা করে আগামী পাঁচ বছর এর জন্য আর্থিক অনুদানও দেবে তারা। কলেজ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও কলেজে এ ধরনের মান্যতা ও আর্থিক অনুদান দিল রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। রাজ্যের কোনও সরকারি কলেজেও এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। এ বিষয়ে দু'দিন আগেই রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সেই মান্যতা দেওয়া ও আর্থিক অনুদান দেওয়ার অফিশিয়ালি সমস্ত কাগজপত্র কলেজে এসে পৌঁছেছে।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নিলয় রায় বলেন, 'ইউজিসি'র অনুমোদনে ২০১০ সাল থেকে আমাদের কলেজে ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্র চলছে। এই অবস্থায় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন এই চর্চাকেন্দ্রকে মান্যতা দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক অনুদান দেওয়ায় খুবই ভালো লাগছে।'

ইউজিসি'র অনুমোদনক্রমে ২০১০ সাল থেকে কলেজটিতে ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্র চলছে। গত দু'বছরে কেন্দ্রটি থেকে কালচারাল হেরিটেজ অফ নর্থ ইস্টার্ন পার্ট অফ বেঙ্গলের উপর ছয় মাসের দুটো সার্টিফিকেট কোর্সও পড়ানো হয়েছে। কোর্স শেষে সেগুলির সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অনুদান না থাকায় এতদিন কেন্দ্রটি সেভাবে প্রসারিত হতে বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছিল না। এই অবস্থায় রাজ্য হেরিটেজ কমিশন চর্চাকেন্দ্রটিকে মান্যতা ও আর্থিক অনুমোদন দেওয়ায় সেই সমস্যা দূর হল বলে মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

সেমিনার, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম, কলেজের জাদুঘরের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, এর উপর নানা আর্টিকেল প্রকাশ সহ বিভিন্ন কাজ নিয়মিতভাবে করতে সমস্যা হবে না। এছাড়া এতদিন সার্টিফিকেট কোর্সের উপর কলেজ কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব লোগো ব্যবহার করলেও এখন তাতে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের লোগোও তারা ব্যবহার করতে পারবে। এবিএন শীল কলেজের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান তথা ঐতিহ্য চর্চাকেন্দ্রের অফিসার ইনচার্জ ডঃ প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার, 'আমরা একটা প্রস্তাব তৈরি করে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে পাঠাই। হেরিটেজ কমিশন আমাদের এই কেন্দ্রকে মান্যতা দিয়েছে।'

উবারের মাধ্যমে 'শিকারা' বুকিং

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে 'শিকারা' বুক করতে আর সমস্যায় পড়তে হবে না। এখন থেকে 'উবের'-এর মাধ্যমেই বুক করা যাবে 'শিকারা'। এজন্য বিশেষ অ্যাপের ব্যবস্থা করেছে উবের।

ভূস্বর্গে গিয়ে ডাল লেকে 'শিকারা'য় চেপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেননি এমন মানুষ পাওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই 'শিকারা' বুক করতে গিয়ে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। সেই সমস্যা দূর করতেই এই অ্যাপ বলে জানান উবের ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রভজিৎ সিং। এজন্য উবের অ্যাপের 'হোয়্যার টু গো'-তে গিয়ে 'শিকারা ঘাট নম্বর ১৬'-এ ঢুকে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে 'শিকারা' বুক করতে হবে। ১২ ঘণ্টা থেকে ১৫ দিন আগে পর্যন্ত বুক করা যাবে 'শিকারা'।

বঞ্চনার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : তৃণমূল ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মনরেগা ও আবাস যোজনা নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের প্রভাব সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রাজ্যের শাসকদলের।

তাই মনরেগা এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অর্থ বরাদ্দ আটকে দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে এবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত আইন ও নির্দেশিকা মেনে চলার পরেও রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় দল মনরেগা নিয়ে পর্যবেক্ষণে গিয়ে যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছিল তার জবাব দিতে হবে।

জগদীশের ছেলের দাদাগিরি সিতাইয়ে

অমৃতা দে ও প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ৫ ডিসেম্বর : সিনেমায় নেতা বা মন্ত্রীর ছেলের দাদাগিরি দেখতে অভ্যস্ত বাঙালি। পুরোনো বেশিরভাগ বাংলা সিনেমাতেই নেতার বখাটে ছেলেকে ভিলেনের চরিত্রে রাখতেন পরিচালকরা। বৃহস্পতিবার ভরসন্ধ্যায় সিনেমার লাইভ টেলিকাস্ট দেখলেন সিতাইয়ের নেতাজি বাজারে আসা মানুষজন। এদিন মাঝরাস্তায় দাদাগিরি দেখালেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়ার ছেলে কুন্তল বসুনিয়া। তাঁর বাইকের সামনে এসে পড়েছিলেন এক টোটোচালক। তাতেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান সাংসদ-পুত্র। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুসারে, বাইক থেকে নেমেই চিৎকার করতে থাকেন কুন্তল। তারপরই হঠাৎ হেলমেট খুলে বেধড়ক মারধর শুরু করেন টোটচালককে। সব দেখে হতভম্ব হয়ে যান বাজারে উপস্থিত মানুষজন। সাহস করে দুজন এগিয়ে এসে টোটোচালককে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তাদেরও মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ।

মারধরের পর বাইক নিয়ে এলাকা ছাড়েন কুন্তল। মার খেয়ে রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন টোটোচালক জিয়ারুল মিয়াঁ। বাজারের লোকজনই তাঁকে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভর্তি করেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়ির লোকজনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির হন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চোট দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত টোটোচালককে সিটি স্ক্যান করাতে বলেন। রাতেই জিয়ারুলকে দিনহাটা শহরের একটি বেসরকারি ল্যাবে নিয়ে আসেন তাঁর বাড়ির লোকজন। ল্যাবে শুয়েই জিয়ারুল বলেন, 'নেতাজি বাজারে সারের দোকানে বকেয়া মেটাতে গিয়েছিলাম। সেসময় টোটো ঘোরাতে গিয়ে রাস্তায় বাইকের মুখোমুখি হই। বাইকটি বেশ গতিতেই আসছিল। তবে বাইকের সঙ্গে টোটোর ধাক্কা লাগেনি। বাইকচালক আমার কোনও কথা না শুনেই সকলের সামনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন। প্রতিবাদ করলে হেলমেট খুলে এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করেন। পরে শুনলাম বাইকচালক সাংসদের ছেলে।' ভিযোগ, খবর ছড়িয়ে পড়তেই টোটোচালকের পরিবারের সঙ্গে তৃণমূল নেতারা যোগাযোগ শুরু করেন। থানায় অভিযোগ না করতে নরমে-গরমে চাপও দেওয়া হয় তাঁদের। ভয়ে থানায় অভিযোগ করা নিয়ে দ্বিধায় ওই টোটোচালক। সিটি স্ক্যান করার পর ধীর গলায় বলেন, 'দেখি কী হয়।' যদিও ঘটনায় ছেলের দোষ খুঁজে পাচ্ছেন না জগদীশ। উলটে টোটোচালক মিথ্যা অভিযোগ করছেন বলেই দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'দিল্লিতে আছি। যতটা শুনেছি টোটোচালক ভুল রুট ধরে যাচ্ছিল। সেইসময় ছেলের বাইকে ধাক্কা মারে। ছেলে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে। ওর মোবাইলটিও ভেঙে গিয়েছে। এখন টোটোচালক দোষ ঢাকতে মিথ্যা অভিযোগ করছেন।' তাঁকে বদনাম করতেই সাজিয়ে গুছিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন সাংসদ।

জগদীশ যাই বলুন না কেন, কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবশ্য মনে করছেন, সাংসদ-পুত্রের আরও অনেক বেশি সংযত ও সহনশীল হওয়া উচিত ছিল। তাঁর কথা, 'সত্যি-মিথ্যা না জেনে এর বেশি কিছু বলা উচিত হবে না।' সাংসদ-পুত্রের দাদাগিরির কথা ছড়াতে সময় লাগেনি। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে নানা কথা লেখা হতে থাকে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাস। তাঁর বক্তব্য, 'সিপাহি যেমন, তাঁর ঘোড়াও তেমন। তৃণমূল একটি লুম্পেনের দল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে সাংসদ-পুত্র কুন্তল বসুনিয়ার আচরণে। এর আগেও সাংসদ-পুত্র গরিবদের মারধর করেছে। পুলিশ কখনোই তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না। সেকারণেই দিন-দিন তার ঔদ্ধত্য বাড়ছে। ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে পুলিশ কুন্তলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক।' বিজেপি নেতা দীপককুমার রায় বলেন, 'সাংসদ-পুত্র যা করেছে সেটাই তৃণমূলের আসল ছবি। বারবার সাংসদ-পুত্র অন্যায় করলেও পুলিশ পদক্ষেপ করেনি। তাই তার অন্যায় বেড়েই চলছে।'

স্ক্যানারে উত্তরের ২৫ ব্যবসায়ী

প্রথম পাতার পর

চেয়েছিলেন সিজিএসটি আধিকারিকরা। যদিও মক্কেলের নাম জানাতে চাননি তিনি। বৃহস্পতিবার তদন্তকারীরা শিলিগুড়ি শহর, জয়গাঁ, ময়নাগুড়ির কয়েকজন ব্যবসায়ীর ডেরায় হানা দেন।

সিজিএসটি'র তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর ডেরায় হানা দিয়েছেন আয়কর দপ্তরের তদন্তকারীরাও। পাহাড় ও সমতলের সাতজন ঠিকাদারের কারবারের বেশ কিছু নথিও নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন সিজিএসটি কর্তারা। সিজিএসটি সূত্রের খবর, আইটিসি দুর্নীতির কালো তালিকায় উঠেছে এক ডজনেরও বেশি হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ীর নাম। কাগজ-কলমে দেখানো ভুয়ো কারবারে সেই ব্যবসায়ীদের ক্রেতা হিসাবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বা ঠিকাদারি সংস্থার নাম রয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আইটিসি দুর্নীতিতে ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদাররা একে অপরের পরিপূরক। শিলিগুড়ির এক হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী আবার বেনামী সংস্থা বানিয়ে নিজের ব্যবসার পণ্য কাগজে-কলমে সেই সংস্থাকে বিক্রি করে ইনপুট ট্যাক্স হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। একই অভিযোগ উঠেছে দিনহাটার এক ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধেও। দিনহাটার সেই ব্যবসায়ীর আইনজীবীর দপ্তরেও গিয়েছিলেন সিজিএসটি তদন্তকারীরা।

শিলিগুড়ির দুই হোটেল ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ির এক চা ব্যবসায়ী, বিধাননগরের এক জমি কারবারির বাড়ি ও অফিসেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তকারীরা গিয়েছিলেন। বাগডোগরা সংলগ্ন এলাকায় আবাসনের কারবার শুরু করা তিনজন ব্যবসায়ী সম্পর্কে একযোগে খোঁজখবর শুরু করেছে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তর। ওই এলাকায় পসার জমানো বিহারের এক ব্যবসায়ীর অফিস ও ফ্ল্যাটেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা হানা দিয়েছিলেন। সূত্র বলছে, উত্তরবঙ্গজুড়ে টায়ার ও মোটর যন্ত্রাংশের কারবার চালানো এক ব্যবসায়ীর আইটিসি সংক্রান্ত নথিও যাচাই করতে শুরু করেছে সিজিএসটি'র তদন্তকারীরা।

চোরাপথে বিদেশি সিগারেট এনে কোটি কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। শিলিগুড়িতে তেমন দুই বড় ব্যবসায়ীকে চিহ্নিত করেছে সিজিএসটি এবং আয়কর দপ্তর। তাঁদের বেশকিছু নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক ব্যবসায়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। আইটিসি দুর্নীতিতে শিলিগুড়ির এক সর্ষের তেল ব্যবসায়ীর কারবার সম্পর্কেও খোঁজখবর শুরু করেছেন সিজিএসটি কর্তারা।

নেই মেয়াদ উত্তীর্ণের স্টিকার

গঙ্গারামপুর, ৫ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারের ক্ষীর দইয়ের কদর ঘরে ঘরে। রাজ্য কিংবা দেশ তো বটেই, এখানকার ক্ষীর দই এখন পাড়ি দিচ্ছে বিদেশেও। কিন্তু এই দই কি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ? দই কিনে ক্রেতারা ঠকছেন না তো? এসব জানতে বছরখানেক আগে গঙ্গারামপুর ও নয়াবাজারে অভিযান চালিয়েছিলেন ফুড সেফটি ও ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিকরা। তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, প্যাকেটজাত খাবারের মতো দইয়ের হাঁড়িতেও লাগাতে হবে প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার। কিন্তু সেই অভিযানের এক বছর আগে সেই নির্দেশ দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের স্টিকার অমিল শতাধিক পরিবার দই ব্যবসায় জড়িত। যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে এখানকার ক্ষীর দইয়ের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। সারাবছরই ভালো ব্যবসা চলে। ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক মনোজিৎ রাহা জানান, 'দইয়ের দোকানগুলিতে দু'বার অভিযান চালানো হয়েছে। দইয়ের হাঁড়িতে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সহ দামের স্টিকার লাগাতে বলা হয়েছিল ব্যবসায়ীদের। কিন্তু তাঁরা সেই নির্দেশ উপেক্ষা করেছেন। আমরা অভিযান ফের চালিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেব।'

হলদিবাড়িতে দোকানে চুরি

হলদিবাড়ি, ৫ ডিসেম্বর : দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারি এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। চুরি হওয়া দোকানের মালিক দীনেশচন্দ্র সরকার জানান, দোকান ফাঁকা রেখে অনুমানিক দেড়টা নাগাদ খাওয়ার জন্য তিনি বাড়ি যান। ফিরে এসে দেখেন ক্যাশ বাক্স ভাঙা। তাঁর দাবি, দোকানে প্রায় এক লক্ষ টাকা ছিল।

নিষিদ্ধ হাসিনার ভাষণ

প্রথম পাতার পর

তবে সবকিছু ছাপিয়ে চর্চায় চলে এখন হাসিনার কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞায়। অপরাধ ট্রাইবিউনালের নির্দেশের পর আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসেন বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমগুলির কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রাইবিউনালের নির্দেশ পাঠানো হবে।' অন্যদিকে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের কোনও বিপদ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, 'ভারতকে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। সীমান্ত স্বাভাবিক রয়েছে। শুধু ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলি বাংলাদেশ সম্পর্কে অপপ্রচার করছে।' বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমকে তাঁর পরামর্শ, 'তারা (ভারত) যা করছে, আপনারা তার প্রতিবাদ করবেন। সত্যি ঘটনা প্রকাশ করবেন।'

কন্যাশ্রীর নাম তোলায়

প্রথম পাতার পর

স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা অবশ্য দাবি করেছেন, প্রকল্প সম্পর্কে ছাত্রীদের বিস্তারিত জানিয়ে ফর্ম ফিলআপ করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের মোবাইলে ওটিপি যায়। ছাত্রীরা যদি প্রকল্পের সুবিধা নিতে এগিয়ে না আসে তবে স্কুল কী করবে?

কন্যাশ্রী প্রকল্পে অবিবাহিতা থাকার বিষয়ে বিবৃতি প্রদান নিয়েও সমস্যার কথা উঠে আসে এদিনের মিটিংয়ে। জানা গিয়েছে, অনেক সময় কন্যাশ্রীর কে-১'এর আওতায় থাকা ছাত্রীরা বিয়ে করে নেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা পরে বিভিন্নভাবে জানতে পারেন। কিন্তু ওই ছাত্রী ফর্মে 'অবিবাহিতা' বিবৃতি দেয়। এতে খুবই সমস্যা হয়। বিডিও নির্দেশ দেন, পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে মেয়েটি বিবাহিত কি না জানতে চাওয়া চিঠির কপি তাঁকেও দেওয়ার জন্য। ফর্ম ফিলআপের আলোচনায় উঠে আসে অভিভাবকদের নিয়ে মিটিংয়ের প্রসঙ্গও। বিডিও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পেরেন্টস-টিচার মিটিং নিয়ম মেনে করতে হবে। প্রয়োজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সেখানে যুক্ত করতে হবে। কেননা তাঁদের সঙ্গে এলাকার প্রতিটি মানুষের যোগাযোগ থাকে। প্রতিটি সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকদের বিডিও নির্দেশ দিয়েছেন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুক্রবারের মধ্যে জানিয়ে দিতে। বিডিও প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন করেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যদি কোনও সমস্যা চোখে পড়ে তবে অবশ্যই তাঁকে জানাতে। বৈঠকের পর বিডিও বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে যাতে কোনও ছাত্রী বঞ্চিত না হয় সেজন্যই সকলকে ডাকা হয়েছিল। এছাড়া বেশ কিছু সমস্যা শুনে সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করেছি।'

মাখনা বিপ্লবে বিহার জাগে, বাংলা শুধু ঘুমায়ে রয়

প্রথম পাতার পর

সেখানকার আলিনগর, বাহাদুরপুর, বেহেরা, হায়াঘাট, কেওটি, নেহেরার মতো গ্রামের লোক বছরের ৮ থেকে ১০ মাস কাটান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন প্রান্তে। সপরিবার। বাচ্চারা অনেকে স্থানীয় স্কুলে পড়ে। এঁদেরকে স্থানীয়রা বলেন, মাখনার ফড়িয়া শ্রমিক। রেলস্টেশনের রাস্তার দিকে যান অথবা বারদুয়ারি বা চাঁচলের দিকে। দেখবেন, রাজ্য সড়কের পাশেই থাকার জায়গা করে ফেলেছেন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই।

অবৈজ্ঞানিকভাবে পুরো কাজ চললেও সংখ্যাতত্ত্ব চমকে দেয়। মালদায় মাখনা চাষ হয় ২৩ হাজার ৫০০ একর জমিতে। মাখনা হয় ৩২ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন। অন্তত ২৫০ কোটি টাকার মাখনার ব্যবসা হচ্ছে। বার্ষিক টার্নওভার ৭০ কোটি ৫০ লক্ষ। অথচ মাখনার প্যাকেজিং নিয়ে কারখানা হচ্ছে অন্যত্র। মালদায় কিছু হয় না।

অনেক প্রশ্ন উঠবে পরপর। এত লোক বিহার থেকে আসে কেন? স্থানীয়দের দিয়ে এই কাজ হয় না? তা হলে তো পরিযায়ী হিসেবে স্থানীয়দের যেতে হয় না ভিনরাজ্যে।

উত্তরটি অতি সহজ। মাখনা তোলার কাজ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে না। জলে নেমে ডাঁটা থেকে মাখনার ফল তুলতে হয়। সেটা খুব কঠিন। হাতের চেহারা, রংই পালটে কুচকুচে কালো হয়ে যায়। দ্বারভাঙ্গার লোকেরা এই কাজ যত ভালো করেন, অন্য কেউ তা পারে না।

এত কথা লিখছি একটা যন্ত্রণা থেকে। মালদার মাখনা চাষকে আরও আধুনিক, আরও উন্নততর করার কোনও ভাবনাই রাজ্য সরকার বা জেলা কৃষি দপ্তরের নেই। বাম আমলেও ছিল না, তৃণমূল আমলেও নেই। বিহারের দ্বারভাঙ্গা, কাটিহার, পূর্ণিয়া এলাকায় মাখনার রমরমা দেখে হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারির পুরুষোত্তম ভগৎ এলাকায় মাখনার চাষ শুরু করেন বছর তিরিশেক আগে। বারবার দৌড়েছেন কলকাতায়। যদি রাজ্য কিছু করে।

একটা সময় এলাকার বিধায়ক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মৈত্র কৃষি বিপণনমন্ত্রী ছিলেন, এখন যেমন স্থানীয় বিধায়ক তাজমুল হোসেন মন্ত্রী। তবু মাখনাকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্পাঞ্চল হয়নি হরিশ্চন্দ্রপুরে। মাঝে শুনেছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হবে। মাখনাকে নিয়ে স্পেশাল ইকনমিক জোনেরও কথা উঠেছিল। হায়, সব কথাই থেকে গেল! তাজমুল অ্যান্ড কোং ব্যাপারটার গুরুত্বই বোঝেন না।

বিহার কী করল? ২০২২ সালের এপ্রিলে তারা জিআই ট্যাগ পেয়ে গেল মাখনার। সেটা পূর্ণিয়ার মিথিলাঞ্চল মাখনা উৎপাদক সংস্থার নামে। দ্বারভাঙ্গায় হল মাখনার ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার। দ্বারভাঙ্গার সাংসদ গোপালজি ঠাকুর সংসদে অনেকবার মাখনার প্রসঙ্গ তুললেন। এমনও বলা হল, দ্বারভাঙ্গার তিনটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হল পুকুর, মাছ এবং মাখনা। ভাগলপুরের বিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের কাজে লাগানো হল মাখনার জিআই ট্যাগ আনার ব্যাপারে।

মালদা, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ শুধু ঘুমিয়ে রইল। মন্ত্রীরা, সাংসদরা, আমলারা, কৃষি গবেষকরাও।

ইন্টারনেটে যান। দেখবেন মাখনা নিয়ে চার বছর আগে একটা সিনেমা হয়েছে--মিথিলা মাখন। মৈথিলি ভাষায় প্রথম ছবি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে সেটা।

বাংলা আদৌ কিছু ভেবেছে মাখনার প্রচার ও প্রসার নিয়ে? মালদা আগে যে কারণে বিখ্যাত ছিল, সবই নষ্টের দিকে। আমবাগান কমছে। নষ্ট হচ্ছে স্বাদ। চাষে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয় না বলে আমের আকারও ছোট হচ্ছে, ফলের গায়ে বিশ্রী দাগ। রেশম, আরেক গর্বের জায়গাও ধ্বংসের পথে। এই অবস্থায় মালদার প্রশাসন মাখনা চাষকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর চুপ করে বসে মালদার প্রশাসনের মতো। এদেরও জেগে ঘুমোনো অভ্যাস।

সবচেয়ে দুর্দশা হরিশ্চন্দ্রপুরের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের। কোটা সিস্টেমে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর হাতে মাইক্রো, স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। মাখনা নিয়ে সেখানেই নতুন কিছু করা যেত। ভাবাই হয়নি। শুনছি, এতদিনে নাকি এক উন্নত মেশিন আসবে মাখনা তৈরির জন্য। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েও উদয়ন গুহ বা সাবিনা ইয়াসমিন বা গৌতম দেব মাখনাকে বাংলার অস্ত্র করার কথা ভাবেননি। যানইনি ওদিকে। গৌড়-আদিনার পর্যটনই অনাদরে ধুঁকছে, তো মাখনাশিল্প!

কলকাতার তুলনায় উপেক্ষা জোটে, এই আক্ষেপ শিলিগুড়ি টু কোচবিহারের লোকেদের, নেতাদের। মালদা ও দুই দিনাজপুরও সেভাবে বলতে পারে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর শুধু শিলিগুড়ি-কোচবিহার-জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ারের কথা ভাবে। মন্ত্রক ও মন্ত্রীর কাছে মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট অবহেলিত। মাখনাশিল্প জেলার মন্ত্রীদের কাছেও চিরউপেক্ষিত। একদিন মাখনাও হয়তো আম বা রেশমের মতো বর্ণহীন হয়ে যাবে!

খেলায় আজ

১৯৮৮ : রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন। ৪৪ টেস্টে ২০০ উইকেট নিয়ে তিনি বাঁহাতি স্পিনারদের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে মাইলস্টোনে পা রাখেন।

সেরা অফবিট খবর

বিরাট ঘুমেই লুকিয়ে রহস্য

৩৬ বছরের বিরাট কোহলির ফিটনেস তরুণদের ঈর্ষার বিষয়। অনুষ্কার কথায় যার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তাঁর ৮ ঘণ্টা ঘুমে। বলেছেন, 'ঘুম নিয়ে বিরাট কখনও সমঝোতা করে না। ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময় খরচ ও কার্পণ্য করে না। যা ওর পারফরমেন্সকে আরও ধারালো করে তোলে।'

ভাইরাল

চা বাগানে ফোটোশুট

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড মহিলাদের টি২০ সিরিজের জন্য দুই অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও গ্যাবি লুইসকে নিয়ে ফোটোশুট করা হয়। এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল ১৭৫ বছর পুরোনো সিলেটের মালনিছড়া চা বাগানকে। দুই অধিনায়ককে সাজানো হয়েছিল চা শ্রমিকদের পোশাকে।

সংখ্যায় চমক

৫

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম শতরান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রিয়ান রিকেলটন (১০১)। যার সুবাদে প্রোটিয়াদের ইতিহাসে ২০২৪ সালে প্রথম টেস্ট শতরানকারীর সংখ্যা পৌঁছে গেল পাঁচে।

উত্তরের মুখ

কুয়ালালামপুরে এশিয়া প্যাসিফিক ডেফ গেমস টেবিল টেনিসে জোড়া পদক জিতলেন শিলিগুড়ির শুভেচ্ছা রায় (ডানদিকে)। বিবেকানন্দ ক্লাবের কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীটি প্রতিযোগিতায় মহিলাদের টিম ইভেন্টে রুপো ও ডাবলসে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক মশাল কীসের প্রতীক?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. প্যাট কামিন্স,
২. গ্যারি কাসপরভ।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, দেবজিৎ মণ্ডল।

আসছেন গতবারের দুই চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : গতবছর টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে রানের পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন কেনিয়ার ড্যানিয়েল এবেনিও ও ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেডে। এবারও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসছেন দুই চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট। টাটা গোষ্ঠী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা এই বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক সংস্থার গোল্ড লেবেল রেসের আওতায় চলে এসেছে। বাড়ছে পুরস্কার মূল্যও। বিশ্বের আরও নামীদামি দৌড়বিদরা অংশ নেবেন। কাজেই শিরোপা ধরে রাখার লড়াই কঠিন হতে চলেছে ড্যানিয়েল, কেবেডেদের কাছে।

পেনাল্টি মিস এমবাপের

লা লিগায় হার রিয়াল মাদ্রিদের

বিলবাও, ৫ ডিসেম্বর : লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টের ব্যবধান ৪। তবে বার্সা যেখানে ১৬টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে, সেখানে বুধবার ১৫ নম্বর ম্যাচ খেলল রিয়াল। ফলে টানা দুইটি ম্যাচ জিতলেই কাতালান জায়েন্টদের টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির দলের সামনে। অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে সেই সুযোগ হেলায় হারালেন কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগোরা। পেনাল্টি নষ্ট করে হারের দায় নিলেন এমবাপে।

এদিন শুরু থেকে বহু চেষ্টা করেও লিড নিতে ব্যর্থ রিয়াল। উলটে ৫৩ মিনিটে গোলহজম। এর মিনিট পনেরো পরই পেনাল্টি থেকে এমবাপের নেওয়া দুর্বল শট রুখে দেন বিলবাওয়ের গোলরক্ষক। তারপরও ৭৮ মিনিটে জুডে বেলিংহামের করা গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন মাদ্রিদের সমর্থকরা। যদিও দুই মিনিটের ব্যবধানে ফের গোল হজম করায় হেরেই মাঠ ছাড়তে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। এদিন হারের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে হতাশ এমবাপে বলেছেন, 'সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।'

> সময়টা কঠিন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার সময় এখন।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

অ্যাটলেটিকো বিলবাওয়ের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করা কিলিয়ান এমবাপেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন জুডে বেলিংহাম।

লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে হারাল আর্সেনাল, ড্র লিভারপুলের

স্বস্তির জয় ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ৫ ডিসেম্বর : হাসি ফিরল পেপ গুয়ার্দিওলার মুখে। প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে স্বস্তির জয় ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। অন্যদিকে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ২-০ গোলে আর্সেনালের কাছে হেরে গেল। রক্ষণের ব্যর্থতায় আটকে গেল ছন্দে থাকা লিভারপুলও। লাগাতার হারের পরও প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়েছিলেন গুয়ার্দিওলা। তাঁর কথার মান রাখলেন শিষ্যরা। নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে ম্যান সিটি জিতল ৩-০ গোলে। শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণে নটিংহাম রক্ষণকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে সিটি। ৮ মিনিটেই কেভিন ডি ব্রুয়েনের সহায়তায় গোল করেন বার্নার্ডো সিলভা। ৩১ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন ব্রুইন নিজে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান ৩-০ করেন জেরেমি ডোকু।

সাত ম্যাচ পর ম্যাচ জিতে কিছুটা হলেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পেপ। ম্যাচের পর বলেছেন, 'হারটা যাতে অভ্যাসে পরিণত না হয় তার জন্য এই জয়টা প্রয়োজন ছিল।' গত কয়েকটি ম্যাচে ডি ব্রুয়েনকে শুরু থেকে খেলাননি। পেপের সঙ্গে বেলজিয়াম তারকার সম্পর্ক নিয়ে জল্পনাও চলছিল। এদিন ব্যঙ্গাত্মক সুরে তার উত্তর দেন সিটি কোচ। বলেছেন, 'মনে হয় আমি কেভিনকে খেলাতে পছন্দ করি না। ফাইনাল থার্ডে যার প্রতিভা অন্যতম সেরা। দীর্ঘ নয় বছর একসঙ্গে কাজ করার পরও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা।' পরে বলেছেন, 'চোট সারিয়ে ফেরায় কেভিনের ওপর চাপ যাতে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

এদিকে, পর্তুগিজ রুবেন অ্যামোরিম দায়িত্ব নেওয়ার পর এদিনই প্রথম হারের মুখ দেখল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। সবদিক থেকে সমানে সমানে লড়াই দিলেও সেট পিসে ইউনাইটেডকে পিছনে ফেলল মিকেল আর্তেতার দল। দ্বিতীয়ার্ধে জুরিয়েন টিম্বার এবং উইলিয়াম সালিবা দুইটি গোলই করেন কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে।

অন্যদিকে, ইপিএলে লিভারপুল-নিউক্যাসল ইউনাইটেড ম্যাচ ড্র হল ৩-৩ গোলে। এদিন ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরায় আর্নে স্লটের দল। পরপর দুটি গোল করে লিভারপুলকে এগিয়েও দেন মহম্মদ সালাহ। তবে পয়েন্ট নষ্ট করতে হল নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গোল হজম করে। সালাহ ছাড়া অল রেডসের হয়ে অপর একটি গোল কার্টিস জোন্সের।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হিসেবে প্রথম হারে হতাশ রুবেন অ্যামোরিম (বাঁয়ে)। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস কেভিন ডি ব্রুয়েনের। বুধবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে।

অনুশীলনে অনুপস্থিত হলেও হেক্টর চেন্নাই যাচ্ছেন

কার্ড সমস্যায় চিন্তায় ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে জয়ের পর অন্তত 'আমরাও জিততে পারি,' এই বোধটা ফের জেগে উঠেছে ইস্টবেঙ্গলে। ফলে অনুশীলনেও ফুরফুরে লাগে গোটা দলকে দেখে। শুধুমাত্র কাঁটার মতো খচখচ করছে চেন্নাই উড়ে যাওয়ার একদিন আগে হেক্টর ইউস্তের অনুপস্থিতি। সম্ভবত তাঁর চোট পুরোপুরি সারেনি। কিন্তু তাঁকে যে হিজাজি মাহেরের থেকেও বেশি প্রয়োজন ম্যাচে, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে লাল-হলুদ কোচের কাছে। তাই প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে মাঠে নামানোর জন্য ইউস্তেকে তৈরি রাখছেন তিনি। জানালেন অস্কার ব্রুজোঁ নিজেই। বলেছেন, 'আমরা শুক্রবার এখানে অনুশীলন করেই চেন্নাই যাব। তাই এদিন দুই-একজনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে কারণ সেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ থেকে দল খেলে চলেছে। টানা খেলার ক্লান্তি থাকে। শুক্রবারের অনুশীলনে সবাই থাকবে।' এর বাইরেও চিন্তা যে নেই, তা নয়। চার বিদেশির তিনটি করে হলুদ কার্ড। দুই সেন্টার ব্যাক হিজাজি ও ইউস্তে ছাড়াও সাউল ক্রেসপো ও ক্লেইটন সিলভাও আর একটা করে কার্ড দেখলেই পরের ম্যাচে নেই। সেক্ষেত্রে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচটা গুরুত্বপূর্ণ এই কার্ডের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে এঁরা কেউ একজন কার্ড দেখলেই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে নেই। তবু ব্রুজোঁ বলছেন, 'এই কার্ড সমস্যাটা ফুটবলের অঙ্গ। কিছু করার নেই। ওডিশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।'

> কার্ড সমস্যা ফুটবলের অঙ্গ। ওডিশা না হোক, অন্য কোনও ম্যাচে এটা হবেই। আর পরিবর্ত যে খেলবে, সেও নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।
>
> **অস্কার ব্রুঁজো**

কোচ অবশ্য বিভিন্ন পজিশনে ফুটবলারদের খেলিয়ে তৈরি রাখার চেষ্টা করছেন। যেমন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং না থাকায় পিভি বিষ্ণুর সঙ্গে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেই তিনি জিকসন সিংকে খেলিয়েছেন উইংয়ে। জিকসন বলেছেন, 'আমার নিজের কোনও পছন্দের জায়গা নেই। কোচ যেখানে খেলাবেন আর দলের প্রয়োজন যে পজিশনে সেখানে খেলতে আমার আপত্তি নেই।' তিনিও চেন্নাইয়ান দলটাকে শক্তিশালী বলে মনে করছেন। তিনি বলেছেন, 'কিছু দল আছে যাদের সম্পর্কে আগাম আন্দাজ করা যায় না। চেন্নাইয়ানও সেই রকমই দল। তবে এই কোচ আসার পর দলের মধ্যে সদর্থক ভাবনাচিন্তা এসেছে। সেটাই কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয়।' তিনিই একমাত্র ফুটবলার যাঁর এখনও পর্যন্ত ভারতীয় হিসাবে যে কোনও পর্যায়ের বিশ্বকাপে গোল আছে। সেখান থেকে এখনও ইস্টবেঙ্গলে নিজের জায়গা পাকা করতে না পারা। জিকসন নিজেই বলেছেন, 'একজন ফুটবলারকে নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য লড়ে যেতে হয়। তাই আরও উন্নতির চেষ্টা করছি।' আপাতত তাঁর উপর ভরসা রাখতে সমস্যা নেই ব্রুজোঁর। কারণ আগের ম্যাচে তিনি ও বিষ্ণু দুইটি উইংকে অনেক বেশি সচল রাখতে পেরেছেন। ফলে নন্দ ও মহেশের পক্ষে এখন দলে ঢোকা কঠিন।

এসিএলের চোটের জন্য রয় কৃষ্ণা বাকি মরশুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত খুঁজছেন সের্জিও লোবেরা। তাঁর জায়গায় ইস্টবেঙ্গল থেকে ক্লেইটন সিলভাকে নিতে আগ্রহ দেখাল ওডিশা এফসি। এমনিতেই ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারকে ছাড়তে চায় ইস্টবেঙ্গল।

নয়াদিল্লির পথে মহমেডানের মিরজালোল কাশিমভ।

বিপক্ষ উদাহরণ চেরনিশভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার আইএসএলের মঞ্চে প্রথমবার দুই আই লিগ চ্যাম্পিয়নের লড়াই। অ্যাওয়ে ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। তার আগে দলের আত্মবিশ্বাস ফেরানোই আসল চ্যালেঞ্জ কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের কাছে। প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই ভালো শুরু করছে মহমেডান। কোনও কোনও ম্যাচে গোলও হচ্ছে। কিন্তু তার পরই খেলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আক্রমণভাগের ফুটবলাররা প্রতিপক্ষের গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও খেই হারিয়ে ফেলছেন। সমর্থক থেকে ক্লাবকর্তা সকলেই বেশ বিরক্ত। তবে সাদা-কালো কোচের আশা খুব তাড়াতাড়ি ভালো সময় আসবে। ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ পাঞ্জাবকেই উদাহরণ হিসাবে দেখতে চাইছেন চেরনিশভ। বলেছেন, 'পাঞ্জাবও আই লিগ থেকে আসার পর শুরুটা ভালো করেনি। জানুয়ারি থেকে ভালো খেলতে শুরু করে। তারপর একটা সময় সুপার সিক্সের দৌড়েও ছিল প্রবলভাবে। আর এবার ওরা কত ভালো জায়গায় আছে।'

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে? চেরনিশভের ধারণা, 'গোল করতে না পারাটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা হতে পারে। অনুশীলনে ভালো করলেও ম্যাচে ফুটবলাররা জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। একবার দল গোল পেতে শুরু করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।' যে কারণে ইতিমধ্যেই দলের মেন্টাল কন্ডিশনিং কোচ হিসাবে রাহুল পট্টবর্ধনকে নিয়োগ করেছে মহমেডান। যদিও চেরনিশভ বলছেন, 'মহমেডানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের জার্সিতে খেলাটাই ফুটবলারদের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত।'

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচে দলের রক্ষণভাগের ফুটবলার গৌরব বোরাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জোসেফ আদজেই চোট সারিয়ে ফিরলেও ফের একই জায়গায় ব্যথা অনুভব করছেন। এই ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রক্ষণ নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। যা সম্ভাবনা তাতে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের পাশে মহম্মদ ইরশাদ অথবা জসিমকে খেলাতে পারেন চেরনিশভ।

আইএসএলে আজ

পাঞ্জাব এফসি বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

আবারও ভেস্তে গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বৈঠক

দুবাই, ৫ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চলতি নাটকের শেষ কোথায়? তারিখের পর তারিখ চলে যাচ্ছে। সমাধান সূত্র এখনও মেলেনি। আইসিসি-র শীর্ষপদে বসে জট ছাড়াতে প্রথমবার বোর্ড মিটিং ডেকেছিলেন জয় শা। কিন্তু সেই বৈঠকও নিষ্ফলা। আইসিসির তীব্র চাপ সত্ত্বেও শর্তহীন হাইব্রিড মডেলে রাজি হয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

ফলস্বরূপ ফের নতুন এক তারিখ। শনিবার আইসিসি-র শীর্ষকর্তারা ভারত, পাকিস্তান সহ সদস্যভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার বৈঠকে বসবে। ৭ ডিসেম্বরের যে বৈঠকে জট ছাড়বেই বলা যাচ্ছে না। তবে আইসিসির সূত্রের খবর অনুযায়ী, শনিবার পাকিস্তান অবস্থান থেকে সরে না এলে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটবে সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

হাইব্রিড মডেল নাহলে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানো হবে- আইসিসির তরফে ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, হাইব্রিড মডেলে হলেও সংগঠক হিসেবে প্রাপ্য পুরো অর্থই পাবে পাকিস্তান। যদিও পিসিবি-র দাবি, ভারতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী আইসিসি টুর্নামেন্টেও হাইব্রিড মডেলে করতে হবে, তাহলেই একমাত্র তারা রাজি, নচেৎ নয়।

> ভারতের হয়ে চাপ সম্প্রচার সংস্থার

পাকিস্তানের এহেন অবস্থানের মাঝে ভারতের হয়ে চাপ বাড়াল টুর্নামেন্টের সম্প্রচার সংস্থা স্টার ইন্ডিয়া। লিখিতভাবে আইসিসি-কে জানিয়েছে ভারত না খেললে যে বিশাল ক্ষতি হবে, তা সামলানো অসম্ভব। সম্প্রচার সংস্থার দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে প্রাপ্য আয়ের ৯০ শতাংশ ভারতের বাজার থেকে আসে। ফলে ভারতহীন টুর্নামেন্ট আয়োজন কার্যত অসম্ভব।

স্টার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সম্প্রচারের জন্য আইসিসি-কে ৬৩৫২ কোটি টাকা দিয়েছে তারা। ভারত না খেললে এই অর্থের ৯০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফেরত দিতে হবে। টাকার অঙ্কে যা ৫৭১৬ কোটি। পাকিস্তান সরে দাঁড়ালে সেখানে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৬৩৪ কোটি টাকা ক্ষতি। ভারতের তুলনায় যা অনেকটাই কম।

সম্প্রচার সংস্থার চাপ নিয়ে আইসিসি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টুর্নামেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা নেই। ভারতকে নিয়েই টুর্নামেন্ট হবে। প্রয়োজনে পাকিস্তান থেকে সরিয়ে অন্য দেশে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর।

কাম্বলির পরিণতিতে 'আক্ষেপ' দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : প্রতিভা থাকলে শুধু হয় না। দরকার তার সঠিক লালনপালনের। বাইশ গজে সর্বোচ্চ সাফল্য পেতে দক্ষতা যেমন জরুরি, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ একাগ্রতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা। এই কারণে শচীন তেন্ডুলকার সর্বোচ্চ শিখরে আর বিনোদ কাম্বলি দ্রুত হারিয়ে গিয়েছেন। প্রাক্তন সতীর্থ কাম্বলিকে নিয়ে এমনই মত রাহুল দ্রাবিড়ের।

দ্রোণাচার্য কোচ রমাকান্ত আচরেকারের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শচীন-কাম্বলির যুগলবন্দির ভিডিও ভাইরাল। কাম্বলির শারীরিক, মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্নটা ফের সামনে। তাঁকে নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় দ্রাবিড়ের ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি, 'প্রতিভার ভুল ব্যাখ্যা করি আমরা। আমিও ভুল করি। ব্যাটারদের ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্ব পায় শটের দক্ষতাকে। কিন্তু মনে রাখা উচিত দায়বদ্ধতা, তাগিদ, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তাও কিন্তু প্রতিভা। প্রতিভা নির্ণয়ের সময় সবকিছুই বিবেচ্য হওয়া উচিত।'

শচীন-কাম্বলির তুলনা টেনে দ্রাবিড়ের সংযোজন, 'টাইমিং এবং শট খেলার ক্ষেত্রে অনেকের ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা থাকে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন কভারের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে শট খেলত। শচীন, বীরুর (বীরেন্দ্র শেহবাগ) টাইমিংও দুর্দান্ত ছিল। বিনোদের শট নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। রাজকোটে একটা ম্যাচে দেখেছিলাম, (জাভাগল) শ্রীনাথ, অনিলের (কুম্বলে) বিরুদ্ধে কীরকম দাপট নিয়ে ১৫০ করে। অনিলের প্রথম বলটাই সোজা গ্যালারিতে! প্রতিপক্ষ হয়েও উপভোগ করেছিলাম। হয়তো জীবনের বাকি জায়গাগুলিতে (একাগ্রতা, শৃঙ্খলা) একই প্রতিভা দেখাতে পারেনি ও। এইজন্যই শচীন আজ এই জায়গায়।'

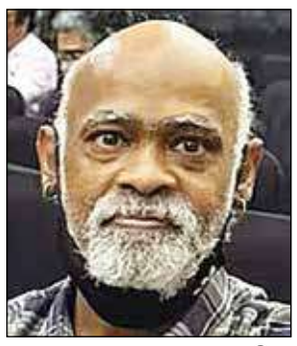

স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছে কাম্বলির।

কাম্বলিকে নাকি একসময় সাহায্য করতে চেয়েছিলেন কপিল দেবও। চিকিৎসা, রিহ্যাবের সমস্ত খরচ বহনের আশ্বাসও দেন। শর্ত একটাই, সুস্থ হওয়ার তাগিদ, সদিচ্ছা দেখাতে হবে কাম্বলিকে। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলে কপিলের সতীর্থ বলবিন্দার সিং সান্ধু এদিন যে কথা প্রকাশ্যে আনেন। বিশ্বকাপ ফাইনালে গর্ডন গ্রিনিজের স্টাম্প উড়িয়ে দেওয়া সান্ধু বলেছেন, 'কাম্বলি রিহ্যাবে যেতে রাজি হলে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল কপিল। শর্ত একটাই, সদর্থক উদ্যোগ নিতে হবে খোদ কাম্বলিকে। তাহলে যত টাকা খরচ হবে, তা বহন করবেন কপিল।'

এদিকে, কাম্বলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির আম্পায়ার মার্কাস কুটোর দাবি, রিহ্যাব করে লাভ নেই। একাধিকবার নিজেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বন্ধুর অবস্থা খারাপ শুনে ছুটে গিয়েছেন কাম্বলির বাড়িতে। সেই মার্কাস দাবি করেছেন, 'ওর রিহ্যাবে গিয়ে লাভ নেই। ১৪ বার গিয়েছে। তিনবার আমরা উদ্যোগ নিয়ে ওকে রিহ্যাব সেন্টারে নিয়ে যাই। কিন্তু কিছু হয়নি।'

হারের ধাক্কায় অন্তর্দ্বন্দ্ব মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : আইএসএলে পরপর হারের ধাক্কায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কর্তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। নজিরবিহীনভাবে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি সচিব ইশতিয়াক আহমেদ রাজুর বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন। সচিবের মুখ বন্ধ করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ করেছেন মহমেডান সভাপতি। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল সাদা-কালো তাঁবু।

বৃহস্পতিবার ক্লাব তাঁবুতে সভাপতি আমিরুদ্দিন বলেছেন, 'আমাদের ক্লাবের কিছু ব্যক্তি ভুলভাল কথা রটাচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা আমাদের টাকা দিচ্ছে না এমনও বলছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ওরা ইতিমধ্যে চল্লিশ শতাংশ টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছে।' কয়েকদিন আগে দলের পরপর হারে ক্ষুব্ধ সচিব ইশতিয়াক কোচের পদত্যাগ দাবি করেন। এদিন সেই প্রসঙ্গে সচিবের নাম না করে ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন তাঁকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেছেন, 'কোচকে পদত্যাগ করার কথা কেউ বলতে পারে না। এই বিষয়টা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের সঙ্গে কোচের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে।'

এদিন সচিবকে কোণঠাসা করতে ক্লাবে মুখপাত্র নিয়োগ ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিনিয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নেওয়ার কথাও জানান আমিরুদ্দিন। বলেছেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মুখপাত্র নিয়োগ করা হবে। আপাতত কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিনকে এই পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ছাড়া ক্লাবের পক্ষ থেকে কেউ সরকারি বিবৃতি দিতে পারবেন না।'

সামি-অভিষেকে মুস্তাকের প্রি-কোয়ার্টারে বাংলা

রাজস্থান-১৫৩/৯ বাংলা-১৫৪/৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর : রাজস্থানকে ভাঙলেন মহম্মদ সামি (৪-০-২৬-৩)। পরে ব্যাট হাতে দলের ইনিংস গড়লেন অভিষেক পোড়েল (৪৮ বলে ৭৮)।

সামি-অভিষেকের দাপটে রাজস্থানকে সাত উইকেটে হারিয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে পৌঁছে গেল টিম বাংলা। যেখানে আগামী সোমবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বাংলাকে। গ্রুপের শীর্ষস্থান পাওয়ার পরও রানরেটে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাকে প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনাল খেলতে হচ্ছে।

আজ সকালে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই সামি ম্যাজিকের সামনে চাপে পড়ে গিয়েছিল রাজস্থান। সেই চাপ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন কার্তিক শর্মা, মাহিপাল লোমোররা। কিন্তু সেই চেষ্টা যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৩/৯ স্কোরে থেমে যায় রাজস্থানের ইনিংস। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ফর্মে থাকা করণ লালকে (৪) শুরুতে হারালেও জিততে সমস্যা হয়নি বাংলার। ওপেনার অভিষেকের পাশে সমানভাবে দলকে ভরসা দিয়েছেন অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি (অপরাজিত ৫০)।

সোমবার প্রতিপক্ষ চণ্ডীগড়

পরিস্থিতি ছিল মরণ-বাঁচনের। নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে হলে জিততেই হত বাংলাকে। সেই লক্ষ্যে দারুণভাবে সফল সুদীপ, ম্যাচের সেরা অভিষেকরা। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'এই জয়ে দলের সকলের সমান অবদান রয়েছে। পুরো দলকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকি।' মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার নকআউট পর্বের ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু মুস্তাক আলির নকআউট পর্ব। তার আগে আগামীকালই বাংলা দলের রাজকোট থেকে বেঙ্গালুরু উড়ে যাচ্ছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'মরণ-বাঁচন ম্যাচ ছিল বলেই আমরা রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই পরিকল্পনা সফল হয়েছে।' এসবের মধ্যেই সামি বল হাতে নিয়মিতভাবেই উন্নতি করছে। আজও রাজস্থান ব্যাটিংয়ের শুরুতে ধস নামিয়েছিলেন তিনিই। বাংলার বোলিং কোচ শিবশংকর পালের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় সামি ফিট ছিল। মাঝের কয়েকদিনে ও আরও ফিট হয়ে উঠেছে। অতীতের ছন্দও ফিরে পেয়েছে। সামি আমাদের গর্ব।'

ম্যাচের সেরার চেক হাতে বাংলার অভিষেক পোড়েল।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ ময়ূখ (মিমো) -এর জন্মদিনে অনেক আদর ও ভালোবাসা সহ ঠাম্মি, মা, বাবা ও দিদি, মদনমোহন পাড়া, অপূর্ব পার্ক, দিনহাটা, কুচবিহার।

কোথায় খেলবেন হিটম্যান, ধাঁধায় অজিরা

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ওপেনিংয়ে খেলবেন না ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্রশ্ন মিডল অর্ডারে খেললে কত নম্বরে? রোহিত শর্মার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে যে ধোঁয়াশা ধাঁধা প্রতিপক্ষ অজিদের জন্যও। রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ, যে পজিশনে খেললে অজিদের সবথেকে বেশি চাপে রাখতে পারবে মনে করবে, সেখানেই খেলা উচিত রোহিতের।

প্রাক্তন হেডকোচ বলেন, 'নবীন-প্রবীণের দারুণ মিশ্রণ রয়েছে ভারতীয় দলে। আর ওপেন করবে নাকি মিডল অর্ডারে খেলবে, পছন্দটা রোহিতের নিজস্ব। ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ। কোথায় খেললে অজিদের চিন্তায় রাখতে পারবে, অজিরা পছন্দ করবে না, সেটাই বেছে নিক ও।'

ইডেন গার্ডেন্সে টেস্ট অভিষেকে ৬ নম্বরে নেমে শতরান করেন রোহিত। ৫ বা তার নীচে নেমে ৪১ ইনিংসে করেছেন ১৪৭৪ রান। গড় ৪৩.৪৫। তবে গত ৬ বছরে মিডল অর্ডারে দেখা না গেলেও শাস্ত্রীর যুক্তি, লোকেশ রাহুল-যশস্বী জয়সওয়াল ওপেনিং জুটি থাকুক অ্যাডিলেডের দিনরাতের টেস্টেও।

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে শাস্ত্রীয় বচন

কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'আমার মতে রাহুলই ওপেন করুক। রোহিত অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখার পর সেভাবে প্রস্তুতি সারতে পারেনি। প্র্যাকটিস ম্যাচে দ্রুত আউট হয়। রোহিত বরং ৫ বা ৬-এ খেলুক। চোট সারিয়ে শুভমানও ফিরছে। নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। গত ১০-১৫ বছরে এরকম শক্তিশালী ব্যাটিং নিয়ে কোনও দল অজি সফরে আসেনি। বোলিংয়ে কোনওরকম কাঁটাছেড়া প্রয়োজন নেই। পারথের বোলিং ব্রিগেডই খেলুক অ্যাডিলেডে।'

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট আবার যশস্বীতে মজে। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করা ভিডিও কিংবদন্তি অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'প্রতিভাবান ওপেনিং ব্যাটার। ইতিমধ্যেই ওর ব্যাট থেকে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সেঞ্চুরি এসেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অভিষেকেই শতরান। দ্বিশতরান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এখন অস্ট্রেলিয়ায় যশস্বী-ম্যাজিক জারি।'

যশস্বীর অতীতের জীবন সংগ্রামের কথা তুলে গিলক্রিস্ট জানান, রাতে ঘুমের মধ্যে নয়, চোখ খোলা রেখে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পরিশ্রম করেছে, ঘাম ঝরিয়েছে। অন্ধকার টেন্টে, খালি পেটে থেকেও যে স্বপ্নটাকে কখনও হারিয়ে যেতে দেয়নি যশস্বী। আর এই অতীতটাই তরুণ ভারতীয় ওপেনারের ভালো খেলার সবথেকে বড় রসদ।

গিলক্রিস্টের মতে, কুড়িতেই লাখো, কোটি সমর্থকের প্রত্যাশার চাপ সামলে সফল যশস্বী। আইপিএলের পাশাপাশি দেশের হয়ে সাফল্য পাচ্ছে। তবে পারথে করা ১৬১, রাতারাতি বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনায় এনে দিয়েছে বাঁহাতি ওপেনারকে। ঈশ্বরই জানে, যশস্বীর স্বপ্নের দৌড়ের শেষ কোথায়।

টানা ছয় ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর : দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের নবম রাউন্ডে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে ফের ড্র করলেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। এদিন সাদা ঘুঁটির সুবিধা নিয়েও গুকেশ এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন। দুজনেরই পয়েন্ট ৪.৫। বাকি আর পাঁচটি রাউন্ড। তার মধ্যে প্রথম ৭.৫ পয়েন্ট পাবেন যিনি তিনিই চ্যাম্পিয়ন হবেন। তাছাড়া ১৪ রাউন্ড শেষেও মীমাংসা না হলে চ্যাম্পিয়ন নির্ধারিত হবে টাইব্রেক রাউন্ডে। গুকেশ জিতলে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

নজরে অজি ব্যাটিং বনাম বুমরাহ

গোলাপি যুদ্ধে বৃষ্টির পূর্বাভাস

ফিল্ডিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : ঘটনার ঘনঘটা!

অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। জোশ হ্যাজেলউডের পরিবর্তে খেলবেন স্কট বোল্যান্ড। টিম ইন্ডিয়া তাদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেনি। কিন্তু জোড়া বদল নিশ্চিত। ধ্রুব জুরেল ও দেবদত্ত পাডিক্কালের পরিবর্তে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শুভমান গিল ফিরছেন প্রথম একাদশে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে অ্যাডিলেডে। আগামীকাল ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার গোলাপি টেস্টের প্রথম দিন ভাসতে পারে বৃষ্টিতে। ফলে ভারত-অজি গোলাপি যুদ্ধে টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সঙ্গে রয়েছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ১৫০ রানে অল আউট হয়ে যাওয়ার পর বল হাতে অজি শিবিরে পালটা আঘাতের কাজটা শুরু করেছিলেন বুমরাহ। ফল কী হয়েছিল, সবার জানা। বুমরাহ 'আতঙ্ক' এখনও প্রবলভাবেই রয়েছে অজি শিবিরে। থাকবেও।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে টিম ইন্ডিয়া আত্মবিশ্বাসের এভারেস্টে চড়ে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামছে, এমন ঘটনা বিরল। সেই বিরল ঘটনাই কাল প্রত্যক্ষ করতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। অ্যাডিলেড টিম ইন্ডিয়ার জন্য এমন একটা মাঠ, যা দলের সেরা ব্যাটার বিরাট কোহলির জন্য 'পয়া'। আবার চার বছর আগে এই মাঠেই দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে ৩৬ অলআউটের লজ্জার রেশ এখনও রয়েছে ভারতীয় শিবিরের অন্দরে। অতীতের ধাক্কা রোহিত-বিরাট-বুমরাহদের জন্য শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে 'বদলার' মেজাজ নিয়ে আসে কিনা, ক্রিকেটমহলে তারও জল্পনা চলছে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের মতোই অ্যাডিলেড ওভালের মাঠও অস্ট্রেলিয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থেই 'দুর্গ।' পরিসংখ্যান বলছে, অ্যাডিলেডে মোট সাতটি দিন-রাতের গোলাপি টেস্ট খেলেছেন অজিরা। কখনও হারের স্বাদ পেতে হয়নি স্টিভেন স্মিথদের। এবার কি ছবিটা বদলাতে চলেছে? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে পারথের জয় ও সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট হিসেবে শুক্রবার অ্যাডিলেডে নামবে ভারত। নামবে পূর্ণ শক্তি নিয়ে। যেখানে অধিনায়ক রোহিত প্রথম টেস্ট খেলতে না পারার পর অ্যাডিলেডে ফিরতে গিয়ে তাঁর পছন্দের ব্যাটিং অর্ডার হারিয়ে ফেলেছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজার মতো সিনিয়ার ও অভিজ্ঞরা টানা দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় সাজঘরে বসে থাকতে চলেছেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে অজি সংবাদমাধ্যমে হইচইয়ের পাশে তাঁর ফর্মকে কেন্দ্র করে প্যাট কামিন্সদের সংসারে তৈরি হয়েছে টেনশন। এসবের মধ্যে বুমরাহ আতঙ্ক তো রয়েইছে।

অ্যাডিলেডে ফোন করে জানা গেল চমকপ্রদ তথ্য। 'অপরাজিত' থাকা মাঠে বুমরাহ-যশস্বীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরির জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছেন কামিন্স-স্মিথরা। তাঁরা ভালোই বুঝে গিয়েছেন, পারথের পর অ্যাডিলেডেও হারতে হলে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। অতীতে আটের দশকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও প্রায় চব্বিশ বছর আগে গ্রেম স্মিথের দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া এমন নজির আর কোনও দেশের নেই। রোহিতের ভারত সেই তালিকায় ঢুকে পড়তে পারবে কিনা, সময় বলবে। সেই কারণেই অজি অনুশীলনে বুমরাহর মতো বোলিং অ্যাকশনের বোলার হাজির করিয়ে অনুশীলনও সেরেছেন স্মিথরা।

কিন্তু তারপরও অস্ট্রেলিয়া শিবিরের টেনশন, বুমরাহ আতঙ্ক কমার খবর নেই। অধিনায়ক কামিন্স, ফর্মে না থাকা মার্নাস লাবুশেনদের জন্য একমাত্র সঞ্জীবনী সুধা হতে পারে অ্যাডিলেডের বাইশ গজ। যেখানে ৬ মিলিমিটার ঘাস রয়েছে। কিউরেটার ডামিয়েন হাউ গতকালই জানিয়েছিলেন, পিচে ব্যাটারদের পাশে পেসার-স্পিনারদের জন্যও সহায়তা থাকবে। কিন্তু এমন সহায়তা তো পারথেও ছিল।

স্বপ্নের ফর্মে থাকা বুমরাহ ম্যাজিক শুরু হতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডের গোলাপি বলের যুদ্ধেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো?

অস্ট্রেলিয়া
বনাম
ভারত

আজ শুরু
দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : অ্যাডিলেড
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

> পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে জাদেজা-অশ্বীনের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।
>
> - রোহিত শর্মা

> প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতে নেই লাবুশেনের। কিন্তু যেভাবে আউট হয়েছে মেনে নেওয়া কঠিন। মুশকিল ধারাভাষ্যকারদের 'কিছুটা সক্রিয় হওয়া উচিত' পরামর্শ এড়িয়ে যাওয়াও। তবে ওকে দেখে দুর্দান্ত লাগছে, যেমন লাগে সবসময়। হয়তো অ্যাডিলেডে আরও একটা শতরানের ভাবনাও ঘুরছে।
>
> - প্যাট কামিন্স

দলীয় স্বার্থে 'বলিদান' হিটম্যানের

রাহুলই ওপেন করবে, ঘোষণা রোহিতের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : কারোর মতে 'বলিদানের' সেরা উদাহরণ। কেউ কেউ তো বলছেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। আবার অনেকের মতে, ইয়ে তো হোনা হি থা!

বাস্তব যাই হোক না কেন, মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালের সেরা উদাহরণ হিসেবে হয়তো চিরকাল নাম থেকে যাবে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার। পারথ টেস্টের সময় তিনি দলে ছিলেন না। ছিলেন মুম্বইতে। পরিবার ও সদ্যোজাত পুত্র সন্তানের সঙ্গে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ইনিংস ওপেন করার সুযোগ পেয়েই চমক দিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। প্রথম ইনিংসে কঠিন পরিস্থিতিতে লড়াকু ২৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মায়াবী ৭৭ রানের ইনিংস খেলে রাহুল প্রমাণ করেন ফর্ম সাময়িক, ক্লাস চিরকালীন। সেই পারফরমেন্সের পুরস্কার পেলেন তিনি। আজ অ্যাডিলেডে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক রোহিত ঘোষণা করে দিলেন, গোলাপি টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুলই ওপেন করবেন। তিনি 'মিডল অর্ডারের' কোথাও ব্যাট করবেন। রোহিত জানাননি ঠিক কত নম্বরে তিনি ব্যাটিং করবেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তের পর ক্রিকেট দুনিয়ায় রোহিতকে নিয়ে প্রবল হইচই চলছে। নিজের পছন্দের ওপেনিংয়ে 'বলিদান' দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রোহিত আজ বলেছেন, 'মুম্বইয়ের বাড়িতে বসে পারথ টেস্টে রাহুলের ব্যাটিং দেখেছি। অসাধারণ ব্যাটিং করেছিল ও। পারথে আমাদের জয়ের নেপথ্যে যশস্বী ও রাহুলের ওপেনিং জুটির বড় অবদান রয়েছে। তাই আপাতত ওর ব্যাটিং অর্ডার বদলের কোনও প্রয়োজন নেই। রাহুলই ইনিংস ওপেন করবে যশস্বীর সঙ্গে। আমি মিডল অর্ডারে কোথাও ব্যাটিং করব।'

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ভারত অধিনায়ক রোহিতের পা রাখার পর থেকেই তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে চলছিল জল্পনা। গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুলও খোলশা করে কিছু জানাননি। আজ রোহিত ধোঁয়াশা কাটালেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'লোকেশের ওপেন করা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ওই অ্যাডিলেডে ইনিংস ওপেন করবে। মিডল অর্ডারে কোথাও নামব আমি। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ নয় আমার জন্য। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় আমার। পারথে যেভাবে রাহুল দুই ইনিংসে ব্যাটিং করেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।' দলের ওপেনিং জুটি ও নিজের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা শেষ করেছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও তিনি অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের প্রথম একাদশ ঘোষণা করেননি।

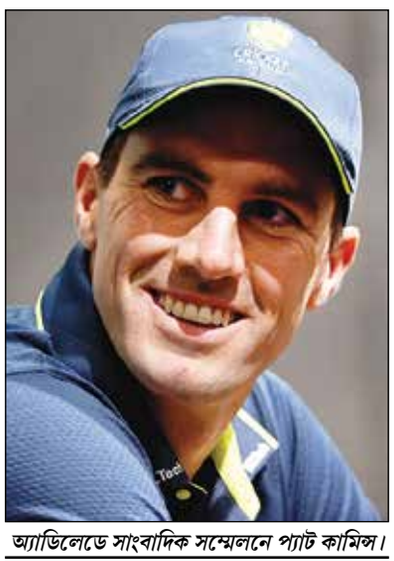

পারথ টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মতো দুই অভিজ্ঞকে সাজঘরে বসতে হয়েছিল। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। অ্যাডিলেডে কী হবে? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র অধিনায়ক রোহিত বলেছেন, 'পারথে আমি ছিলাম না। তাই নিজে গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। আসলে দল পরিচালনা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পারথে সেটাই হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, সিরিজের বাকি পর্বে ওরা ঠিকই দলকে সাহায্য করবে।' রোহিত স্পষ্ট না করলেও ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টেও অ-জা জুটিকে সাজঘরেই বসতে হচ্ছে। ওয়াশিংটনই থাকবেন প্রথম একাদশে। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, 'আমাদের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ছিল ওয়াশিংটন। খেলেওছিল। ও একজন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার।' অশ্বীন-জাদেজাদের নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করার পাশে টিম ইন্ডিয়ার আগামী প্রজন্মের তিন তারকা শুভমান গিল, যশস্বী ও ঋষভ পন্থদের নিয়েও মুখ খুলেছেন ভারত অধিনায়ক। সময়ের সঙ্গে ক্রিকেটারদের মানসিকতার বদলের বিষয়টি উসকে দিয়েছেন তিনি। রোহিতের কথায়, 'দলের জুনিয়ার সদস্য হিসেবে যখন আমরা প্রথম অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম, ভাবতাম কীভাবে রান করব। কীভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে সফল হব। এখনকার প্রজন্মের শুভমান-জয়সওয়াল-ঋষভ পন্থরা ভয়ডরহীন ক্রিকেটের পাশে শুধু ম্যাচ জয়ের কথাই ভাবে।'

লাবুশেনকে বার্তা কামিন্সের

অ্যাডিলেড, ৫ ডিসেম্বর : লাস্ট ফ্রন্টিয়ার।

ভারতের মাটিতে সিরিজ জেতার সাধ একদা অধরা রেখেই ক্রিকেটকে গুডবাই জানাতে হয়েছিল স্টিভ ওয়াকে। সব সাফল্যের মাঝেও যে আক্ষেপ এখনও তাড়া করে। উত্তরসূরি প্যাট কামিন্সও একই নৌকোয়।

অ্যাসেজ থেকে বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মতো বড় আসরে বাজিমাত করলেও ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয় এখনও অধরা তাঁর। চলতি সিরিজে লক্ষ্যপূরণের পথে বড়সড়ো আঘাত পারথ টেস্টে হার। স্কোরলাইন ১-১-এর সঙ্গে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করা-শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে একাধিক লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে। রয়েছে ব্যাটারদের ফর্মে ফেরা, জোশ হ্যাজেলউডের অভাব পূরণের চাপ।

ম্যাচের আগের দিন প্রথম এগারোর নাম জানিয়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। একটাই পরিবর্তন- আনফিট হ্যাজেলউডের জায়গায় ১৭ মাস পর প্রত্যাবর্তন বছর পঁয়ত্রিশের পেসার স্কট বোল্যান্ডের। বোলিং-ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও মিচেল মার্শও আছেন। ওপেনিংয়ে উসমান খোয়াজার সঙ্গে আরও একটা সুযোগ পাচ্ছেন নাথান ম্যাকসুইনি। পারথে দুই ইনিংসেই জসপ্রীত বুমরাহদের সামলাতে ব্যর্থ হলেও আস্থা রাখছে দল। তিনে মার্নাস লাবুশেন, চারে স্টিভেন স্মিথ।

তিন-চারের দুই তারকার ফর্ম অজিদের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা। টানা ব্যর্থতার (শেষ ১০ টেস্টে ১২৩ রান) সঙ্গে লাবুশেনের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্সও বিশেষ বার্তা দিয়ে রাখলেন সতীর্থকে।

পারথে লাবুশেনের ঠকঠকানি (৫২ বলে ২ রান) ইনিংস নিয়ে তোপ দাগেন প্রাক্তনদের অনেকেই। যুক্তি, লাবুশেনের অতি-রক্ষণাত্মক ব্যাটিং ভারতীয় বোলারদের মাথায় চেপে বসতে সাহায্য করেছে।

কামিন্স বলেছেন, 'প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতে নেই ওর। কিন্তু যেভাবে আউট হয়েছে মেনে নেওয়া কঠিন। মুশকিল ধারাভাষ্যকারদের 'কিছুটা সক্রিয় হওয়া উচিত' পরামর্শ এড়িয়ে যাওয়াও। তবে ওকে দেখে দুর্দান্ত লাগছে, যেমন লাগে সবসময়। পরিশ্রম করছে। হয়তো অ্যাডিলেডে আরও একটা শতরানের ভাবনাও ঘুরছে।' অ্যাডিলেডে লাবুশেনের রেকর্ড সমীহ জাগানো। ৩টি শতরান, ব্যাটিং গড় ৭১।

অ্যাডিলেডে সাংবাদিক সম্মেলনে প্যাট কামিন্স।

জসপ্রীত বুমরাহকে নতুন বলে সামলানো চ্যালেঞ্জ, মেনেও নিচ্ছেন। কামিন্সের আশা, বোলাররা যেমন বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে নামবে, তেমনই ব্যাটাররা কাজে লাগাবে প্রথম টেস্টের বিপর্যয় থেকে পাওয়া শিক্ষাকে। ব্যাটে-বলের দলগত ক্রিকেটের প্রতিফলন ঘটবে, আরও ভালো পারফরমেন্স হবে গোলাপি বলের দ্বৈরথে।

৩৬-এর পুরোনো স্মৃতি উসকে দিতে ভারতীয় ব্যাটারদের গোলাপি বলে পরীক্ষা ফেলতে ফের প্রস্তুত অজি পেসাররা। মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ড। পরিস্থিতি বুঝে মিচেল মার্শও কয়েক ওভার হাত ঘোরাবেন।

কামিন্স ভরসা রাখছেন জোশের বিকল্প বোল্যান্ডের ওপর। খুশি, জোশের পরিবর্ত হিসেবে বোল্যান্ডকে পেয়ে। দাবি, জাতীয় দলে না থাকলে, ঘরোয়া ক্রিকেটে অত্যন্ত ধারাবাহিক। সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশের হয়ে অতীতে যখন সুযোগ পেয়েছে, হতাশ করেননি।

দলের মধ্যে বিভাজন-বিতর্কের দায় ধারাভাষ্যকারদের ওপর চাপিয়ে দিলেন কামিন্স। সুনীল গাভাসকার, মাইকেল ভন, অ্যাডাম গিলক্রিস্টরা প্রশ্ন তোলেন। কামিন্সের পালটা দাবি, দল এককাট্টা। সাজঘরের পরিবেশ দুর্দান্ত। মানসিকভাবে ভালো জায়গাতে রয়েছে। কোনও কোনও ধারাভাষ্যকার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনের জন্য আবার যশস্বী জয়সওয়ালের স্লেজিংয়ের জবাব দেওয়ার বাড়তি তাগিদ। পারথে নার্ভাস নাইন্টিজে দাঁড়িয়ে স্টার্ককে বলেছেন, 'তোমার বল জোরে আসছে না'। লায়োনকে বলেছেন, 'তুমি কিংবদন্তি। তবে বুড়ো হয়ে গেছ।'

স্টার্ক বল হাতেই জবাব দেওয়ার মেজাজে। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেছেন, 'আমি আস্তে বল করছি। ওর কথাগুলি শুনতে পাইনি তখন। তবে এখন আমি কাউকে জবাব দিই না। এড়িয়ে চলি যতটা সম্ভব।' তবে স্লেজিং করলেও যশস্বী-বন্দনায় স্টার্কের দাবি, বর্তমান ক্রিকেটের অন্যতম সাহসী তরুণ ব্যাটার। বলেছেন, 'প্রথমদিনে দ্রুত ফিরিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণভাবে মানিয়ে নিই। অ্যাডিলেডে ফের নতুন চ্যালেঞ্জ।'

রানের রেকর্ড বরোদার

ইন্দোর, ৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার একের পর এক নজির ঘটল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে। একদিকে টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের রেকর্ড গড়ল বরোদা। পাশাপাশি ২৮ বলে শতরান করে টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের কীর্তি স্পর্শ করেছেন পাঞ্জাবের অভিষেক শর্মা। একইদিন মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করেছেন ভুবনেশ্বর কুমার। বৃহস্পতিবার সিকিমের বিরুদ্ধে বরোদা টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক স্কোরের বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। তারা ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রানে পৌঁছে যায়। আগে এই কীর্তির অধিকারী ছিল জিম্বাবোয়ে। চলতি বছরেই তারা গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৩৪৪ রান তুলেছিল।

মুস্তাক আলি ট্রফিতে হ্যাটট্রিক করলেন ভুবনেশ্বর কুমার।

অন্যদিকে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছেন অভিষেক। কয়েকদিন আগে উর্ভিল প্যাটেলও ২৮ বলে শতরান করেছিলেন। এটাই ছিল টি২০ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির। বৃহস্পতিবার সেই কীর্তি স্পর্শ করেছেন অভিষেক।

এদিকে, জাতীয় দলে ব্রাত্য হয়ে থাকা ভুবনেশ্বর কুমারও জ্বলে উঠেছেন। এদিন উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। সবমিলিয়ে চলতি প্রতিযোগিতায় তাঁর ঝুলিতে এখন ৭ ম্যাচে ৯ উইকেট।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ বসাক - কে 07.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 87270 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি আকস্মিক ভাবেই জিতেছি এবং এই বিশাল অর্থ আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। এটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে, কারন এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ আমাকে খুব সহজেই আর্থিক বোঝা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।